Contents

অষ্টম বর্ষ

৪র্থ—৫ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ১

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ—৪র্থ—৫ম সংখ্যা

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ বাং অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫৮ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কোরআনমজীদের ভাষ্য	(তফ্‌ছীর)	সম্পাদক	১৫৩
২।	হাদীসের প্রামাণিকতা		মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	১৬৫
৩।	পূর্বপাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ		সম্পাদক	১৭৩
৪।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	(ইতিহাস)	মূলঃ স্যর উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেছাঘোনা, খুলনা	১৭৭
৫।	সিপাহী জিহাদোত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি		অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী এম, এ,	১৮৫
৬।	হাদীসশাস্ত্রে মুস্‌লিম নারীসমাজের দান	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	১৮৯
৭।	ধর্ম ও শিক্ষার পরিভাষায় চরিত্রের ব্যাখ্যা		মোহাম্মদ মুজিবুররহমান বি, এ,	১৯৩
৮।	হযরত মসীহের (দঃ) মৃত্যু (বিতর্ক ও বিচার) কাদিয়ানী বাহাদুরীর নমুনা		আবুস্‌সুর আবদুলফাত্তাহ আস্‌সুন্নী	১৯৮
৯।	পথভ্রষ্ট	(কবিতা)	আতাউল হক	২০৭
১০।	সাময়িক আইনের নির্দেশাবলী		সরকারী বিজ্ঞপ্তি	২০৮
১১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	তর্জুমান-সম্পাদক	২১৪
১২।	প্রাপ্তিস্বীকার		পূর্বপাকজমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস	২১৭

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত "তিন তালাক প্রসঙ্গ" পুস্তিকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে। এখনই অর্ডার দিন !

মূল্য এক টাকা মাত্র, ডাকমাশুল সতন্ত্র।

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

অষ্টম বর্ষ	অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ, রবিউস্সানী ১৩৭৮ হিঃ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ বংগাব্দ	৪র্থ—৫ম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্ছীর

فصل الخطاب في تفسير ام الكتاب

(৫৩)

"সিদ্দীকিয়তে"র আসনে সমারূঢ় হইবার জন্ত যেসকল অনবদ্য গুণের সমাবেশ মানবচরিত্রে অপরিহার্য, সত্যজীবী আবুবক্রের জীবনকথায় তন্মধ্যে দু'টি মাত্র গুণের কথা এপর্যন্ত আলোচিত হইল। সত্যের তরুণ তপন উদিত হওয়ামাত্র সোজাসুজি তাঁর স্বচ্ছ হৃদয়দর্পণে উহার উদীয়মান জ্যোতি কেমন করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেকথা বলা হইয়াছে। তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্ত কোন অলৌকিক প্রমাণ তাঁহার নিকট দাবী করেননাই, ওঁর বশ্যতা স্বীকার করার জন্ত কোন সাক্ষী বা উৎসাহদাতার তাঁহার প্রয়োজন হয়নাই। ঠিক আকাশে সূর্য উদিত হইলে উহার বাস্তবতা সম্বন্ধে যেমন চক্ষুষ্মান লোকের কোন দ্বিধা, সংকোচ থাকেনা, কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হয়না, তেমনি রিসালতের সূর্য উদিত হওয়া মাত্র আবুবক্রের চিরজাগ্রত মানস চক্ষু তাহা অবলোকন করিয়া ফেলিয়াছিল। সত্যজীবীদের চক্ষুর অবস্থাই এইরূপ !

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রসূলুল্লাহর (দঃ) "মি'রাজ সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। নবুওতের ১০ম বর্ষে ২৭শে রজবের নিশীথে ঊর্ধ ও নিম্নজগতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশ্বপ্রভুর আমন্ত্রণক্রমে রসূলুল্লাহ (দঃ) "মি'রাজে" গমন করিয়াছিলেন কিন্তু মুত্ইম বিনে আদী, আম্র বিনে হিশাম, ওলীদ বিনে মুগীরা প্রভৃতি কুরায়েশ নেতারা সেকথা অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতেছিল আর কতিপয় দুর্বলচেতা মুস্লিমের হৃদয়ও সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তখনও এই আবুবক্র সিদ্দীকই "মি'রাজ" সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রদত্ত বিবরণকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া অকুতোভয়ে উহার বাস্তবতা প্রচার করিয়াছিলেন। মুত্ইম বলিতেছিল, মোহাম্মদ(দঃ), এতদিন যাবৎ তুমি যেসব কথা বলিয়া আসিতেছিলে, সেগুলির মধ্যে সত্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আজ তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ভিন্নরূপ! আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুমি মিথ্যাবাদী! আমরা উটে চড়িয়া এক মাসে বয়তুল মক্দসে যাই আর একমাসে ঘুরিয়া আসি আর তুমি কিনা এক রাত্রেই বয়তুলমক্দসে গিয়া আবার ঘুরিয়া আসিয়াছ? লাত ও উয্যার শপথ! আমি তোমার কথা কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিবনা"। তখন আবুবক্র বলিয়া উঠিলেন, দেখ মুত্ইম, তুমি তোমার ভাতিজাকে বড়ই অন্যায় কথা বলিয়াছ, তুমি অনর্থক তাঁহাকে অপদস্থ করিলে আর মিথ্যাবাদী বলিলে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তিনি সত্যবাদী,—আবুইয়োলা ও ইব্নেআসাকির [১]।

كل امرك قبيل اليوم كان امرا غير قولك اليوم' انا اشهد انك كاذب' نحن نضرب اكباد الابل الى بيت المقدس مصعدا شهرا ومنحدرا شهرا' تزعم انك اتيته في ليلة' واللات والعزى لا اصدقك فقال ابوبكر : يامطعم بئس ماقلت لابن اخيك جبهته وكذبته انا اشهد انه صادق!

হাকিম হযরত আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহর [দঃ] মুখে মি'রাজের বিবরণ শুনিয়া কতিপয় মুসলমানও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা দৌড়াইয়া গিয়া আবুবক্রকে বলিয়াছিল, আপনার সহচর কি বলিতেছেন, আপনি তাহা শুনিয়াছেন কি? তিনি বলিতেছেন, একরাত্রেই তিনি নাকি বয়তুলমক্দসের নৈশ ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন? আবুবক্র বলিলেন, সত্যই কি তিনি একথা বলিয়াছেন? তাহারা বলিল, হাঁ! আবুবক্র বলিলেন, যদি তিনি বলিয়া থাকেন, তাহা- হইলে সত্যকথাই বলিয়াছেন! তাহারা পুনশ্চ বলিল, তাহ'লে আপনি বিশ্বাস করেন যে, রাত্রিতে তিনি বয়তুলমক্দসে গমন করিলেন আর ঊষার উদয়ের পূর্বেই ফিরিয়া আসিলেন? তখন হযরত আবুবক্র বলিলেন, হাঁ, দেখ, ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্যজনক যাহা, রসূলুল্লাহর [দঃ] সেরূপ কথাও আমি বিশ্বাস করিয়া থাকি! দেখ প্রত্যেক সকালে ও সন্ধায় তিনি যে আকাশবাণী প্রাপ্ত হন, আমি তাহাও বিশ্বাস করি[২]।

قال : او قال ذلك ؟ قالوا : نعم ! قال : لئن قال ذلك لقد صدق ! نعم ! انى لاصدقه بما هو ابعد من ذلك ! اصدقه بخبر السماء فى غدوة او روحة -

তাই বলিতেছিলাম, সত্যবাদী হওয়া সহজ, কিন্তু সত্যাগ্রহী ও সত্যজীবী হওয়া সহজসাধ্য নয়! আমরা অনেকেই দু'একজন সত্যবাদী ব্যক্তি অবশ্যই দেখিয়াছি, কিন্তু স্বীয় ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক সংস্কারের বিরুদ্ধে, স্বীয় স্বার্থ ও সুবিধার প্রতিকূলে সত্যকে দর্শন করা মাত্র উহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছে আর উহাকে দৃঢ়ভাবে আলিংগন করিয়াছে এবং অকুতোভয়ে তাহার সাহায্য ও প্রতিষ্ঠাদানে জীবনপাত করিয়াছে, এরূপ বিরাট পুরুষের সন্দর্শনলাভে কেহ ধন্য হইয়াছে বলিয়া আমরা শ্রবণ করিনাই। কিন্তু আবুবক্র সিদ্দীকের সমস্ত জীবনই সত্যবাদিতা, সত্যনিষ্ঠা, সত্যাগ্রহ ও সত্যজীবনের বিচিত্র আলেখ্যে পরিপূর্ণ!

আবুবক্র কেবল ছায়ার মত আজীবন রসূলুল্লাহর [দঃ] পবিত্র কায়ার অনুসরণ করিয়াই ক্ষান্ত হননাই, তাঁহার অনুগমনে ও সমর্থনে দাঁড়াইয়া তিনি পুনঃ পুনঃ কেবল দৈহিক নির্যাতনেরই সম্মুখীন হননাই, রসূলের প্রবর্তিত সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া মক্কার ধনিক ব্যবসায়ী আবুবক্র সর্বস্বান্তও হইয়াছিলেন। আবুদাউদ

১) ইযালাতুলখাফা (১) ২০৪ পৃঃ।

২) ইযালাতুলখাফা (১) ২০৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হযরত যুবায়রের প্রমুখাৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, আবুবক্‌র যখন ইস্‌লামগ্রহণ করেন, তখন তিনি চল্লিশ হাজার টাকার অধিকারী ছিলেন আর হযরত আয়েশা বলেন যে, তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁর কাছে স্বর্ণ বা রৌপ্যের একটি মুদ্রাও ছিলনা। এ বিপুল অর্থ আবুবক্‌র কোন্ কাজে ব্যয় করিয়াছিলেন? মক্কার যে-সকল ক্রীতদাস ইস্‌লামগ্রহণ করার অপরাধে তাহাদের পাষণ্ড প্রভুদের হস্তে দিবানিশি অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিতেছিলেন, তাহাদিগকে আবুবক্‌র সিদ্দীক তাহাদের নিকট হইতে মূল্য দিয়া ক্রয় করেন এবং আল্লাহর পথে মুক্ত করিয়া দেন। এই ভাবে যাঁহাদিগকে পাষণ্ডদের কবল হইতে তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হযরত বিলাল, আমির বিনে ফুহায়রা ও জারিয়া বিনে আম্‌র বিনুল মু'মল তিনজন পুরুষ আর যুনায়রা, নহদীইয়া, তদীয়া কন্যা ও উম্মেউবায়েস চারিজন নারী সমধিক উল্লেখ-যোগ্য। শুধু এইরূপ কার্যেই নয়, ইস্‌লামপ্রচার, হিজ্‌রতের আয়োজন ও মদনীরাষ্ট্রের গঠন কল্পে যখন যে অর্থ ব্যয় করার জন্য রসূলুল্লাহ [দঃ] ইংগিত দিতেন, আবুবক্‌র অকুণ্ঠ চিত্তে তাহা ব্যয় করিতেন। "দু'জনের একজন" রূপে যখন রসূলুল্লাহর [দঃ] সাহচর্যে আবুবক্‌র মদীনায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁর মোট পুঁজির ৩৫ হাজার টাকাই মক্কায় ফুরাইয়া গিয়াছিল। মদীনায় কেবল ৫ হাজার টাকা লইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন[১]। তিনি মক্কায় তাঁহার পুত্র কন্যা ও পিতা আবুকহাফার জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সে কাহিনীও বড়ই মর্মস্পর্শী।

হিজ্‌রতের রাত্রি যখন ভোর হইল, তখন আততায়ীর দল বিস্মিত হইয়া দেখিল, যে বুল্‌বুলকে প্রভাতে হত্যা করিবে বলিয়া তাহারা সারারাত্রি পাহারা দিয়াছিল সে তাহাদের ষড়যন্ত্রের শিকল কাটিয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া প্রথমে রসূলুল্লাহর [দঃ] শয্যায় শায়িত হযরত আলী মুর্তাযাকে ভীষণভাবে মারাপিট করিল এবং তাঁহাকে কা'বা পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া কিছুক্ষণ আটক করিয়া রাখিল। তারপর আবুজিহ্‌লের নেতৃত্বে পাষণ্ডের দল হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীকের গৃহ চড়াও করিল। সিদ্দীক-দুহিতা হযরত আস্‌মাকে আবুজিহ্‌ল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতা কোথায়? আস্‌মা বলিলেন, কৈ? আমি তো সেকথা জানিনা! তখন দুরাত্মা আবুজিহ্‌ল হযরত আস্‌মার গণ্ডদেশে এরূপ প্রচণ্ড চপেটাঘাত হানিল যে, তাঁহার কাণের বালিগুলি খসিয়া পড়িয়াগেল। অপর দিকে হযরত আস্‌মা স্বয়ং বলিয়াছেন, আমার পিতা হিজ্‌রতের সময়ে নগদ টাকা-কড়ি সমস্তই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, গৃহে এক কপর্দকও রাখিয়া যাননাই। যে টাকা তিনি লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ পাঁচ, ছয় হাজার টাকা হইতে পারে। পিতা চলিয়া যাওয়ার পর দাদা আবুকহাফা আমাকে বলিলেন, বেটি, আমার মনে হয়, আবুবক্‌র গৃহত্যাগ করিয়া তোমাদিগকে দ্বিবিধ বিপদে ফেলিয়া গেল, একটি তার অনুপস্থিতির বিপদ আর অপরটি সে তোমাদিগকে রিক্ত হস্তে রাখিয়া গেল। আমি বলিলাম, না, দাদাজান, পিতা আমাদের জন্য যথেষ্ট রাখিয়াগিয়াছেন! তারপর আমি একটা প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া লইয়া উহাকে উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া যে গর্তে টাকা কড়ি থাকিত, তাহাতে রাখিয়াদিলাম আর অন্ধ দাদার হাত ধরিয়া তাঁহাকে গর্তের কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলাম, দেখুন দাদাজান, পিতা আমাদের জন্য অনেক কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। আবুকহাফা প্রথমে হাতড়াইয়া দেখিলেন তারপর বলিলেন, বেশ! যখন তোমাদের কাছে পুঁজি রহিয়াছে, তখন আবুবক্‌রের চলিয়া যাওয়ার তত ভাবনা নাই। সে ভালই করিয়াছে, তোমাদের ভরণ পোষণের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে! হযরত আস্‌মা বলিয়াছেন, এ কৌশলে আমি শুধু বৃদ্ধ দাদাজীর সান্ত্বনার জন্য অবলম্বন করিয়াছিলাম, নচেৎ প্রকৃতপক্ষে পিতা সমস্তই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন[১]।

রসূলুল্লাহর [দঃ] মহামান্য সহচরবৃন্দের মধ্যে হযরত আবুবক্‌র অপেক্ষাও ধনাঢ্য ব্যক্তির অভাব ছিলনা, কিন্তু আল্লাহর পথে সর্বত্যাগী হইবার গৌরব অর্জন করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয়নাই। তবুকের সংগ্রামে যাহাকে কুর্‌আনে অভাবের সংগ্রাম(ساعة العسرة)

১) ইসাবা(৪) ১০৪ পৃঃ।

১) ইযালাতুলখাফা (২) ১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, রসূলুল্লাহ [দঃ] মুসলিম জনসাধারণকে, উহার জন্য যতদূর সম্ভব সাহায্য করার নির্দেশ দেন। তিরমিযী হযরত উমরের বাচনিক উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] আমাদিগকে সদ্‌কা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন, তখন আমার হস্তে কিছুটাকা-কড়ি ছিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম, অন্ততঃ একদিনের তরেও যদি আমি আবুবক্‌রকে পরাজিত করিতে পারি, তাহাহইলে আজ তাঁহাকে পরাজিত করিবই। ইহা মনে মনে স্থির করিয়া আমি আমার পুঁজির অর্ধেক লইয়া রসূলুল্লাহর [দঃ] খিদ্‌মতে হাযির হইলাম। হযরত আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পরিবারবর্গের জন্য কি রাখিয়াছেন? হযরত উমর বলিলেন, ঠিক এই পরিমাণ! অতঃপর রসূলুল্লাহ [দঃ] জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো আবুবক্‌র, আপনি আপনার পরিবারবর্গের জন্য কি রাখিয়াছেন? হযরত আবুবক্‌র নিবেদন করিলেন, তাহাদের জন্য আল্লাহ আর তদীয় রসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি। হযরত উমর বলিতেছেন, সেই দিবসে আমি বুঝিয়া লইলাম যে, আমি কখনও আবুবক্‌রকে পরাজিত করিতে পারিবনা [১]।

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصدق ووافق ذلك عندى مالا، فقلت: اليوم اسبق ابابكر ان سبقته يوما، فقال فجئت بنصف مالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قلت مثله، واتى ابوبكر بكل ماعنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابابكر ما ابقيت لاهلك؟ فقال: ابقيت لهم الله ورسوله قلت: لااسبقه الى شيء ابدا -

মোটেরউপর আবুবক্‌র সিদ্‌দীক তাঁহার যথাসর্বস্ব রসূলুল্লাহর [দঃ] সেবায় উৎসর্গ করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে নিঃস্ব হইয়াছিলেন। মদীনায় তাঁর পুঁজির শেষ কপর্দক ইস্‌লামের পথেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। হযরত আবুবক্‌রেরর রসূলুল্লাহর [দঃ] জন্য এরূপ ভাবে সর্বত্যাগীহওয়ার স্বীকৃতি স্বয়ং রসূলুল্লাহর [দঃ] পবিত্র মুখেই বারম্বার উচ্চারিত হইয়াছে। আবুসঈদ খুদ্‌রী হযরতের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, সকলের অপেক্ষা অধিক স্বীয় ধন ও সাহচর্য দ্বারা যিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তিনি হইতেছেন আবুবক্‌র। আবুহুরায়রা রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, আমাদিগকে যাহারা যত প্রকার সাহায্য করিয়াছে, আমরা সেসমস্তের প্রতিদান দিয়াছি, এক আবুবক্‌র ছাড়া। তিনি আমাদিগকে যেসকল সাহায্য করিয়াছেন সেসমস্তের প্রতিদান আল্লাহ তাঁহাকে কিয়ামতের দিনে দিবেন। আমি আবুবক্‌রের ধনে যতদূর উপকৃত হইয়াছি, অন্য কাহারও ধনসম্পদে ততদূর হইনাই। আবুদ্‌দর্‌দা রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন আর তোমরা বলিয়াছিলে, "তুমি মিথ্যা বলিতেছ" কিন্তু আবুবক্‌র বলিয়াছিলেন "তিনি সত্যই বলিয়াছেন" আর তাঁহার ধন ও প্রাণ দিয়া তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন [২]।

مالاحد عندنا يد الاوقد كافيناه ماخلا ابابكر، فان له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة - وما نفعنى مال احد قط مانفعنى مال ابوبكر - ان الله بعثنى اليكم فقلتم كذبت وقال ابوبكر صدق وواسانى بنفسه وماله -

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সিদ্‌দীকের মানসলোকে নবুওতের আলোক প্রতিফলিত হওয়ার যেরূপ যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে, সেরূপ যোগ্যতা অন্যকোন শ্রেণীর লোকের থাকেনা, এই যোগ্যতা নিবন্ধন বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হযরত আবুবক্‌রের স্বচ্ছ হৃদয়দর্পণেই সর্বপ্রথম "নবুওতে মুহাম্মদী"র অমল ধবল জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়াছিল। শুধু এইটুকুই নয়, তাঁহার সত্যজীবী হৃদয়ের আলো আরও অপরাপর বহু লোকের অন্তরলোকের মণিকোঠায় ঈমানের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছিল। গোড়াগুড়ি হইতেই আবুবক্‌র ছিলেন অমায়িক ব্যবসায়ী, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও সৌজন্য দ্বারা অনেককেই তিনি উপকৃত করিতেন, অনেকেই অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া বসিতেন। তাঁহার সৎপরামর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই হযরত উস্‌মান বিনে আফ্‌ফান, হযরত তল্‌হা বিনে উবায়দুল্লাহ

১) ইযালাতুলখাফা (২) ১৬ পৃঃ।

২) ইযালা (১) ৩০৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হযরত যুবায়ের বিন্নুল আওয়াম, হযরত সা'দ বিনে আবি ওয়াক্‌কাস ও আবদুর্‌রহ্‌মান বিনে আওফ হযরত আবুবকরের হস্তে ইস্‌লামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ৩. ইহা লক্ষণীয় যে, ইঁহারা সকলেই "আশারায়-মুবাশ্‌শরা"র অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ ইঁহারা তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই রসূলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক বেহেশ্‌ত লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের ছাড়া আমির বিনে ফুহায়রার মত আরও কত লোককে যে হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীক কুফ্‌রের অভিশাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

হযরত আবুবক্‌রের জীবনী বিশ্লেষণ করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যেকটি পংক্তি "সিদ্‌দীকিয়তে কুব্‌রা"র নিদর্শন। আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

পূর্বে বলা হইয়াছে, "সিদ্‌দীকিয়তে"র আসন "নবুওতে"র মহান আসনের সহিত এত গভীর সৌসাদৃশ্যপূর্ণ যে, নবীর প্রত্যেকটি কথা ও আচরণের প্রকৃত ও সঠিক তাৎপর্য সিদ্দীকের মানসপটে যেভাবে অংকিত হইয়া যায়, অপরের পক্ষে তেমনভাবে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়না। শুধু ইহাই নয়, নবীর প্রতি প্রত্যাদিষ্ট বাণীকে বাস্তবান্বিত করার যে আকুল আগ্রহ যেমন স্বয়ং নবীর মনে উদিত হয়, নবীর ব্রতকে পালন করার আর তাঁহার নির্দেশকে কার্যে পরিণত করার আগ্রহ তেমনি সিদ্দীকের মন কেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখে। কারণ তওহীদ ও রিসালতের সত্যতায় সিদ্দীকের মন নবীর হৃদয়ের মতই প্রদীপ্ত থাকে। হযরত আবুবক্‌র যদিও অত্যন্ত কোমলহৃদয় ছিলেন কিন্তু ইস্‌লামের সংকট কালে উহার গৌরব ও প্রকৃত তাৎপর্য রক্ষা কল্পে তিনি যে দৃঢ়তা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) সাহাবাগণের মধ্যে একজনও সে পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে—

রসূলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের পর সর্বপ্রথম মুসলমানগণ যে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা এই যে, হযরতের ওফাতে সমুদয় সাহাবা সম্পূর্ণরূপে দিশাহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। হযরত উমরের মত দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিও রসূলুল্লাহর (দঃ) মৃত্যুকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কুর্‌আনের স্পষ্ট নির্দেশও এই মহাবিপদে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। একমাত্র আবুবক্‌র সিদ্দীক এই সময় তাঁহার স্থৈর্য রক্ষা করিতে আর জাতির সম্বিত ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইব্‌নে আবিশায়বা প্রভৃতি হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমর ও জননী আয়েশার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, যখন রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রাণবায়ু নির্গত হয়, তখন হয্‌রত আবুবক্‌র মদীনার উপকণ্ঠে ছিলেন। তিনি আসিয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন। হযরতের দেহ তখন বস্ত্রাবৃত ছিল। আবুবক্‌র স্বীয় ওষ্ঠপুট হয্‌রতের কপোলদেশে স্থাপন করিয়া বারম্বার চুম্বন দিতে ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, আমার মা বাপ আপনার জন্য উৎসর্গ হউন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি জীবনে যেরূপ পবিত্র ও সুন্দর ছিলেন, মরণেও তেমনি পবিত্র ও সুন্দর রহিলেন! অতঃপর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি হযরত উমরের নিকট

لما قبض رسول الله صلے الله عليه وسلم كان ابوبكر فى ناحية المدينة فجاء فدخل على رسول الله صلے الله عليه وسلم وهو مسجى' فوضع فاه على جبين رسول الله صلے الله عليه وسلم' فجعل يقبله ويبكى ويقول : بابى انت وامى طبت حيا وطبت ميتا ـ فلما خرج مر بعمر بن الخطاب وهو يقول : مامات رسول الله صلے الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقتل الله المنا فقين وحتى يخزى الله المنا فقين ! قال : وكانوا يستبشرون بموت رسول الله صلے الله عليه وسلم' فرفعوا رؤسهم ـ فقال ايها الرجل اربع على نفسک ! فان رسول الله صلے الله عليه وسلم قد مات ! الم تسمع الله يقول : انک ميت وانهم ميتون' وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افان مت فهم الخالدون ـ ثم اتى المنبر فصعده فحمد الله واثنى عليه' ثم قال :

৩) ইসাবা (৪) ১০২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গমন করিলেন। উমর তখন বলিতেছিলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) মরেন-নাই, মরিতে পারেন-না। যতদিন না তিনি মুনাফিক দলকে নিহত করিবেন, তাহাদিগকে লাঞ্ছিত না করিবেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) মৃত্যু-লাভ সম্ভবপর নয়। মুনাফিকরা হযরতের

ايها الناس' ان كان محمدا الهكم الذى تعبدون' فان الهكم قدمات' وان كان الهكم الذى فى السماء فان الهكم لم يمت - ثم تلا : وما محمد الا رسول' قد خلت من قبله الرسل' افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم' ومن ينقلب على عقبيه' فلن يضر الله شيئا و سيجزى الله الشاكرين

মৃত্যুতে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা সকলেই মস্তক উন্নত করিয়াছিল। আবুবক্‌র হযরত উমরকে বলিলেন, ওহে ভ্রাতা, আত্মসম্বরণ কর, রসূলুল্লাহ (দঃ) সত্যই মরিয়া গিয়াছেন! তুমি কি আল্লাহর একথা শ্রবণ করনাই যে, হে রসূল, আপনিও মরিবেন আর তাহারাও মরিবে? (যুমর : ৩০)। আমি কোন মানুষকেই আপনার পূর্বে চিরজীবী করিনাই, তবে কি আপনি মরিয়া গেলে তাহারা চিরজীবী হইবে? (আম্বিয়া : ৩৪)। অতঃপর আবুবক্‌র মিম্বরে আরোহণ করিয়া আল্লাহর প্রশস্তি ও স্তুতির পর নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করিলেন, "জনমণ্ডলী, যদি মুহাম্মদ আপনাদের উপাস্য হন, যাঁহার আপনারা ইবাদত করিতেন, তাহাহইলে শুনুন, আপনাদের উপাস্য ঠাকুর মরিয়া গিয়াছেন আর যিনি উর্ধে বিরাজিত, তিনিই যদি আপনাদের উপাস্য হন, তাহাহইলে শুনুন, তিনি অমর, কখনও মরিবেননা! তারপর হযরত আবুবক্‌র এই আয়তটি পাঠ করিলেন, মুহাম্মদ (দঃ) রসূল বৈ অন্য কিছু নহেন, তাঁহার পূর্বে বহু রসূল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। তবে কি তিনি যদি মরিয়া যান, অথবা নিহত হন, তাহাহইলেই তোমরা মুসলিমসমাজ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? দেখ, যেব্যক্তি ঘুরিয়া যাইবে, সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেনা আর যাহারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাহাদিগকে অবশ্যই পুরস্কৃত করিবেন—আলে-ইমরান, ১৪৪ আয়ত।

কি দৃপ্ত ভাষণ! কি মর্মস্পর্শী বাণী! ঘটনার বর্ণনাদাতাগণ বলিয়াছেন, আবুবক্‌রের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মুমিনগণ উৎসাহিত ও উল্লসিত হইয়া উঠিলেন আর মুনাফিকদের মুখ চুন হইয়া হইয়া গেল! আবদুল্লাহ বিনে উমর মন্তব্য করিয়াছেন, আল্লাহর শপথ, আমাদের বুদ্ধির মুখ যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল, হযরত আবুবক্‌রের কথা শুনিয়া সেই আবরণ উন্মোচিত হইল [১]।

فوالذى نفسى بيده' لكانما كانت على وجو هنا اغطية' فكشفت -

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, এই বিবরণ পাঠ করিয়া সরাসরি অগ্রসর হইবেননা, একবার ভাবিয়া দেখুন, যখন মুসলিম আপামর জনসাধারণ রসূলুল্লাহর (দঃ) বিয়োগের সংকটে পতিত হইয়া সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন আর রসূলুল্লাহর (দঃ) মৃত্যুকে অস্বীকার করিতেছিলেন, তখন আবুবক্‌র সিদ্দীক যদি তাঁহাদিগকে ভ্রমান্ধকার হইতে উদ্ধার করিতে না পারিতেন, তাহাহইলে কি সর্বনাশই না ঘটিত! রসূলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের সঙ্গে-সঙ্গে ইস্‌লামের অবিমিশ্র তওহীদের বিশুদ্ধ সরোবর অবতারবাদ ইত্যাদি শির্‌কিয়া মতবাদ দ্বারা কলুষিত হইয়া উঠিত না কি? পক্ষান্তরে হযরতের ওফাতকে উপলক্ষ করিয়া মুনাফিকের দল যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইয়াছিল, রসূলুল্লাহর (দঃ) মৃত্যুর নিস্তব্ধ ও নৈরাশ্যপূর্ণ স্বীকৃতি দ্বারা তাহা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিত না কি? কিন্তু আবুবক্‌র সিদ্দীকের স্থৈর্য, দৃঢ়তা ও বাগ্মীতা সকল সমস্যার কেমন সুন্দর সমাধান করিয়া দিয়াছিল? কিন্তু প্রশ্নের এখানেই সমাধান হইতেছেনা। হযরত আবুবক্‌রের মত সরল, বিনম্র ও কোমলহৃদয় ব্যক্তি, যাঁহাকে ওরিয়েন্টালিস্ট বিদ্যাধ্বজীরা বেওকুফ সাব্যস্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার মত লোক এই সংকট মুহূর্তে এরূপ পয়গম্বরী শক্তি অর্জন কেমন করিয়া? আসল কথা হইতেছে, হযরত আবুবক্‌রের স্থির প্রজ্ঞার পিছনে তাঁহার "সিদ্দীকিয়ত"ই প্রেরণা যোগাইয়াছিল। যে মতবাদ রসূলুল্লাহ [দঃ] পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার যথার্থ স্বরূপ ও স্পিরিট হযরত আবুবক্‌র যেভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তেমন করিয়া অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারেননাই, ইস্‌লামের সঠিক আদর্শকে

১) ইযালাতুলখাফা [২] ২৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

রক্ষা করার যে উদ্‌গ্র বাসনা তাঁহার মনে সকল সময়ে জাগ্রত থাকিত, অন্য কাহারও মানসলোককে তাহা সর্বক্ষণ সেরূপ ভাবে সচেতন রাখিতে পারিতনা।

রসূলুল্লাহর (দঃ) ওফাত লইয়া যখন একদিকে এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, অপরদিকে তখন আন্‌সারগণ সকীফায় বনিসায়েদায় সমবেত হইয়া সঅদ বিনে উবায়দাকে মদনীরাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক পদে অভিষিক্ত করার তদ্‌বীর করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই মন্ত্রণায় মুহাজিরীন ও আহ্‌লেবয়েতদিগকে মিলিত করেননাই। হযরত আবুবক্‌র তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) জানাযার ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই ত্বরিতগতিতে হযরত উমর সমভিব্যাহারে আন্‌সারদের মন্ত্রণাসভায় যোগদান করেন। বুখারী ও ইব্‌নেআবিশয়বা প্রভৃতি সনদ সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবুবক্‌র ও উমরকে দেখিয়া আন্‌সারগণ বলিতে লাগিলেন, منا امير ومنكم الامير ! আমাদের মধ্য হইতে একজন অধিনায়ক আর আপনাদের অর্থাৎ মুহাজিরদের মধ্য হইতে একজন অধিনায়ক হউক! তর্ক বিতর্ক বিতণ্ডায় ও কলহে পরিণত আর উভয় দলের তরবারি কোষমুক্ত হইবার উপক্রম করিল। এই সংকট মুহূর্তেও হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীক অগ্রসর হইলেন আর হযরত উমর এবং অন্যান্য বক্তাদের নিরস্ত করিয়া এমন এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করিলেন যাহার ফলে উত্তেজনা থামিয়া গেল আর গোলযোগ তিরোহিত হইল। আবুবক্‌র বলিয়াছিলেন, "দেখুন আন্‌সারগণ, আল্লাহ সাক্ষ্য রহিয়াছেন, আমরা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিনা, ইস্‌লামের জন্য আপনাদের ত্যাগস্বীকার আর আমাদের প্রতি আপনাদের প্রাপ্য দাবীর কথাও আমরা অমান্য করিনা। কিন্তু একথা আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, কুরায়েশরা সমগ্র আরব গোত্রের কাছে যেভাবে মাননীয়, অন্য কোন গোত্রই সেরূপ নয়, আরবরা কুরায়েশের কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নেতৃত্বে একমত হইবেনা। অতএব আমরা মুহাজিরগণ অধিনায়কত্ব করিব আর আপনারা আন্‌সারগণ মন্ত্রী হইবেন। দেখুন আন্‌সারগণ, আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন, আপনারা ইস্‌লামের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবেননা, যাহাতে ইস্‌লামে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, আপনারা তাহার প্রথম কারণ হইবেননা। আমি প্রস্তাব করি, আপনারা উমর ফারুক আর আবুউবায়দা বিন্নুল জর্‌রাহ—এই দু'জনের একজনকে আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করুন, ইঁহাদের যে কোন একজন আপনাদের পক্ষে নির্ভরযোগ্য"। হযরত উমর এ সময়ে বলিয়াছিলেন, "দেখুন মুস্‌লিম সমাজ, শুনুন আন্‌সারগণ, আপনারা কি একথা অবগত নন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার বিদ্যমানতায় আবুবক্‌রকেই ইমামতের আদেশ দিয়াছিলেন? তবে কি আপনাদের মধ্যে এমনও কেহ রহিয়াছেন, যিনি রসূলুল্লাহ [দঃ] যাঁহাকে অগ্রণী করিয়াছেন, তাঁহাকে পশ্চাদ্‌বর্তী করিতে চান? সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহর পানাহ চাই আমরা, যদি আমরা আবুবক্‌রকে অতিক্রম করি! হযরত উমর পুনরায় বলিলেন, রসূলুল্লাহর [দঃ] পর তাঁহার কার্যের স্থলাভিষিক্ত হইবার সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য হইতেছেন কুরআনে কথিত "পর্বতগুহার দুজনের দ্বিতীয় ব্যক্তি" আবুবক্‌র, সমুদয় সৎকার্যের অগ্রণী!

يامعشر الانصار، انا والله ما ننكر فضلكم ولا بلاء كم في الاسلام ولا حقكم الواجب علينا، ولكنكم قد عرفتم ان هذا الحى من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم و ان العرب لن تجتمع الا على رجل منهم، فنحن إلا مراء وانتم الوزراء - فاتقوا الله و لا تصدعوا الاسلام - ولا تكونوا اول من احدث في الاسلام - الا وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين لعمر ولابى عبيدة بن الجراح فايهما بايعتم فهو لكم ثقة -

ان اولى الناس بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ثانى اثنين اذ هما فى الغار : ابوبكر السباق المبين !

ইহা লক্ষণীয় যে, হযরত আবুবক্‌রের নির্বাচন সম্পর্কে হযরত উমরের উক্তিগুলি তখন বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছিল, কিন্তু আসল বিরোধ আর যুদ্ধ বিগ্রহের আশংকা তিরোহিত হইয়াছিল হযরত আবুবক্‌রের যুক্তি-

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ণ রাজনৈতিক ভাষণের সাহায্যেই। আরব জাতির সংহতি রক্ষা করার স্বপক্ষে তাঁহার ভাষণ বিশেষভাবেই ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাঁহার কথা শুনিয়াই আন্সারগণের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, কুরআনের সংকলয়িতা হযরত যয়েদ বিনে-সাবেত বলিয়া উঠিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] মুহাজির ছিলেন, সুতরাং মুস্লিম জাতির নেতা মহাজিরদের মধ্যেই হইবেন আর আমরা তাঁহার আন্সার থাকিব যেরূপ আমরা রসূলুল্লাহর [দঃ] জীবদ্দশায় তাঁহার আন্সার অর্থাৎ সাহায্যকারী ছিলাম।

ان رسول الله صلے الله علیـه وسلم كان من المها جریـن فان الا مام یكون من المها جریـن ونحن انـصاره كما كنا انصار رسول الله صلے الله علیـه وسلم

হযরত আবুবকর নেতৃত্বলাভের আকাঙ্খা করেননাই, শেষপর্যন্ত তিনি তাঁহার দুর্বলতার উযরও উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত উমরকে নির্বাচন করার প্রস্তাবে আন্সারগণ কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় এবং জনৈক আন্সারী হযরত উমরের হাত সরাইয়া দিয়া সর্বপ্রথম আবুবক্র সিদ্দীকের হস্তধারণ করিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করায় শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবুবক্র সিদ্দীকের খিলাফত কায়েম হইয়াছিল [১]।

ইতিহাসের পাঠকগণ অবগত আছেন, রসূলুল্লাহর [দঃ] পরলোকগমনের প্রাক্কালেই আরবদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইস্লামবিরোধী শক্তিপুঞ্জের বিরামহীন চেষ্টা আর মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের ফলে অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। হযরতের [দঃ] ওফাতের সঙ্গে-সঙ্গে মক্কা ও মদীনা ব্যতীত আরবভূমির সমুদয় অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তুলায়হা বিনে খুয়লদ আসাদীর নেতৃত্বে আসাদ ও গিতফানরা, আশ্-আস্ বিনে কয়েসের নেতৃত্বে কিন্দা ও পার্শ্ববর্তী ইলাকার অধিবাসীরা, আস্ওয়াদ বিনে কঅব ইন্সীর নেতৃত্বে মযহজরা, মা'রূর বিন্নুন্নুমান বিনিল মন্যরের নেতৃত্বে রবীআ গোত্ররা আর বনিহানীফারা মুসায়লমা বিনে হাবীব "আল্কায্যাবে"র নেতৃত্বে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। সুলায়েম গোত্র আনস বিনে আব্দইয়ালয়েল নামক এক অর্বাচীনকে নেতা দাঁড় করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। বনিতমীমরা সাজাহ নাম্নী জনৈকা নারী কবির নেতৃত্বে ইস্লামধর্মের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিল। ইহারা সকলেই ইস্লাম-ধর্ম ও রসূলুল্লাহর [দঃ] রিসালতের বিরুদ্ধে উত্থান করেনাই, তাহাদের অনেকের অভিমত ছিল, তাহারা ইস্লামের সমুদয় অনুশাসন মানিয়া চলিবে, কেবল মদীনার রাষ্ট্রকে যাকাত দিবেনা। তাহাদের কেহ কেহ মদনী রাষ্ট্রের আনুগত্যপাশ ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন জায়গীরদারী ফিউডাল রাজ্য গঠন করিতে প্রয়াসী হইতেছিল আর কেহ কেহ স্বয়ং রসূলুল্লাহর [দঃ] নবুওতকে অস্বীকার করিয়া নূতন নূতন আঞ্চলিক পয়গম্বরীর দাবীদার হইয়া উঠিয়াছিল। বাহির হইতে ইস্লামবিরোধীরা আর ভিতর হইতে মুনাফিকরা উশ্কানি দিয়া এই বিদ্রোহের আগুনকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছিল [১]।

বাস্তবিক এ বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশই নাই যে, রসূলুল্লাহর [দঃ] মহাপ্রস্থানের পর ইস্লামধর্ম আর মদীনার নবীন রাষ্ট্র এরূপ মহাসংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, আপামর জনসাধারণ এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণ সকলেই নৈরাশ্য সাগরে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। ইস্লামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাহারও মনে আশার ক্ষীণ রেখাও অবশিষ্ট ছিলনা। একথা নিঃসংকোচেই বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র হযরত আবুবক্র সিদ্দীকের হিমালয় সদৃশ ঈমান ও অমিতবিক্রম আর "সিদ্দীকিতে-কুবরা"র গৌরবান্বিত প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির বলেই ইস্লামের ডুবন্ত জাহাজ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কূলে ভিড়িতে পারিয়াছিল। বিদ্রোহীদলকে কঠোর হস্তে দমন করার তিনি যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রথম প্রথম হযরত উমর ও হযরত আলী পর্যন্ত তাহা সমীচীন বোধ করেননাই। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে যখন আবুবক্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, হযরত উমর তাঁহাকে নিরস্ত করার জন্য বলিলেন, আপনি তাহাদের সহিত কেমন করিয়া সংগ্রাম করিবেন? আমি রসূলুল্লাহ [দঃ] কে বলিতে শুনি-

تـقا تلهم ؟ وقـد سمعت رسول الله صلـے الله علیـه وسلم یـقـول : امرت ان اقاتل الناس حتی یـقولوا لا الہ الا الله ! فاذا قالوها

১) ইযালাতুল্খাফা (২) ২৫ ও ২৬ পৃঃ।

১) তারীখে তাবারী (৩) ১৪৩ পৃঃ।

عصموا منى دماء هم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله !

যাছি যে, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" স্বীকার না করা পর্যন্ত আমি সংগ্রামের জন্ত আদিষ্ট হইয়াছি। ইহা স্বীকার করিলেই তাহারা তাহাদের ধনপ্রাণ সুরক্ষিত করিয়া লইল, অবশ্য তাহারা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"র হক যদি পূরণ করে, তবেই, আর তাহাদের কর্মের হিসাব আল্লাহ গ্রহণ করিবেন—আহ্‌মদ ও বুখারী। হযরত আবুবক্‌র উমরের কথার জওয়াবে বলি-

لافرق بين الصلوة والزكوة ولاقاتلن من فرق بينهما

লেন, দেখ, নমায আর যাকাতের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই আর যেব্যক্তি প্রভেদ করিবে, আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করিবই! অন্ত এক রেওয়ায়তে আছে, আবুবক্‌র বলিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহর [দঃ] পবিত্রযুগে তাহারা যে যাকাত দিত, তন্মধ্যে একটি ছাগলের বাচ্চাও তাহারা দিতে অস্বীকার করিলে আমি তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিব।

এস্থলে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এইযে, "কলেমায়-তওহীদে"র স্বীকৃতির তাৎপর্য হযরত আবুবক্‌র যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উমর তাহা বুঝিতে সমর্থ হননাই। রসূলুল্লাহ [দঃ] দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কলেমার হক পুরা করার কার্যকে কলেমার স্বীকৃতির অন্তরভুক্ত করিয়াছিলেন আর নমায যে কলেমারই অপরিত্যাজ্য হক, তাহাও রসূলুল্লাহ [দঃ] বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন আর নমায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য না করার সিদ্ধান্ত আবুবক্‌র স্বীয় প্রজ্ঞাবলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব যে হাদীস যাকাত অস্বীকারকারীদের সহিত সংগ্রামের অবৈধতা প্রমাণিত করার জন্ত হযরত উমর উপস্থিত করিয়াছিলেন, হযরত আবুবক্‌র তাঁহার সুগভীর প্রজ্ঞাবলে উক্ত হাদীস দ্বারাই তাহাদের সহিত সংগ্রাম করার অপরিহার্যতা সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। হযরত উমর আবুবক্‌রকে ধর্মদ্রোহীদের সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াছিলেন,

ياخليفة رسول الله تالف الناس وارفق بهم !

হে রসূলুল্লাহর [দঃ] খলীফা, আপনি তাহাদের মনোরঞ্জন করুন আর তাহাদের সহিত নম্র ব্যবহার করুন। কথিত আছে, ইহার জওয়াবে আবুবক্‌র সিদ্দীক হযরত উমরের দাড়ি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন,

اجبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام انه قد انقطع الوحى وتم الدين اينقص وانا حى ؟

তুমি উমর, জাহেলী যুগে ছিলে পরাক্রান্ত! আর ইস্‌লামী যুগে হইয়াছ এত অপদার্থ? দেখ উমর, ওয়াহীর অবতরণ সমাপ্ত আর ইস্‌লাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, আমি বাঁচিয়া থাকা সত্বেও কি উহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া হইবে? মিশ্‌কাত। হযরত আবুবক্‌র একথাও বলিয়াছিলেন, কেহই যদি অগ্রসর না হয়, আমি একাই ধর্মদ্রোহীদের সহিত সংগ্রাম করিব! এই বৃদ্ধ লোকটি তখনকার দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে একক ভাবে মদীনার উপকণ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন! একদিন হযরত আলী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

لاتفجعنا بنفسك ياخليفة رسول الله !

হে রসূলুল্লাহর [দঃ] খলীফা, আপনি আপনার জন্ত আমাদিগকে শোকাকুল করিবেননা! তাঁহাকেও হযরত আবুবক্‌র জওয়াব দিয়াছিলেন, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ইস্‌লামকে কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দিবনা। হযরত আবুহুরায়রা বারম্বার বলিতেন,

والله الذى لااله الاهو، لولا ان ابابكر استخلف ماعبد الله !

আল্লাহর শপথ! যদি আবুবক্‌র খলীফা না হইতেন, ইস্‌লামের নামনিশানও থাকিতনা।

রসূলুল্লাহ [দঃ] তাঁহার মৃত্যুশয্যায় হযরত উসামা বিনে যয়েদকে ৭ শত সেনার অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া সিরিয়ায় রোমকদের সহিত সংগ্রামের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উসামা ইয়ামানের যিখশব নামক স্থানে উপস্থিত হইলে হযরতের ওফাত হয় আর মদীনার চতুষ্পার্শ্বে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সকলেই আবুবক্‌রকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এরূপ সংকট কালে মদীনাকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া এতগুলি সৈন্য লইয়া হযরত উসামাকে দূরদেশে প্রেরণ করা সমীচীন নয়। কিন্তু আবুবক্‌র জওয়াব দিয়াছিলেন,

والذى لااله الا هو، لوجرت الكلاب بارجل ازواج النبى صلى الله عليه وسلم، مارددت جيشا وجهه رسول الله صلى

আল্লাহর শপথ! যদি রসূলুল্লাহর [দঃ] সহধর্মিনীদের পায়ে শিকলও পড়ে, তথাপি যে সেনা-

Contents

বাহিনী স্বয়ং রসূলুল্লাহ الله عليه وسلم ولا حللت [দঃ] রওয়ানা করিয়া لواء عقده - গিয়াছেন, আমি তাহা ফিরাইবনা আর যে পতাকা রসূলুল্লাহ [দঃ] স্বয়ং বাঁধিয়া দিয়াছেন আমি তাহা কিছুতেই খুলিবনা—বয়হকী ও ইব্‌নেআসাকির।

হযরত আবুবক্‌রের উক্তি দ্বারা যেরূপ রসূলুল্লাহর [দঃ] প্রতি তাঁহার অপরিসীম আনুগত্য প্রমাণিত হইতেছে, তেমনি তাঁহার নির্দেশ তাঁহার গভীর কূটনৈতিক প্রজ্ঞারও পরিচয় প্রদান করিতেছে। কারণ এই সেনাবাহিনী বিদ্রোহী অঞ্চলের নিকট দিয়াই গমন করিয়াছিল। তাঁহারা এই বাহিনীকে যাইতে দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, মুসলমানরা দুর্বল হইলে এরূপ সংকটকালে রাজধানী হইতে এতগুলি সৈন্য কিছুতেই বাহিরে প্রেরণ করিতনা। ইহাতে বিদ্রোহীদের মনে সন্দেহ ও সন্ত্রাস উদ্রিক্ত হইয়াছিল। হযরত উসামাও রোমকরাজ্যের সীমান্ত হইতে বিজয়ী বেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন আর এই অবস্থা দর্শন করিয়া অনেকগুলি গোত্র বিদ্রোহভাব পরিহার করিয়া ইস্‌লামের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। হযরত আবুবক্‌র ধর্মদ্রোহীদের দমনকল্পে ইক্‌রিমা বিনে আবিজিহ্‌ল, শুরাহবিল বিনে হাসানা, খালিদ বিনুল ওলীদ ও হুযায়ফা বিনুল ইয়ামানকে সৈন্যবাহিনী সহকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের বহু শ্রুতিধর সাহাবা শাহাদত লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত হযরত আবুবক্‌র মিথ্যুক নবী আর বিদ্রোহীদলের সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হযরত উমর ও আলী এবং যুদ্ধবিরোধীদল বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জাতির কল্যাণ কোন্‌পথে তাহা সঠিক ভাবে নির্ণয় করার জন্য আল্লাহ হযরত সিদ্দীকের মানসলোককে মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই ইস্‌লাম তাহার ভয়াবহ সংকট মুহূর্তে নবজীবন লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই স্থানেই আমি **ইন্‌আমপ্রাপ্ত** দলের অন্যতম শ্রেণী **সিদ্দীকের** বিবরণ সমাপ্ত করিতেছি।

** ** **

শুহাদা (شهداء) = "শহীদ" অথবা "শাহেদে"র বহুবচন।

"ইনআমপ্রাপ্ত" দল, যাহাদের অনুগমন ও সাহচর্য সুরত-আল্‌ফাতিহার ষষ্ঠ আয়তে যাচ্ঞা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সুরত-আন্‌নিসার ৬৯ আয়তে প্রদত্ত তফ্‌সীর অনুসারে "শুহাদা" হইতেছেন উক্ত দলের অন্যতম শ্রেণী বিশেষ। "শহীদ" ও "শাহেদ" উভয় শব্দই "শাহাদত" হইতে গৃহীত। ইমাম রাগিব কুরআনের অভিধানে লিখিয়াছেন, উপস্থিতি দ্বারা প্রত্যক্ষ করাকে শহুদ ও শাহাদত বলে চক্ষু দ্বারা হউক অথবা জ্ঞানের সাহায্যেই হউক। কিন্তু শুধু উপস্থিতিকে "শহুদ" আর উপস্থিতির الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة' اما بالبصر او بالبصيرة - لكن الشهود بالحضور المجرد اولى والشهادة مع المشاهدة اولى - সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করার কার্যকে "শাহাদত" বলা উত্তম। "শাহাদতে"র তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম রাগেব লিখিয়াছেন, "শাহাদত" এরূপ কথাকে বলা হয়, যাহা জ্ঞান বা দর্শনের ফলে কথিত হইয়া থাকে[১]। والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة اوبصر —

এই "শাহাদত" যে প্রদান করে, কার্য বা উক্তি দ্বারা, সে হইল "শাহেদ" বা "শহীদ"। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎস হইতেছে জ্ঞান আর মস্তিষ্ক। দার্শনিক বা নৈয়ায়িক আরোহণ (*Induction*) বা অবরাহন (*Deduction*) পদ্ধতির সাহায্যে মস্তিষ্ক প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে আর অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে যে শাহাদত লব্ধ হয় তাহা "নূরে রব্বানী" বা ঐশী জ্যোতির মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে। এই 'শাহাদত' আবার তিন প্রকার : প্রত্যক্ষজ্ঞানের শাহাদত, আমল বা আচরণের শাহাদত আর অন্তরের শাহাদত।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের শাহাদত কেবল পরিপক্ক বিদ্বানগণের জন্য সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ কেবল তাঁহারাই এরূপ শাহাদতের অধিকারী। আল্লাহ শাহাদত দিয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই আর ফেরেশ্‌তা এবং যে- شهد الله انه لااله الاهو' والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط —

১) মুফ্‌রদাতুল কুরআন ২৬৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সকল বিদ্বান ন্যায়পরায়ণতার পথে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহারাও একথার শাহাদত প্রদান করেন। আলে-ইমরান, ১৮ আয়ত।

যেসকল বিদ্বান উপরিউক্ত শাহাদতের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, কোরআনের কোন স্থানে তাঁহাদিগকে "পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী" (الراسخون فی العلم) আর কোন স্থানে তাঁহাদিগকে "ন্যায়পরায়ণতার পথে সুপ্রতিষ্ঠিত" (اولوا العلم قائما بالقسط) বলা হইয়াছে। ইঁহারাই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, সার্বভৌমত্ব, প্রভুত্ব আর সর্বশক্তিমানতা মন ও মস্তিষ্ক দ্বারা অবগত হইতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের 'শাহাদতে'র তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহর মহিমা ও হিক্‌মত অবগত হইয়া তাহার স্বীকৃতি প্রদান করা। এই 'শাহাদত' বিদ্বানগণের জন্য সীমাবদ্ধ আর যাহারা মূর্খ তাহারা এপথ হইতে বিদূরিত[২]।

وشهادة اولى العلم اطلاعهم على تلك الحكم واقرار هم بذلك' وهذه الشهادة تختص باهل العلم فاما الجهال فمبعدون منها'

আল্লাহ সম্বন্ধে যাহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাহারা এই মূর্খদেরই পর্যায়ভুক্ত আর এ সম্বন্ধে যাহার অজ্ঞতা যত কম, তাহার মূর্খতাও সেই পরিমাণে কম বিবেচিত হইবে[২]।

আমল বা আচরণের শাহাদত:

শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর দৃঢ়চিত্ত সত্যপরায়ণ ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর সাধুসজ্জন ও প্রবৃত্তি ও দ্বীনের শত্রুদলের সহিত সংগ্রামকারী আর আল্লাহর পথে যাঁহারা নিহত হন, তাঁহারাই আমল বা আচরণের শাহাদত দিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা তাঁহাদের সুদৃঢ় আচরণ ও আত্মত্যাগ দ্বারা সত্যপথের 'শাহাদত' প্রদান করেন। উহুদের শহীদগণ সম্বন্ধে কোরআনে বলা হইয়াছে, উহুদের যুদ্ধে তোমরা যে কষ্ট ভোগ করিয়াছ, তাহার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর ইমানদারদিগকে দর্শন করা আর তোমাদের মধ্য হইতে কতিপয় মু'মিনকে "শহীদ" রূপে বাছিয়া লওয়া—আলে-ইমরান, ১৪ আয়ত।

وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء —

আল্লামা আবুস্‌সউদ উল্লিখিত আয়তের তফ্সীরে লিখিয়াছেন, 'শুহাদা' 'শাহেদে'রও বহুবচন হইতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হইতে আল্লাহ কতিপয় বিশ্বস্ত সাক্ষী বাছিয়া লইলেন যাহাদের দ্বারা সত্যপথে দৃঢ় আর বিপদে অবিচল থাকা ইত্যাদি সত্যপরায়ণতার নিদর্শনগুলি প্রকটিত হয় আর কিয়ামতে তাহাদিগকে অন্যান্য উম্মতের জন্য সাক্ষী স্বরূপ উত্থিত করা যাইতে পারে[১]।

اوجمع شاهد اى يتخذ منكم شهودا معدلين بما ظهر منهم من الثبات على الحق والصبر على الشدائد وغير ذلك من شواهد الصدق ليشهدوا على الامم يوم القيامة

আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা হয় কেন?

'শহীদ' ব্যক্তি সত্যের স্বরূপ রক্ষাকল্পে তাহার কর্ম ও আচরণে যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার ফলেই তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে বলিয়া তাহার মৃত্যুকে 'শাহাদত' আর তাহাকে 'শহীদ' বলা হয়। হাফিযুল ইস্‌লাম ইবনেহজর আস্‌কালানী লিখিয়াছেন, শহীদের প্রাণবায়ু যখন বহির্গত হয় তখন সে তাহার জন্য অবধারিত ন্যামতগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাকে শহীদ বলা হয়[২]। আভিধানিক অর্থের সহিত এই তাৎপর্যের সামঞ্জস্য নিকটতর কিন্তু "লিসানুল-আরবে" শহীদের যে তাৎপর্য প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তথ্যপূর্ণ। উহাতে আছে, শহীদ ব্যক্তি আল্লাহর আদেশের প্রতিষ্ঠাকল্পে একরূপ ভাবে সত্যের প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ দিয়াছে যে, তাহার ফলে তাহাকে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে, তাই উক্ত ব্যক্তিকে শহীদ বলা হয়[৩]।

لانه يشهد عند خروج روحه ما اعد له من الكرامة —

لقيامه بشهادة الحق فى امر الله حتى قتل -

আল্লাহর পথে প্রাণদান করার উদগ্র বাসনাই হইতেছে ঈমান আর কপটতা বা 'নিফাকের' সীমারেখা!

২) মুফ্‌রদাতুল কুরআন ২৭০ পৃঃ

(১) তফ্সীর-কবীরের সঙ্গে মুদ্রিত তফসীর আবুস্‌সউদ (৩) ৩৭ পৃঃ।

[২] ফতহুলবারী, আন্‌সারী (১১) ৬৩ পৃঃ।

(৩) লিসানুলআরব (৪) ২২৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

যাহার ভিতর এ'আকাংখা রহিয়াছে, সে মু'মিন আর যাহার মানসলোকে ইহার উন্মাদনা ও আকাংখা নাই, সে যতই প্রকাশ্যে ধর্মপরায়ণ ও সাধুসজ্জন বিবেচিত হউকনা কেন, সেব্যক্তি মু'মিন নয়, সে মুনাফিক। আবুহুরায়রা রসূলুল্লাহর [দঃ] নির্দেশ বর্ণনা করিয়াছেন, যেব্যক্তি মরিয়া গেল অথচ আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংগ্রাম করিলনা অথবা এরূপ সংগ্রামের আকাংখাও তাহার মনে উদিত হইলনা, নিফাকের অন্যতম পথেই তাহার মৃত্যু হইল—মুসলিম।

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به، مات على شعبة من النفاق .

তিরমিযী রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, আল্লাহর পথে শত্রুদের সহিত সংগ্রাম করার ইচ্ছায় যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে এক রাত্রিও অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার জন্য হাজার রাত্রির নমায ও সিয়ামের পুরস্কার নির্ধারিত হইল।

من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كالف ليلة صيامها وقيامها .

ইমাম আহমদ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করিল, তাহার জন্য দুখের আগুন হারাম আর যে চক্ষু আল্লাহর পথে জিহাদের অপেক্ষায় রাত্রিজাগরণ করিল, তাহার জন্যও দুখের আগুন হারাম!

حرمت النار على عين دمعت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله !

আরও রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, যাহার পদযুগল দণ্ডেকের তরেও আল্লাহর পথে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ধুলি-ধুসরিত হইল, তাহার সে পদযুগল দুখের জন্য হারাম—আহমদ।

من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار، فهما حرام على النار

আর আল্লাহর পথে যাহারা শহীদ হয়?

আল্লাহর পথে যাহারা জীবনদান করে, কোরআনে তাহাদের সম্বন্ধে বিঘোষিত হইয়াছে, দেখ, যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা মরা ধারণা করিওনা। বস্তুতঃ তাহারা জীবিতই রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট, তাহাদিগকে আহার্য দান করা হইয়া থাকে, আল্লাহ তাঁহার বিপুল অনুগ্রহভাণ্ডার হইতে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে তাহারা পরমহৃষ্ট রহিয়াছে আর তাহাদের পরবর্তী সংগ্রামকারীদের মধ্যে যাহারা তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই, তাহারা তাহাদের সুসংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকে যে, তাহাদের জন্য কোন ভয় বা সন্তাপ নাই। আল্লাহর ন্যামত ও অনুগ্রহেরও তাহারা সুসংবাদ গ্রহণ করে, বস্তুতঃ আল্লাহ মু'মিনদের কর্মের পুরস্কারকে বিনষ্ট করেননা—আলে-ইমরান ১৭০ ও ১৭১ আয়াত।

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، الا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين .

এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহর (দঃ) যে হাদীস সুনানের সংকলয়িতাগণ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহাও প্রণিধান করা উচিত। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এমন কোন মৃত্যুই নাই যাহা সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃতব্যক্তির সমুদয় সৎকার্য স্তব্ধ হইয়া যায়না। অবশ্য যেব্যক্তি জিহাদের পথে শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষমান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেব্যক্তি ব্যতীত। তার এই পুণ্য কিয়ামত পর্যন্ত বাড়িয়াই চলিবে আর কবরের সংকট হইতে সে পরিত্রাণ লাভ করিবে।

ما من ميت يموت الا ختم عمله الا من مات مرابطا في سبيل الله، فانه ينمو له عمله الى يوم القيامة وامن من فتنة القبر .

বুখারী হযরত আনসের প্রমুখাত রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ায় ফিরিয়া আসার ইচ্ছা করেনা, শহীদ ছাড়া। কেবল শহীদই তাহার শাহাদতের গৌরব নিরীক্ষণ করার পর দশবার আল্লাহর পথে শাহাদত লাভ করার জন্য দুনিয়ায় ফিরিয়া আসার আকাংখা করিতে থাকে।

مااحد يدخل الجنة تحب ان يرجع الى الدنيا وله ماعلى الارض من شيئ الا الشهيد، يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لمايرى من الكرامة -

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

হাদীসের প্রামাণিকতা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

[৩]

ইমামুলমুহাদ্দিসীন মোহাম্মদ বিনে ইস্‌মাঈল বুখারী (১৯৪—২৫৬) রসূলুল্লাহর [দঃ] হাদীসের যে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ষোল বৎসরের গভীর গবেষণা ও অধ্যবসায়ে তন্মধ্যে ৬ লক্ষ হাদীস হইতে চয়ন করিয়া তিনি তাঁর "সহীহ মুখ্‌তসর" নামক গ্রন্থ সংকলিত করেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থে তাঁহার সংগৃহীত ৬ লক্ষ হাদীসের মধ্যে ন্যূনাধিক মাত্র আড়াই হাজার হাদীস স্থানলাভ করিয়াছে [১]।

১) মওলানা আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ, যিনি ইদানীং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাফিয ইব্‌নেহজর সম্বন্ধে গবেষণার কার্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্যগুলি তর্জুমানুলহাদীসের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন,—

"হাফিয ইব্‌নেহজরের গণনামত একাধিকবার উল্লিখিত হাদীসগুলি সহ সহীহ বুখারীর মোট হাদীসের সংখ্যা ৭ হাজার ৩ শত সাতানব্বই। এধরণের হাদীসগুলি বাদ দিলে মোট হাদীসের সংখ্যা হইবে ২ হাজার ৭ শত ষাট কিন্তু মিশ্‌কাতের সংকলয়িতা তাঁর "ইক্‌মাল-ফি-আস্‌মাইর্‌রিজালে" লিখিয়াছেন, সহীহ বুখারীর হাদীসের মোট সংখ্যা ৭ হাজার ২ শত পঁচাত্তর। কিতাবের সংখ্যা ৯৮, অধ্যায়ের [আব্‌ওয়াব] সংখ্যা ৩ হাজার ৪ শত পঞ্চাশ, মুআল্লাকাত ১ হাজার ৩ শত একচল্লিশ, এগুলির মধ্যে ১ শত ষাটটি হাদীস সহীহ গ্রন্থের অপরাপর স্থানে সনদ সহ উল্লিখিত রহিয়াছে। অন্যান্যগুলির ইব্‌নেহজর তখ্‌রীজ করিয়াছেন। মুতাবেআতের সংখ্যা ৩ শত চৌরাশি। ইমাম বুখারী ২ হাজার ৪ শত ষাটটি হাদীস দ্বারা ৩ হাজার ৪ শত পঞ্চাশটি অধ্যায় রচনা করিয়াছেন"।

সহীহ বুখারীর হাদীসের সংখ্যা সম্বন্ধে আগাগোড়াই তিনি তাঁহার "সহীহ মুখ্‌তসর" সংকলিত করিয়াই ক্ষান্ত হননাই, বরং তাঁর বিশ্ববরেণ্য প্রথিতযশা উস্‌তায-গণ, যথা ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, ইমাম ইয়াহ্‌য়া বিনে মুঈন, ইমাম আলী বিনুল মদীনী, ইমাম ইস্‌হাক বিনে রাহওয়ে প্রমুখ হাদীসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম স্তম্ভ স্বরূপ বিদ্বানগণের সম্মুখে উক্ত গ্রন্থ বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। হাফিয উকায়লী বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সমবেত কণ্ঠে উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একমত হন। কেবল চারিটি হাদীস সম্পর্কে তাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু উকায়লী বলেন, উক্ত হাদীসচতুষ্টয় সম্বন্ধেও তাঁহাদের সন্দেহ শেষপর্যন্ত অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছিল আর ইমাম বুখারীর সিদ্ধান্তই সঠিক বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল।

বুখারীর নিকট হইতে ন্যূনাধিক ১ লক্ষ বিদ্বান

টীকা অবশিষ্ট

কিছু মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। হাফিয ইব্‌নুস্‌সালাহ যে সংখ্যার সন্ধান দিয়াছেন, হাফিয আবদুলগনীও মিশ্‌কাতের সংকলয়িতা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, অর্থাৎ ৭, ২৭৫। হাফেয ইব্‌নেহজর গণনা করিয়াছেন ৭,৩৯৭। পুনরাবৃত্ত হাদীসগুলি বাদ দিলে ইব্‌নেহজরের গণনামত মোট হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৪৬০ আর তুরস্কের বিখ্যাত বিদ্বান হাফিয মোহাম্মদ শরীফ তুকাদীর গণনামত হয় ২৬০২। হাফিয ইব্‌নেহজর 'তারাজিমে-আব্‌ওয়াবে'র সংখ্যা লিখিয়াছেন ৩৪৫০ কিন্তু হাফিয তুকাদী গণনা করিয়াছেন ৩৭৩০। ডক্টর ভিন্সেংকের গণনা মত বুখারীর কিতাবের সংখ্যা হইতেছে ৯৭ আর তারাজিমের সংখ্যা কিতাবুতৃতক্‌সীর বাদে ৩৫৫৪—তর্জুমান-সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"সহীহ মুখ্তসর" গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে হাফিয আবুযর্আ, ইমাম মুস্লিম, ইমাম আবুহাতিম রাযী, ইমাম দারেমী, ইমাম তির্মিযী হাফিয ইব্নেখুযায়মা প্রভৃতি প্রত্যেকেই হাদীসশাস্ত্রের এক একটি বিরাট জ্যোতিষ্ক স্বরূপ! হাফিয যুহলী ইমাম বুখারীর উস্তাযগণের অন্যতম, তাঁহার নিকট হইতে বুখারী ৩৪টি হাদীসও গ্রহণ করিয়াছেন। শেষপর্যন্ত তিনি বুখারীর প্রতি ইর্ষান্বিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি আর উল্লিখিত মহাপণ্ডিতগণের কেহই "সহীহ বুখারী"র কোন হাদীস সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেননাই।

হুজ্জাতুলইস্লাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস্ দেহলভী লিখিয়াছেন, আমার বিবেচনায় হাদীসশাস্ত্র-বিশারদগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসারিত দৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্বস্ব গ্রন্থ দ্বারা বিশ্ববাসীর উপকারসাধনকারী আর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিদ্বান হইতেছেন চারজন। ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক। ইঁহাদের মধ্যে আবুআবহুল্লাহ বুখারী সর্বপ্রথম উল্লেযোগ্য। বুখারীর উদ্দেশ্য হইতেছে বিশুদ্ধ, প্রসিদ্ধ ও সংযুক্ত সনদে বর্ণিত হাদীসগুলিকে অন্যান্য হাদীস হইতে বাছিয়া পৃথক করা আর হাদীস হইতে ফিক্হ, জীবনী আর কুরআনের তফ্সীর প্রতিপাদন করা। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই তিনি স্বীয় "জামি-সহীহ-বুখারী" প্রণয়ন করেন এবং যেসকল শর্তের তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, উক্ত গ্রন্থে সেগুলি পুরা করেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, জনৈক সাধক রসূলুল্লাহ [দঃ] কে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন, হযরত [দঃ] তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার একি অবস্থা? আমার গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া তুমি মুহাম্মদ বিনে ইদ্রীস [অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর] ফিক্হ লইয়া মশ্গুল রহিয়াছ কেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার গ্রন্থ কোন্টা? রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন, সহীহ বুখারী"! শাহ সাহেব লিখিয়াছেন, আল্লাহর শপথ! সহীহ বুখারী বিদ্বানগণের কাছে যতদূর

مالک اشتغلت بفقه محمد بن ادریس وترکت کتابی؟ قال یارسول الله وما کتابک؟ قال: صحیح البخاری!

সমাদৃত হইয়াছে আর খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কল্পনা করা যায়না[১]।

ইমাম মুস্লিম বিনুল হাজ্জাজ কুশায়রী [২০৪—২৬১] ও তাঁহার সহীহ গ্রন্থ প্রণয়ন করার পর হাদীসশাস্ত্রের লব্ধ প্রতিষ্ঠ জওহরী হাফিয আবুযর্আকে উহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং যেসব হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেননাই, ইমাম মুস্লিম সেগুলি তাঁহার সহীহ-গ্রন্থ হইতে ছাঁটিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। হাদীস শাস্ত্রবিশারদগণ ইমাম মুস্লিমের সহীহকে সমবেত ভাবে বিশুদ্ধতার দিক দিয়া সহীহ বুখারীর পরবর্তী স্থান দান করিয়াছেন। এমনকি ইমাম হাকিমের উস্তায হাফিয হুসাইন বিনে আলী নেশাপুরী [২৭৭—৩৪৯] আর স্পেনের কতিপয় বিদ্বান সহীহ-মুস্লিমকে সহীহ-বুখারীরও অগ্রগণ্য করিতে চাহিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়বস্তুর সংযোজনা ও সুসজ্জা আর প্রত্যেক অধ্যায়ে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত রেওয়ায়তগুলির একত্র সমাবেশ ইত্যাদি বিষয়ে সহীহ মুস্লিম বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইলেও বিশুদ্ধতা ও ফিকাহতের দিক দিয়া উহা সহীহ-বুখারীর সমকক্ষ নয়। সহীহ-মুস্লিমে ৫৪টি কিতাবে ৫ হাজার ৭শত একাশিটি অধ্যায় স্থানলাভ করিয়াছে।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস বলেন, ইমাম মুস্লিমের উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ ও সংযুক্ত সনদের যেসকল মর্ফূ হাদীস সম্বন্ধে হাদীসবিশারদরা একমত হইয়াছেন আর যেসকল হাদীসের সাহায্যে সুন্নত প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেগুলিকে পৃথক করা। যাহাতে সকলের পক্ষে হাদীসের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হয় আর মস্আলা বাহির করা কষ্টকর না হয়, সহীহ মুস্লিম প্রণয়ন করার ইহাও উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য ইমাম মুস্লিম স্বীয় গ্রন্থের সম্পাদনা খুব সুন্দরভাবে করিয়াছেন আর প্রত্যেক হাদীসের বিভিন্ন সনদগুলি একই স্থানে সমাবেশিত করিয়াছেন যাহাতে হাদীসের বিভিন্ন মতন [Text] আর সনদের বৈষম্যগুলি এক নযরেই ধরা পড়িয়া যায় আর বিভিন্ন হাদীসে সামঞ্জস্যবিধান করা সুবিধাজনক হইয়া উঠে। শাহ সাহেব মন্তব্য করিয়া-

১) ইন্সাফ ৪৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছেন, আরাবী ভাষাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির পক্ষে সুন্নত পরিহার করিয়া অন্যদিকে মনোযোগী হইবার কোন উযরই ইমাম মুস্‌লিম রাখেননাই[১]।

সুনানে আবিদাউদ। ইমাম আবুদাউদ সুলায়মান বিন্‌ল আশ্‌আস সিস্‌তানী ২০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৭৫ হিজ্‌রীতে বস্‌রায় পরলোক-গমন করেন। তাঁহার উস্‌তাযগণের মধ্যে ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, ইমাম মালিকের ছাত্র কা'নবী, সুলায়মান বিনে হারাব আর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ইমাম তিরমিযী আর ইমাম নসয়ী সমধিক প্রসিদ্ধ। ইমাম আবুদাউদ স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) ৫ লক্ষ হাদীস হইতে বাছাই করিয়া এই গ্রন্থ সংকলিত করিয়াছি, ইহাতে ৪ হাজার ৮ শত হাদীস রহিয়াছে। যেসকল হাদীস বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধের মত আর উহার কাছা-কাছি, আমি কেবল সেই শ্রেণীর হাদীস এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। আবুদাউদ তাঁহার 'সুনন' ইমাম আহমদকে প্রদর্শন করায় তিনি উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বাগ্‌দাদের বিদ্বানগণ তাঁহার গ্রন্থ হাতে হাতে গ্রহণ করেন। ইমাম খাত্তাবী লিখিয়া ছেন, বুখারী ও মুস্‌লিমের গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা উহা অধিক-তর সুসম্পাদিত ও মস্‌আলাবহুল। ইমাম গয্‌যালী বলেন, আবুদাউদের সুনন মুজ্‌তাহিদের পক্ষে যথেষ্ট। ইমাম খাত্তাবী একথাও বলিয়াছেন, ধর্মশাস্ত্রে 'সুনানে-আবিদাউদে'র মত গ্রন্থ প্রণীত হয়-নাই। সকলেই উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্বান আর ফকীহগণের দলগুলির মধ্যে তাঁহা-দের মযহবের বৈষম্য-গুলির পক্ষে এই গ্রন্থ বিচারকের স্থান অধি-কার করিয়াছে। ইরাক, মিসর, আফ্রিকা ও স্পেন আর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীগণ তাঁহাদের সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে এই গ্রন্থের আশ্রয় লইয়া থাকেন[১]।

لم يصنف فى علم الدين كتاب مثله و قد رزق القبول من كافة الناس، فصار حكما بين فرق العلماء و طبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم و عليه معول اهل العراق و اهل مصر و بلاد المغرب و كثير من اقطار الارض -

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস লিখিয়াছেন, আবুদাউ-দের উদ্দেশ্য ছিল, যেসকল হাদীসকে ভিত্তি করিয়া ফকীহগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আর যে-হাদীসগুলি তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে অথবা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, সেগুলিকে একত্রিত করা। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর 'সুনন' প্রণয়ন করিয়াছেন আর উহাতে সহীহ, হাসান আর অনুসরণযোগ্য দুর্বল হাদীসগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আবুদাউদ বলি-য়াছেন, যেহাদীস বর্জন করা সম্বন্ধে সমুদয় হাদীস-বিশারদগণ একমত, এরূপ কোন হাদীস আমি আমার সুননে সংকলিত করিনাই। যেহাদীস দুর্বল, আবু-দাউদ স্পষ্টভাবে তাহার দুর্বলতা উল্লেখ করিয়াছেন আর যেহাদীসে কোন ত্রুটি রহিয়াছে, সে ত্রুটির তিনি এরূপ ভাবে সন্ধান দিয়াছেন, যাহাতে হাদীসশাস্ত্রের গবেষণা-কারীরা তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। আর যেহাদীস হইতে বিদ্বানগণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, উক্ত সিদ্ধান্তকে তিনি উক্ত হাদীসের শিরোনাম রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এইসকল কারণে ইমাম গয্‌যালী প্রমুখ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, আবুদাউদের সুনন মুজ্‌তাহিদ-গণের পক্ষে যথেষ্ট[২]।

আমি বলি, আবুদাউদের সুননে মোট ৪ হাজার ৮ শত হাদীসের মধ্যে ৬ শত মুর্‌সল হাদীস রহিয়াছে, অর্থাৎ যেসকল হাদীস তাবেয়ীগণ সাহাবার নাম উল্লেখ না করিয়াই রসূলুল্লাহর [দঃ] প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ীর পূর্ববর্তীসময় পর্যন্ত ইমাম মালিক, সুফ্‌য়ান সওরী ও আওযায়ী প্রভৃতি বিদ্বানগণ মুর্‌সলহাদীস অবাধে গ্রহণ করিতেন। সুননে আবিদাউদের ৪০টি কিতাবে ১ হাজার ৮ শত একাশিটি অধ্যায় স্থানলাভ করিয়াছে।

জামি-তিরমিযী

ইমাম আবুঈসা মুহাম্মদ বিনে ঈসা বিনে সওরত সলমী তিরমিযী [২০৯—২৭৯] পারস্যের তিরমিয সহরে জন্মগ্রহণ করিয়া উক্ত স্থানেই পরলোক গমন করেন। তাঁহার উস্‌তাযগণের মধ্যে ইমাম বুখারী অন্যতম। কোন

১) ইন্‌সাফ ৪৪ পৃঃ।

১) খওলী, মিফ্‌তাহুস্‌সুন্নাহ ৮৬ পৃঃ।
২) ইনসাফ, ৪৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, বুখারীর মৃত্যুর পর খুরাসান প্রদেশে বিদ্যাবত্তায়, সাধুতায় আর বৈরাগ্যে ইমাম তিরমিযীর মত কোন ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হয়নাই। مات البخاری و لم یخلف بخراسان مثل ابی عیسی فی العلم والورع والزهد!

জামি-তিরমিযীতে মোট ৩ হাজার ৮ শত বারটি হাদীস সন্নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র ৮৩টি হাদীস পুনরুক্ত। এই হাদীসগুলিকে ইমাম তিরমিযী তাঁহার গ্রন্থে ছয়চল্লিশটি কিতাবে আর ২ হাজার ৪ শত চৌদ্দটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। তিরমিযী স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি আমার এই গ্রন্থখানা হিজায, ইরাক আর খুরাসানের বিদ্বানগণের হস্তে প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাঁহারা সকলেই ইহাতে তাহাদের সম্মতি ও সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, ফকীহগণের কেহনা কেহ যেসকল হাদীসের অনুসরণ করিয়াছেন আমি কেবল সেইগুলি আমার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি[৩]। ما اخرجت بکتابی هذا الا حدیثا قد عمل به بعض الفقهاء - তিরমিযীর কথায় প্রমাণিত হয়, বিদ্বানগণ যে হাদীসকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন অথবা তদনুসারে আমল করিয়াছেন, ইমাম তিরমিযী সে হাদীস, সহীহ হউক কি না হউক, তাঁহার গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন। কিন্তু হাদীসটি কোন্ শ্রেণীর, উহা বিশুদ্ধ কিনা, উহা ক্রটিবিযুক্ত কিনা, উহা পরিত্যক্ত কিনা, বিদ্বানগণ উক্ত হাদীসের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তে কি কি মতভেদ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্তের বিবরণও তিনি প্রদান করিয়াছেন। উক্ত মস্আলার আর কোন্ কোন্ হাদীস রহিয়াছে তাহারও তিনি ইংগিত দিয়াছেন। রাবীদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতেও তিনি ছাড়েননাই আর গ্রন্থের শেষভাগে হাদীসসমূহের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি "কিতাবুল ইলাল" সংযোজিত করিয়াছেন। ফলে জামি-তিরমিযী এক মহামান্বিত বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। অথচ তাঁহার গ্রন্থে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা খুব অল্প।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস লিখিয়াছেন, ইমাম তিরমিযী তাঁহার গ্রন্থে যুগপৎ ভাবে দ্বিবিধ পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। স্বীয় উস্তায ইমাম বুখারী আর ইমাম মুস্লিম যেরূপ সুস্পষ্ট বলিয়াছেন, কোন বিষয়কে দুর্জ্ঞেয় রাখেননাই, তিনিও তেমনি তাঁহাদের রীতির অনুসরণ করিয়াছেন আবার তিনি ইমাম আবুদাউদের রীতির অনুসরণ করিয়া যেসকল হাদীস কোন না কোন ফকীহ স্বীয় মযহবের পোষকতায় গ্রহণ করিয়াছেন, সেগুলিও স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুইয়ের অতিরিক্ত তিনি সাহাবা, তাবেয়ীগণ ও দেশ বিদেশের ফকীহগণের মযহবেরও সন্ধান দিয়াছেন। মোটের উপর ইমাম তির্মিযী একখানা বিস্তারিত (*Comprehensive*) গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন আর হাদীসের বিভিন্ন তরীকাগুলিরও সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ভাবে তিনি ইংগিত দিয়াছেন অর্থাৎ একটি হাদীস উল্লেখ করার পর তৎসম্পর্কিত অন্যান্য হাদীসগুলি ইশারা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আর প্রত্যেকটি হাদীসের অবস্থা অর্থাৎ উহা সহীহ না হাসান না যঈফ তাহাও তিনি বলিয়াদিয়াছেন, যঈফ হাদীসের দুর্বলতার কারণও উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে গবেষণাকারী ছাত্রগণ নিজেরাই একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন আর যাহা নির্ভরযোগ্য আর যাহা নির্ভরযোগ্য নয়, তাহা নিজেরাই বাছিয়া লইতে সক্ষম হন। কোন্ হাদীস প্রসিদ্ধ আর কোন্টি অপ্রসিদ্ধ তিরমিযী তাহারও সন্ধান দিয়াছেন। তিনি যেসকল বিদ্বানের স্পষ্টভাবে নামোল্লেখ করা আবশ্যক ছিল, তাঁহাদের নাম স্পষ্টভাবে আর যাঁহাদের কুনিয়ৎ উল্লেখ করা উচিত ছিল তিনি তাঁহাদের কুনিয়ৎ বা উপনাম গ্রহণ করিয়াছেন। ফলকথা, জ্ঞানসাধনার পথ অবলম্বনকারী পুরুষ যাঁহারা, তিরমিযী তাঁহাদের জন্য স্বীয় গ্রন্থে কিছুই বাদ রাখেননাই। এই জন্যই বলা হয়, জামি' তিরমিযী মুজ্তাহিদ ও মুকাল্লিদ উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট[১]।

সুনানে নাসায়ী, ইমাম আহমদ বিনে শুআইব নাসায়ী (২২৫—৩০৩) ইনিও খুরাসান প্রদেশের নাসা সহরের লোক। সঈদ বিনে আম্র বিনে সঈদ আর ইস্হাক বিনে রাহওয়ে তাঁহার উস্তাযগণের অন্যতম। তিনি খুরাসান, হিজায, ইরাক, মিসর, শাম ও জযীরা

৩) খওলী, মিশকাত ৯৪ পৃঃ।

১) ইনসাফ ৪৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রভৃতি প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ইমাম মুস্‌লিম অপেক্ষা বড় শ্রুতিধর ছিলেন। মক্কায় তাঁহার ওফাত হয়।

রমলার শাসনকর্তার অনুরোধক্রমে তাঁহার সুননে-কুব্‌রা হইতে ছাঁটাই করিয়া তিনি 'মুজ্‌তবা' নামক সুননের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলিত করিয়াছিলেন। 'মুজ্‌তবায়' তিনি যেসকল হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সেগুলির সমষ্টি হইতেছে ৪ হাজার ৪ শত বিরাশি। ইমাম নাসায়ী এই হাদীসগুলিকে তাঁর সুননে ৫১টি কিতাবে আর ২ হাজার ৫ শত সাঁয়ত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

কোন কোন বিদ্বান 'সুননে নাসায়ী'কে বুখারী ও মুস্‌লিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের পরেই স্থান দান করিয়াছেন। ইহার কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, ইমাম আবুদাউদের সুনন আর তিরমিযীর জামি' অপেক্ষা নসয়ীর সুননে দুর্বল হাদীসের সংখ্যা কম আর নাসায়ীর বিশুদ্ধতার মানও উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা কঠোর। এতদ্ব্যতীত এমনও কতকগুলি বিশুদ্ধ হাদীস নাসায়ী তাঁর সুননে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যেগুলি বুখারী, মুস্‌লিম, আবুদাউদ ও তিরমিযীতে নাই। হাফিয সিরাজ মুল্লাকন অতিরিক্ত হাদীসগুলি পৃথক গ্রন্থে সংকলিত করিয়া উহাদের টীকা লিখিয়াছেন।

সুননে ইব্‌নেমাজা, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিনে ইয়াযীদ,—ইব্‌নে মাজা (২০৭—২৭৫) কয্‌বীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনার ইমাম মালিক ও মিসরের ইমাম লয়েস বিনে সঅদের ছাত্রমণ্ডলীর নিকট হইতে বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন।

হাদীসশাস্ত্রের যে ছয়খানা গ্রন্থ "সিহাহ সিত্তা" নামে কথিত এবং যেগ্রন্থগুলি 'অসুল'রূপে গণ্য, তন্মধ্যে ৫ খানা গ্রন্থের বিবরণ পূর্বেই প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে ষষ্ঠস্থান কোন্ গ্রন্থ অধিকার করিবে, সেসম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্রবিদদের মতভেদ ঘটিয়াছে। উন্দুলুসের ইমাম রযীন বিনে মুআবিয়া ও হাফিয ইব্‌নুলআসীর প্রভৃতি ইমাম মালিকের "মুওয়াত্তা"কে ষষ্ঠ স্থান দিতে চাহিয়াছেন। কতক মুহাদ্দিসীন ইমাম দারেমীর সুননকে এই স্থানের অধিকারী মনে করেন। তাঁহারা বলেন, সুননে দারেমীতে দুর্বল রাবীদের সংখ্যা কম আর 'মুনকর'ও 'শায' হাদীস উহাতে নাই বলিলেই চলে।

যেসকল হাদীসের সনদ অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ অথবা রাবীদের কেহ ফাসিক, সেপ্রকার হদীসকে 'মুনকর' আর যেহাদীস অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীদের রেওয়ায়তের প্রতিকুল অথচ উহা একজন ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি রেওয়ায়ত করেনাই, তাহাকে 'শায' বলা হয়।

হাফিয ইব্‌নেতাহির মক্‌দসী আর হাফিয আবদুলগনি প্রভৃতি ইব্‌নে মাজাকেই সেহাহের ষষ্ঠ-গ্রন্থরূপে বরণ করিয়াছেন আর ইহাই সঠিক। কারণ শুধু বিশুদ্ধতার দিক দিয়া মুওয়াত্তা বা দারেমীর আসন উচ্চতর হইলেও উল্লিখিত ৫ খানা গ্রন্থে যেসকল হাদীস নাই, এরূপ বহু হাদীস ইব্‌নেমাজার সুননে স্থানলাভ করিয়াছে, মুওয়াত্তায় এ ধরণের হাদীস নাই।

সুননে ইব্‌নেমাজায় সর্বশুদ্ধ ৪ হাজার ৩ শত আটত্রিশটি হাদীস রহিয়াছে, এই হাদীসগুলি ৩৭টি কিতাবে আর এক হাজার ৫ শত অধ্যায়ে বিভক্ত।

সহীহ মুওয়াত্তা, দারুলহিজ্‌রতের ইমাম মালিক বিনে আনস বিনে মালিক বিনে আবিআমির আস্‌বাহী (৯৫—১৭৯) মদীনায় তৈয়েবায় জন্মগ্রহণ করিয়া উক্ত স্থানেই পরলোক গমন করেন। তিনি বহু তাবেয়ীর সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উস্‌তাযগণের মধ্যে নাফি' মওলা আবদুল্লাহ বিনে উমর বিনুল খাত্তাব, সঈদ বিনে আবিসঈদ মক্‌বরী, সুআইদ বিনে আবদুল্লাহ, ইব্‌নুলমুন্‌কদর, মোহাম্মদ বিনে ইয়াহ্‌য়া, ইব্‌নেশিহাব যুহরী, আইয়ুব সখ্‌তিয়ানী, যয়েদ বিনে আস্‌লম, ইস্‌হাক বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবি তল্‌হা, ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদ আন্‌সারী সমধিক প্রসিদ্ধ। ইব্‌নেজুরায়েজ, শো'বা, সুফ্‌য়ান সওরী, ইবনেউয়ায়না, ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদুল কাত্তান, ইব্‌নে ওয়াহাব, মুহাম্মদ বিনে ইদ্‌রীস শাফেয়ী, মুহাম্মদ বিনুল হাসান প্রভৃতি মিল্লতের স্তম্ভস্বরূপ বিদ্বানগণ ইমাম মালিকের ছাত্র ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, ইমাম মালিক مالك حجة الله على خلقه সৃষ্টিজগতে আল্লাহর নিদর্শন ছিলেন। ইব্‌নেমহ্‌দী বলেন, আমি ইমাম মালিক ما رايت احدا اتم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপেক্ষা পূর্ণজ্ঞানের عقلا ولا اشد تقوى অধিকারী আর সাধুতায় من مالك. সুদৃঢ় ব্যক্তি অন্য কাহাকেও দেখিনাই[১]। প্রকৃতপক্ষে হিজায ও ইরাকে জ্ঞানসাধনার যে দু'টি ধারা প্রবাহিত ছিল, ইমাম মালিক তাহার উৎস স্বরূপ ছিলেন। আলী বিনুল মদীনীর সাক্ষ্য অনুসারে মালিকের এক লক্ষ হাদীস কণ্ঠস্থ ছিল।

হাফিয ইব্‌নেহজর লিখিয়াছেন, ইমাম মালিকের গ্রন্থ "মুওয়াত্তা" তাঁহার ও তাঁহার অনুসারীদের ধারণা মত সহীহ, কারণ তাঁহারা মুর্সল আর বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ডক্টর ভিনসিংকের গণনামত মুওয়াত্তায় সর্বশুদ্ধ ১ হাজার ৮ শত বারটি হাদীস রহিয়াছে। আবুবক্‌র আব্‌হারী বলেন, মুওয়াত্তার হাদীসের সমষ্টি হইতেছে ১ হাজার ৭ শত কুড়ি, তন্মধ্যে মস্‌নদ-মর্ফু' হাদীস হইতেছে ৬ শত, মুর্সল ২ শত আটাশ, সাহাবাগণের উক্তি হইতেছে ৬শত তের, তাবেয়ীগণের ফত্‌ওয়া ২ শত পঁচাশি। ইমাম মালিক এই হাদীসগুলিকে একষট্টিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। হাফিয ইব্‌নেহয্‌ম বলেন, আমি 'মুওয়াত্তা-মালিক' আর সুফ্‌য়ান বিনে উয়ায়নার হাদীসগুলি গণনা করিয়া দেখিয়াছি। প্রত্যেকটিতে ৫ শতের কিছু উপরে মস্‌নদ আর ৩ শত মুর্সল হাদীস রহিয়াছে। সত্তরের কিছু অধিক সংখক হাদীসের ইমাম মালিক অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। উহাতে যঈফ আর "জমহুরের দাবীর হট্টগোল"ও রহিয়াছে[২]।

শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস লিখিয়াছেন, অন্যান্য বিদ্বানগণের অভিমত অনুসারে ইমাম মালিকের মুওয়াত্তায় মুর্সল বা মুন্‌কাতা হাদীস নাই। কারণ একস্থানে সনদের বিচ্ছিন্নতা থাকিলেও অন্যস্থানে সে হাদীসটি ইমাম মালিক সংলগ্ন সনদে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই হিসাবে মুওয়াত্তাকে সহীহ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে[৩]। হাফিয ইব্‌নেআবদুলবর তাঁহার তম্‌হীদ গ্রন্থে মুওয়াত্তার মুর্সল, মুনকাতা আর মু'যিল হাদীসগুলির সংযুক্ত সনদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বালাগানী"—আমার কাছে বর্ণিত হইয়াছে অথবা "আন্ সিকাতিন"—বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ শুনিয়াছি বলিয়া যে হাদীসগুলি মালিক সংকলিত করিয়াছেন সেগুলির সমষ্টি হইতেছে একষট্টি। তন্মধ্যে চারিটি হাদীস ব্যতীত অন্যান্যগুলি ইমাম মালিকের তরীকা ছাড়া অন্য তরীকায় মস্‌নদ রূপে বর্ণিত আছে।

যে হাদীসের সনদে সাহাবীর নাম উল্লেখ নাই, তাবেয়ী সরাসরি রসুলুল্লাহর [দঃ] বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহা মুর্সল আর সাহাবার নীচে যে সনদে রাবীর নাম বাদ পড়িয়াছে, তাহা মুন্‌কাতা আর যে-হাদীসের সনদে বারম্বার রাবীর নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে তাহা মু'যিল।

ইমাম শাফেয়ীর যুগ পর্যন্ত ইমাম মালিকের 'মুওয়াত্তা' হাদীসের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলিয়াই গণ্য হইত। এক হাজারের অধিক বিদ্বান এই গ্রন্থ সরাসরি ইমাম মালিকের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শাফেয়ী ও মুহাম্মদ বিনুল হাসান, ইব্‌নেওয়াহাব ও কাসিমের মত ফকীহ, ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদ কাত্তান, আবদুররহমান বিনে মহদী, আবদুররয্‌যাক বিনে হুমামের মত মুহাদ্দিস, খলীফা হারূনরশীদ, আমীন ও মামুনের মত সম্রাট সকলেই শরীক ছিলেন। তৎকালীন খলীফাগণ ইমাম মালিকের "মুওয়াত্তা"কে কা'বাশরীফের প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া দিবার এবং ইস্‌লামজগতের সকল অঞ্চলে একমাত্র মুওয়াত্তাকে বিধানগ্রন্থরূপে বলবৎ করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইমাম মালিক তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দেননাই। তিনি বলিয়াছিলেন, শরীআতের বিস্তৃতাংশে [ফরূআতে] সাহাবাগণের মতভেদ ছিল আর তাঁহারা ইস্‌লামজগতের বিভিন্ন নগরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সঠিক পথের পথিক ছিলেন,—ইব্‌নেসআদ ও আবুনঈম[১]। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুস্‌লিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয় সংকলিত হওয়ার পর "মুওয়াত্তা" সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ হইবার দাবী সঠিক না থাকিলেও অগ্রবর্তী ও পথপ্রদর্শক রূপে মুওয়াত্তার শ্রেষ্ঠত্ব আজও অবিসম্বাদিত রহিয়াছে।

১) তয্‌হীবুত্‌তহ্‌যীব, সফীউদ্দীন ৩৬৬ পৃঃ।
২) খওলী, মিফতাহ ২৪ পৃঃ ও তদ্‌রীবুর্‌রাবী।
৩) হুজ্জাতুল্লাহিলবালিগা ১৩৯ পৃঃ।

১) খওলী, মিফ্‌তাহ ২৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুনানে-দারেমী, ইমাম অব্দুল্লাহ বিনে আবদুররহমান বিনুল ফযল বিন্ বহরাম সমরকন্দী—দারেমী ১৮১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৫৫ হিজরীতে পরলোকবাসী হন। ইমাম বুখারী অপেক্ষা ১৪ বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার এক বৎসর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইয়াযীদ বিনে হারূণ, ইয়োলা বিনে উবায়েদ ও জা'ফর বিনে আওন, নযর বিনে শুমায়েল ও বুখারী প্রভৃতির নিকট বিদ্যাগ্রহণ করেন। বুখারীও তাঁহার সহীহগ্রন্থের বহির্ভূত অন্যান্য পুস্তকে দারেমীর রেওয়ায়ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বলের পুত্র আবদুল্লাহ, ইমাম মুস্লিম, আবুদাউদ ও তিরমিযী প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আহ্মদ বলেন, হাদীসের শ্রুতিধর চারজন: মুহাম্মদ বিনে ইস্মাঈল বুখারী, ওবায়দুল্লাহ বিনে আবদুলকরীম আবুযরআ রাযী, আবদুল্লাহ বিনে আবদুররহমান দারেমী আর হাসান বিনুশ্ শুজা'। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় শ্রুতিধর হইতেছেন আবুযরআ, হাদীসবিদ্যার সর্বাপেক্ষা বড় তত্ত্ববিশারদ হইতেছেন বুখারী আর দারেমী হইতেছেন শ্রেষ্ঠতম সংকলয়িতা আর হাসান বিনে শুজা' সর্বগুণসম্পন্ন। ইমাম আবুহাতিম রাযী বলেন, দারেমী স্বীয়যুগের هو امام اهل زمانه ইমাম ছিলেন।

সুনানে-দারেমীর হাদীসগুলি তেইশটি কিতাবে আর ১ হাজার ৩ শত সাতষট্টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতেও মুর্সল, মু'যিল, মুনকাতা' আর মকতু' হাদীসের প্রাচুর্য রহিয়াছে। দারেমীর গ্রন্থখানাকে সচরাচর মস্নদ বলা হয় কেন, তাহা উপলব্ধি করা কঠিন, কারণ এই গ্রন্থখানা সুননের অন্যান্য গ্রন্থগুলির মতই বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত ও সংকলিত, পৃথক পৃথক সাহাবার নামে সংকলিত নয়। মনে হয়, বুখারীর সহীহ সংযুক্ত সনদে বর্ণিত বলিয়া যেমন উহা 'মস্নদ' নামে কথিত হইয়া থাকে, তেমনি সুননে-দারেমীও সংযুক্ত সনদের সংকলন বলিয়া উহাকেও মস্নদ বলা হইয়াছে। কিন্তু সুননে-দারেমীর বিচ্ছিন্ন ও মুর্সল হাদীসগুলি লক্ষ্য করার পর এ-কথা স্বীকার করার উপায় থাকেনা। হাফিয মুগলতাই আবার দারেমীর গ্রন্থখানাকে 'সহীহ-দারেমী' নামে আখ্যাত করিতে চাহিয়াছেন[২]। বহু বিদ্বান "সিহাহ-সিত্তায়" ইব্নেমাজার সুননের স্থান দারেমীর সুননকে দিতে চাহিয়াছেন। শায়েখ মুহাম্মদ আবিদ সিন্ধীও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শাহ আবদুলআযীয মুহাদ্দিস সুননে-দারেমীকে দ্বিতীয় স্তরের হাদীসগ্রন্থের অর্থাৎ আবুদাউদ ও তিরমিযীর শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। শায়েখ আবদুলহক মুহাদ্দিস ও হাফিয মুগলতাই প্রভৃতি সুননে দারেমীকে ইবনেমাজার অগ্রগণ্য করার পক্ষপাতি। দারেমী ও বুখারীর মধ্যে কে স্বীয় গ্রন্থ প্রথমে সংকলিত করিয়াছেন, সেসম্বন্ধেও হাফিয ইব্নে-হজর ও আল্লামা মুহাম্মদ বিনে ইস্মাঈল ইয়ামানী বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় দারেমীর প্রবীনতা প্রতিপন্ন হইলেও এবং তাঁহার গ্রন্থ সুননে-ইব্নেমাজা অপেক্ষা অধিকতর ত্রুটিবিমুক্ত সাব্যস্ত হইলেও ইব্নেমাজার সুননই সিহাহ-সিত্তার অন্তরভুক্ত থাকিবে আর ইহার কারণ সুননে ইব্নেমাজার আলোচনা প্রসঙ্গেই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যদি বুখারী, মুস্লিম আর মুওয়াত্তাকে প্রথম শ্রেণীর হাদীসগ্রন্থ রূপে আর আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্নেমাজা, দারেমী আর মস্নদে-ইমাম আহ্মদকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? অবশ্য সহীহগ্রন্থদ্বয়, মুওয়াত্তা আর সুনন-চতুষ্টয় হাদীসবিশারদ বিদ্বানগণ কর্তৃক যেভাবে পুনঃ পুনঃ সম্বর্ধিত, ব্যবহৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, অন্য কোন হাদীসগ্রন্থ সেভাবে হয়নাই।

মস্নদে-ইমাম আহ্মদ, আহ্লে-সুন্নতগণের বরেণ্য ইমাম আহ্মদ বিনে মুহাম্মদ বিনে হাম্বল বিনে হিলাল আবু আব্দুল্লাহ—শয়বানী, যুহলী, মরওয়াযী—বাগ্দাদীকে তাঁহার জননী গর্ভেধারণ করিয়া খুরাসান প্রদেশের 'মরও' নগরী হইতে বাগ্দাদে আগমন করেন। তিনি ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৪১ হিজরীতে পরলোকবাসী হন। ইমাম আহ্মদের উস্তাযগণের মধ্যে হুশায়েম বিনে বশীর, ইব্রাহীম বিনে সঅদ, জরীর বিনে আবদুলহামিদ, আম্র বিনে

২। সুয়ুতী, তদরীবুররাবী ৫৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উবায়েদ, ইয়াহ্‌য়া বিনে আবি যায়েদা, আবদুররযযাক বিনে হুমাম, ইস্‌মাঈল বিনে উলাইয়া, ওলীদ বিনে মুস্‌লিম, ওকী বিনুল জর্‌রাহ, আবদুররহমান বিনে মহ্‌দী, ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদুল কাত্তান, সুফ্‌য়ান বিনে উয়ায়না মুহাম্মদ বিনে জা'ফর (গন্দর), মুহাম্মদ বিনে ঈদ্‌রীস শাফেয়ী, আবদুররহমান বিনে মহ্‌দী, আস্‌ওয়াদ বিনে আমির ও ইয়াযীদ বিনে আমির সমধিক উল্লেখযোগ্য। ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, ইব্‌নে মহ্‌দী, আস্‌ওয়াদ, ইয়াহ্‌য়া বিনে মুঈন, আলী বিনুল মদীনী, ইস্‌হাক বিনে মন্‌সুর কওসজ, আবুবক্‌র আহমদ আস্‌রম, আবুযর্‌আ, বুখারী, আবুদাউদ, দারেমী ও বাগাভী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

হাকিম আবুযর্‌আ সাক্ষ্য দিয়াছেন, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের এক কোটি হাদীস কণ্ঠস্থ ছিল[১]। তাঁহার স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আবুযর্‌আ বলিয়াছেন, ইমাম আহমদের যেদিন মৃত্যু হয়, সেই দিবসে তাঁর লিখিত বহিগুলি আমি মোটামুটিভাবে গণনা করিয়া দেখিয়াছিলাম, বারটি উটের বোঝা অপেক্ষাও বেশী ছিল। অথচ তাঁর কোন বহির পৃষ্ঠে একথা লিখিত ছিলনা যে, "এগুলি অমুকের হাদীস" বা বহিগুলির ভিতরেও কোনস্থানে লেখা ছিলনা যে, "অমুক এই হাদীসগুলি আমার কাছে রেওয়ায়ত করিয়াছেন," এসব ইমাম আহমদ তাঁর স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেন[২]। শাইখুলইস্‌লাম ইব্‌নেতায়ামিয়া লিখিয়াছেন, ইমাম আহমদ "আহলেহাদীস" মযহবের অনুসারী ছিলেন[৩]।

كان الامام احمد يحفظ الف الف حديث

সত্যই ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল হাদীস ও সুন্নতের একচ্ছত্র অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার মস্‌নদে ৪০ হাজার হাদীস রহিয়াছে, তন্মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা হইতেছে ১০ হাজার। তিনি ৩ শতের অধিক এরূপ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন যেগুলির সনদে তাঁহার ও রসুলুল্লাহর (দঃ) মাঝখানে মাত্র তিন জন রাবী রহিয়াছেন। কোন হাদীস অনুসরণীয় কিনা, সেসম্বন্ধে ইমাম আহমদ তাঁহার জনৈক ছাত্রকে বলিয়াছিলেন, "আমার মস্‌নদে যদি কোন হাদীস পাওয়া যায়, তবেই উহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, নচেৎ নয়।" ইমাম সাহেবের উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মস্‌নদে-আহমদের সমুদয় হাদীসই অনুসরণযোগ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইমামের উক্তির সাহায্যে এদাবী প্রমাণিত হয়না। অনুসরণীয় হাদীসগুলি মস্‌নদে স্থানপ্রাপ্ত হইলেই যে মস্‌নদে অনুসরণের অযোগ্য হাদীস সন্নিবেশিত হয়নাই, ইহা বলা কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? পক্ষান্তরে যে হাদীসগুলি বুখারী ও মুস্‌লিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হইয়াছে, অথচ সেগুলির মস্‌নদে উল্লেখ নাই, সেগুলিকেই বা কি বলা হইবে?

انظروه، فان كان فى المسند والا فليس بحجة -

বস্তুতঃ 'মস্‌নদে-আহমদে'র সমুদয় হাদীস সঠিক কিনা, এ বিষয়ে হাদীসবিশারদগণ মতভেদ করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌নুলজওযী বলিয়াছেন, মস্‌নদে ১৫টি জাল হাদীস রহিয়াছে, হাফিয ইরাকী বলেন, ৯টি। কিন্তু হাফিযুলইস্‌লাম ইব্‌নেহজর উল্লিখিত হাদীসগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে তাঁহার "আল্‌কওলুল মুসাদ্দদ" গ্রন্থে সমুচিত জওয়াব দিয়াছেন। তিনি তাঁর "তা'জীলুলমন্‌ফাআহ" পুস্তকে লিখিয়াছেন, যেহাদীস ভিত্তিহীন, এরূপ হাদীস মস্‌নদে নাই, তিনটি বা চারিটি হাদীস ছাড়া। তিনি বলিয়াছেন, ইমাম সাহেব এই হাদীসগুলি কাটিয়া ফেলার সংকল্প করিয়াছিলেন। শায়খুলইস্‌লাম ইব্‌নেতায়মিয়া তাঁহার মিন্‌হাজে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, যেসকল ব্যক্তির মিথ্যাবাদিতা ইমাম সাহেবের সুবিদিত ছিল, এরূপ কোন ব্যক্তির হাদীস তিনি স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেননাই, যদিও মস্‌নদে দুর্বল হাদীস

لـيس فى المسند حديث لا اصل لـه الا ثـلاثـة احاديث او اربـعـة منها -

انـه يروى عن المعروفين بالـكـذب عنده وان كان فى ذلـك مـا هـو ضـعـيـف

১) তযকিরাতুলহুফফায (২) ১৭ পৃঃ।
২) সুবকী, তাবাকাতে শাফেয়ীয়া (১) ২১৪ পৃঃ।
৩) মিন্‌হাজুসসুন্নাহ (৪) ১৪৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পূর্বপাকিস্তানে
বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

বাঙ্‌লা সাহিত্যসেবীদের মনে পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা আর অস্বচ্ছন্দতার ভাব দোলা দিতে শুরু করিয়াছে। এ-আশংকা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন সম্বন্ধে নয়, কারণ উহা আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর বহির্ভূত। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার যে মর্যাদা বাঙ্‌লা লাভ করিয়াছিল, তাহা কাড়িয়া লইলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, বাঙলার সাহিত্যিক মর্যাদা আর তার আঞ্চলিক অধিকার ব্যাহত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। বাঙ্‌লা সাহিত্যের আধুনিক সুর সম্বন্ধেও আমাদের আশংকাবোধ করার কারণ নাই। মানুষের অন্তরনিহিত ভাবধারা, আশা আকাংখা, আদর্শ আর সামাজিক দৃষ্টিভংগীর অভিব্যক্তিকেই যখন ভাষা বলা হয়, তখন মানুষ যখন যে অবস্থা আর পরিবেশের বন্দী হইবে, তখন তাহার ভাষার সুরও তদনুসারে ব্যঞ্জিত হইতে বাধ্য। অবসাদগ্রস্ত, নৈরাশ্যপীড়িত মানুষের কণ্ঠ হইতে বিজয়দৃপ্ত সেনাবাহিনীর সুর শ্রবণ করার প্রত্যাশা যেমন অনুচিত, আদর্শবঞ্চিত, লক্ষ্যহারা, উদ্‌ভ্রান্ত, পরকীয়াবাদী সাহিত্যিকদের কণ্ঠ হইতে বলিষ্ঠ আদর্শ ও সংযত সুরের সঙ্গীতলহরী নিঃসৃত হওয়াও তেমনি অসম্ভব।

আমরা পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধেই আশংকাবোধ করিতেছি।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলাই উচিত। স্বাধীনতালাভের পর হইতে সকলক্ষেত্রেই যেমন একটা ভাঙ্গা-গড়া সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্‌লা ভাষাকে ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠন করার জন্যও একটা টানাটানির ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ভাষার পরিবর্তিত আকার দ্বারা সাহিত্যের গতি পরিবর্তিত হওয়াও অনিবার্য আর গঠনকামী জাতির পক্ষে ভাষাকে উন্নত আর সুসমৃদ্ধ করিয়া তোলার চেষ্টাও প্রশংসনীয়। কিন্তু ভাষার সমৃদ্ধিসাধনের তাৎপর্য কি?

বৈদেশিক সাহিত্যে দর্শনশাস্ত্র, অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান আর পৌরদর্শন ইত্যাদির এরূপ হাজার হাজার পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে, যেগুলির যথোপযুক্ত প্রতিশব্দ-সম্বলিত কোন ইংরাজী বাঙ্‌লা অভিধান আজপর্যন্ত রচিত হয়নাই। পূর্বপাকিস্তানের নাগরিকদের বৃহত্তর অংশ মুসলমান হইলেও ইস্‌লামি ভাবধারা, তমদ্দুন, তহযীব, সিকাফত, আকীদা, ইবাদত ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলির সঠিক ও নির্ভুল বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ এপযন্ত নির্ণীত হয়নাই। পূর্ববাঙ্‌লায় ইস্‌লামের পদক্ষেপ আর তাহার সামগ্রিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থ বাঙ্‌লায় নাই। হাদীস, তফ্‌সীর, ফিক্‌হ, অসুল আর সাধারণ ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে প্রামান্য বৃহৎ কোন গ্রন্থ বাঙ্‌লাভাষায় লিখিত হয়নাই। আধুনিক দর্শনশাস্ত্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের যেসকল মহামূল্য পুস্তক পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এমনকি উর্দুতেও লিখিত ও অনুদিত হইয়াছে আর হইতেছে, বাঙ্‌লা সাহিত্য সেসকল সম্পদ হইতে আজও বঞ্চিত রহিয়াছে।

পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্‌লা সাহিত্যের এই নিঃস্ব অবস্থা

রহিয়াছে। তারপর মস্‌নদে এরূপ অনেক হাদীস আছে, যেগুলি প্রথমে ইমাম সাহেবের পুত্র এবং তাঁহার পর আবুবক্‌র কতিয়ী উহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। এই সংযোজিত অংশে অনেক জাল হাদীস স্থানলাভ করিয়াছে অথচ অনভিজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে, জাল হাদীসগুলি ইমাম সাহেবেরই রেওয়ায়ত।

ফলকথা, চল্লিশ হাজার হাদীসের মধ্যে তিন বা চার বা নয় বা ঊর্ধসংখ্যা ১৫টি হাদীস যদি বেঠিকও প্রমাণিত হয়, তাহাতে মস্‌নদে আহ্‌মদের গৌরব কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন হইতে পারেনা। এই বিরাট গ্রন্থ ইস্‌লামের যে এক মহামূল্য সম্পদ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্বপাকিস্তানীদিগকে সকল দিক দিয়াই ফতুর করিয়া রাখিয়াছে। মৌলিক উৎস হইতে বঞ্চিত থাকিয়া ওরিয়েন্টালিস্ট বিদ্যাদিগ্‌গজদের মুখে ঝাল খাইয়া আমাদের বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকরা মুস্‌লিম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ইস্‌লাম ও তাহার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অধিকাংশ সময়ে যেসকল গবেষণার পরিচয় দিয়া থাকেন, তথাকথিত প্রগতিবাদীদের পক্ষে তাহা রোমাঞ্চকর হইলেও প্রকৃতপক্ষে মনে করুণ রসেরই সঞ্চার করিয়া থাকে! পূর্ববাঙ্‌লার কবিতা সাহিত্যে বৈষ্ণব ন্যাড়া ভাবধারার যে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে "যবন হরিদাসে"র উত্তরাধিকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও ইস্‌লামী সাহিত্যিকতার সহিত উহার সামঞ্জস্য-বিধানের সত্যই কোন উপায় নাই! আমাদের সাহিত্যিক দৈন্যই এই মতিচ্ছন্নের জন্য দায়ী!

জ্ঞানবিজ্ঞানে পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্‌লা সাহিত্যের দারিদ্র সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। 'দ্বীনিয়াত'কে আরাবী উর্দুর কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখার দরুণে যেমন পুরোহিততন্ত্রের মত জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন একটা "থিউক্রেটিক সোসাইটি" জন্মলাভ করিয়াছে, তেমনি লৌকিক শাস্ত্রগুলি পাশ্চাত্যভাষার লৌহপ্রাচীরের অন্তরালে আটক থাকায় ইন্‌টেলিজিন্‌শিয়ার আর একটি অভিজাত দল গড়িয়া উঠিয়াছে।

পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্‌লাভাষার রূপ কেমন হইবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামানো হইতেছে। গোড়াগুড়ি হইতেই এ সম্বন্ধে দুটি চরমদল দেখিতে পাওয়া যায়, একদল ইহাকে সংস্কৃতবহুল আর অন্যদলটি বাঙ্‌লাকে আরাবী, ফার্সী শব্দবহুল করার পক্ষপাতি। এই টানা-টানির ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষফোড়া বাঙ্‌লা-সাহিত্যের সুদর্শন দেহকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা মনে করি, যে দেশের যে ভাষা, তাহাতে সে-দেশের সকল অধিবাসীর তুল্য অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু তুল্যাধিকারের অর্থ যদি এই হয় যে, আসামের ধুবড়ি সীমান্ত হইতে শ্রীহট্ট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেক জনপদের অধিবাসীদের কথ্যভাষার জন্য বাঙ্‌লা সাহিত্যের দ্বার অবারিত করিয়া দিতে হইবে, তাহাহইলে ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হযরত নূহের যুগের মত "আবোল তাবোল ভাষা বিভ্রাট" (تبلبل السنة) সৃষ্টি হওয়ার আশংকাই আমরা পোষণ করি। সৈয়েদ আলাওল চট্টলভূমির সন্তান ছিলেন আর ভারতচন্দ্র ছিলেন বর্ধমান যিলার লোক। নবীন সেন ছিলেন চট্টগ্রামের আর বঙ্কিমচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন যশোরে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মেদিনীপুর বা কলিকাতার আর রজনীকান্ত ছিলেন ঢাকার। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন ২৪ পরগণার, ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন হুগলীর আর সুরেশ সমাজপতির পৈত্রিক ভূমি ছিল নদীয়া আর রামেন্দ্র ত্রিবেদী ছিলেন মুর্শিদাবাদের। মুযাম্মিলহক, কায়কোবাদ আর কাযী নজরুলইস্‌লাম প্রথিতযশা কবি, কিন্তু ইঁহাদের কেহ পশ্চিমবঙ্গের, কেহ মধ্যবঙ্গের আর কেহ পূর্ববঙ্গের লোক! যেসকল সাহিত্যিক ও কবি জীবন নদীর পরপারে গিয়াও অমর হইয়া রহিয়াছেন, আমি কেবল তাঁহাদেরই নাম উল্লেখ করিয়াছি এক নজরুলইস্‌লাম ছাড়া, আর এরূপ করার কারণ সর্বজনবিদিত। প্রতিভার শ্রেণী বিভাগ অনুসারে সাহিত্যরথীগণের সাহিত্যিক প্রতিভায় বৈষম্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক আর তাঁহাদের সৃষ্টিতে সমাজ, ধর্ম-বিশ্বাস আর পারিপার্শ্বিকতার ছাপও সুস্পষ্ট। এরূপ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ বরং উচিত, কারণ কবি ও সাহিত্যিকরা সমাজ হইতে পৃথক মানুষ নন।

রাবিন্দ্রিক যুগ হইতে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভঙ্গী পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়াছে বটে, কিন্তু একটা বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে, ভারতচন্দ্র হইতে নজরুলইস্‌লাম পর্যন্ত বাঙ্‌লাভাষাকে আঞ্চলিকতার পরগাছা আচ্ছন্ন করিতে পারেনাই। একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তি ও স্থান-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়াই ভাষা পরিপুষ্টি লাভ করে, আরাবী সাহিত্য কুরায়েশদের কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করিয়াই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যান্য ভাষার প্রভাব আরাবী সাহিত্যে পড়েনাই, একথা সত্য না হইলেও বহিরাগত শব্দগুলিকে মাজিয়া ঘসিয়া গড়িয়া পিটিয়া এমন নিপুণতার সহিত সুসমঞ্জস করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, উত্তরকালে সেসকল শব্দকে সাধারণ দৃষ্টিতে বহিরাগত বলিয়া চিনিবার উপায় থাকেনাই। উর্দুর প্রভাব পাঞ্জাব আর সীমান্তকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কিন্তু উর্দুর কথাশিল্পীরা বাঙালী হউন আর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পথ্‌তুনী হউন, সকলকে দিল্লী আর লক্ষ্ণৌর প্রচলিত উর্দু অর্থাৎ গালিব মীর, দাগ আর আযাদকে অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইয়াছে। সীমান্ত হইতে বাঙলা দেশ পর্যন্ত সাহিত্যিক আর কবির দল যদি উর্দু সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার অনুপ্রবেশ বৈধ মনে করিতেন, তাহা হইলে উর্দু আজ যেস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইতনা।

পূর্বপাকিস্তানে কথ্যভাষার বিভ্রাট পশ্চিম বাঙ্‌লার চাইতে অনেকগুণ বেশী। যশোর খুলনার ভাষার সঙ্গে শ্রীহট্ট আর চট্টগ্রামের ভাষার প্রভেদ প্রায় বাঙ্‌লা আর ইংরাজীর মতই। এতটা পার্থক্য পশ্চিমবাঙ্‌লার এক স্থানের সহিত অন্যস্থানের কথ্যভাষায় নাই। এতদ্ব্যতীত উত্তর বাঙ্‌লার রংপুরের ভাষার সহিত আসাম-সীমান্তের ভাষার যতটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, পূর্বপাকিস্তানের রাজধানীর খাস বাসিন্দাদের ভাষার সহিত তার শিকিও মিল নাই। ঢাকা সহরের লোকেরা উর্দুর যে পরিমাণ ভক্ত, বাঙ্‌লার প্রতি ততটা অনুরাগী নয়। তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উর্দুকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়, বাঙ্‌লাকে দেওয়া হয়না।

উর্দুর সঙ্গে আমাদের ঈর্ষানাই, আমরা উহার ভক্ত আর উন্নতিকামী, কিন্তু বাঙ্‌লা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের জন্মভূমির ভাষা, ইহার মাধুর্য আর স্নিগ্ধতা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহের প্রত্যেকটি শিরাকে মধুর ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে আমরা বাঙ্‌লা সাহিত্যের জয়যাত্রা কামনা করি। লোক সাহিত্যের নামে যেবস্তু বর্তমানে বাঙ্‌লা সাহিত্যে আমদানী করার চেষ্টা চলিতেছে, বাঙ্‌লা ভাষার প্রগতির পথে উহা অন্তরায় হইবে বলিয়া আমরা আশংকা করি। সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভঙ্গিমা অভিন্ন হওয়া উচিত আর তাহা দৃঢ়ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্তব্য।

অতঃপর বিচার্যবিষয় হইতেছে, বাঙ্‌লাভাষার সে দৃঢ়ভিত্তি কি হইবে? এস্থলে আমরা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিবনা। বাঙ্‌লাভাষা যে পালি, প্রাকৃত ও দ্রাবিড়িয় উপকরণে জন্মলাভ করিয়াছিল আর সংস্কৃত তাহার প্রধান উপাদান যোগাইয়াছিল, সেকথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। প্রয়োজনের চাহিদা মত পৃথিবীর সব ভাষায় যেমন ঘটিয়াছে, বিবর্তনবাদের বিধান মত আরাবী, ফার্সী, তুর্কী, উর্দু ও ইংরাজীও সেইরূপ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে একান্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দগতিতে বাঙ্‌লা ভাষায় নিজেদের স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। সেমেটিক আর আর্য চিন্তাধারার এই ভাষায় সঙ্গমলাভ হইয়াছে, বৈদান্তিক আর কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গীর বাঙ্‌লা সাহিত্যে মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের নির্মূল করিয়া যাহারা বাঙলাকে শুধু হিন্দুয়ানী ভাবধারার বাহক বানাইতে প্রয়াসী, তাহারা যেরূপ বাঙ্‌লার শত্রু, ঠিক সেইরূপ যাহারা সংস্কৃত ও প্রাকৃত-জাত শব্দগুলির নির্বাসন ঘটাইয়া শুধু আরাবী ফার্সী দ্বারা বাঙ্‌লাকে শুদ্ধি করিতে চান, তাঁহারা যতই ধর্মপরায়ণ ও স্বজাতিবৎসল হউননা কেন, তাঁহারাও বাঙ্‌লার বন্ধু নন, তাঁহারা পূর্ববাঙলায় একটা অভিনব ভাষা আমদানি করার স্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র!

কেহ কেহ বাংলাকে আরাবী বর্ণমালায়, আবার কেহ রোমান বর্ণমালায় রূপান্তরিত করার পক্ষপাতি। বর্ণমালা এক একটি ভাষার নিজস্ব সম্পদ। বর্ণমালার প্রভাবে ভাষার কাঠামোটাই শুধু নিয়ন্ত্রিত হয়না, উহার প্রভাব ভাষার মন ও মস্তিষ্ককেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তুর্কী ভাষা রোমান বর্ণমালায় লিখিত হওয়ার পর হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজ তুর্কীদের নামের উচ্চারণভঙ্গী লক্ষ্য করিলেই আমাদের উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বাঙ্‌লার যে বর্ণমালা রহিয়াছে, তাহাই থাকিবে, কেবল কয়েকটি বর্ণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক, যাহাতে আরাবী ফার্সী শব্দগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভবপর হয়। পূর্বপাকিস্তানের নবীন লেখকগোষ্ঠি ব্যাকরণ আর বানানের ঝামেলা বোধ হয় আর বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেছেননা। কিন্তু ব্যাকরণ আর বানান ভাষায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে, কোন ভাষার সাহিত্যিকদের তাহা গোপন থাকার কথা নয়। এ দুইটিকে যাঁহারা ঝামেলা মনে করেন, সাহিত্যক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের বিদায়গ্রহণ করাই কর্তব্য।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি করিব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পৃথিবীর কোন বস্তুই যেমন উদ্দেশ্যহীন নয়, সাহিত্যও তেমনি কোন উদ্দেশ্যহীন হেঁয়ালি বস্তুর নাম নয়। জাতি-গঠনের প্রধানতম উপাদান সাহিত্য। সত্য মিথ্যা কাল্পনিক বাক্য বিন্যাসের নাম সাহিত্য নয়। গল্প, নাটক আর উপন্যাস ইত্যাদির প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করেনা, বৈদেশিক গল্পসাহিত্য দ্বারা কোন কোন দেশে যে মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, সেকথা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইদানীং পূর্বপাকিস্তানে গল্পসাহিত্যের যে একঘেয়ে ধারা প্রবর্তিত হইতেছে, তাহাতে সাহিত্যিক প্রতিভার অভাব প্রত্যেক ছত্রে ফুটিয়া উঠে। গীতিকাব্যের অবস্থাও অথৈবচ। পশ্চিম বাঙলার অবস্থা এ বিষয়ে বিশেষ উন্নত না হইলেও তাঁহাদের যে বিরাট সাহিত্যসম্পদ রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে নৈরাশ্যের কারণ নাই। কিন্তু আমাদের বেলায় মনে হয়, স্বাধীনতালাভ করার পর আমাদের সমুদয় কর্তব্য যেন নিঃশেষিত হইয়াছে। সৃষ্টি আর গঠনের কোন প্রয়োজনই যেন আর নাই! আর যাঁহারা নূতনত্বের নামে কিছু পরিবেশন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ মাল বস্তাপচা! ইস্‌লামি সংস্কৃতি আর সভ্যতার ইতিহাস নাম দিয়া তাঁহারা বেশীর ভাগ পরের মুখে ঝাল খাইয়া নিজেদের অনভিজ্ঞতার নগ্নচিত্র দেশবাসীকে প্রদর্শন করিতেছেন। যেক্ষেত্রে যাহার অধিকার নাই, সেক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করায় পূর্ববাঙ্‌লার সাহিত্য ক্রমশঃ হাল্‌কা আর খেলো হইয়া যাইতেছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য, বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য পূর্বপাকিস্তানি সংস্করণের প্রয়োজন নাই। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের হিন্দু-মুস্‌লিম সাহিত্যিক ও কবিগণ প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতার ট্রেডমার্ক ছাড়াই চিরদিন বাঙ্‌লার যেভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক পূর্বপাকিস্তানি সাহিত্যিক ও কবিদেরও সেই পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য। বাঙ্‌লায় আরাবী, ফার্সী, তুর্কী ও ইংরাজীর আমদানী দোষণীয় নাহইলেও প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যবরদস্তিমূলক ভাবে যেন এই আমদানির অভিযান চালান না হয়। ভাষার সম্পদবৃদ্ধি আর বক্তব্যবিষয়কে স্পষ্টতর করিয়া তোলার জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতিতে অন্যান্য ভাষার শব্দগুলিকে বাঙ্‌লারই অংশরূপে গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষায় দীক্ষিত করার মনোভাব লইয়া শব্দ-সংযোজনার কার্য চালান হইবেনা। অবশ্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি সাহিত্য তাহাদের নিজস্ব মনোভাব মতবাদ ও ঐতিহ্যের দর্পণ হইবেই কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য সাহিত্যের ভাবসম্পদ হইতেই উৎসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, শব্দসম্পদ দ্বারা ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় বিধান সঙ্গত হইতে পারেনা।

কিন্তু এপথে একটি প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে। বাঙ্‌লার সৃষ্টিসাধনে যদিও মুসলমানরাই অগ্রণী ছিলেন আর সুলতানদের দরবারেই বাঙ্‌লা তাহার শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিল কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানরা নানারূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পড়ায় বাঙ্‌লাভাষার প্রতিপালন ও পরিপুষ্টির দায়িত্ব অতঃপর সর্বতোভাবে হিন্দুদেরই হস্তগত হইয়া পড়ে আর ইহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ বাঙ্‌লার শব্দভাণ্ডারে এরূপ শত শত শব্দ স্থানলাভ করে যেগুলি হিন্দুয়ানী কিম্বদন্তী, প্রতিমাপূজা ও অদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শব্দগুলির কতক বাঙ্‌লা সাহিত্যের অপরিহার্য অংশে পরিণত হইয়াছে আর কতক শব্দ মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য বর্জনীয়। মুসলমান সাহিত্যিক মণ্ডলীর অনেক মাননীয় ব্যক্তিরাও দুর্ভাগ্যবশতঃ শব্দ-চয়নে এসম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেননাই। ফলে মুসলমানের সৃজিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের সাহিত্য-সম্পদ হিন্দুয়ানী সাহিত্যেই পরিণত হইয়াছে।

সর্বশেষ গোযারিশ এই যে, কিছুদিন পূর্বে বাঙলা শব্দের বানান সম্পর্কে সাহিত্যিক সমাজে একটা আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত আন্দোলনের কোনরূপ সন্তোষজনক ফল দেখা দেয়নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যে সংশোধিত বানান পদ্ধতি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহারও পূর্ব্বপাকিস্তানে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়না। বাঙ্‌লায় তিনটি দন্ত, তালব্য আর মূর্ধন্য ষ রহিয়াছে আর রহিয়াছে ছ। আরাবীতেও সে, সিন সোয়াদ আর শিন রহিয়াছে। বাঙ্‌লায় বর্গীয় আর অন্তস্থ য রহিয়াছে আর আরাবী ও উর্দুতে রহিয়াছে যাল, যা, যোয়াদ আর জীম! এই বর্ণগুলিকে যাহাতে উচ্চারণের সৌসাদৃশ্য মত যথাসম্ভব পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কি একেবারেই অসম্ভব? কোন কোন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের নামের বানানের শ্রী দেখিলে সত্যই মাথা ঠুঁকিতে ইচ্ছা হয়!

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি বৃটিশ সরকারের অবিচার

(৯)

মূল—স্যার-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময় সময় উহা লইয়া চিন্তা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে উহাকে বাঁচাইয়া প্রাণবন্ত করিবার চিন্তা নহে, যখনই তাঁহারা উহার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন তখনই উহাকে অনাবশ্যক মনে করিয়া তুলিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু মাদ্রাসা কলেজটি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের এই-রূপ আচরণের পরিচয় পাইয়া মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠায় অবশেষে ১৮৫১ হইতে ১৮৫২ এর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট আর একবার উহার সংস্কারে অবহিত হয়েন। এবং সেই সময়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে, কলেজটিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া নিম্নশ্রেণীকে এ্যাংলো-ফার্সীয়ান ব্রাঞ্চে রূপান্তরিত করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটির মানানুযায়ী এণ্ট্রান্স পর্যন্ত ইংরাজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল এবং উচ্চ শ্রেণীতে যথানিয়মে আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা বহাল রাখা হইল।

(আরবী ফারসী ভাষায় পাণ্ডিত্য এবং মুসলমান সমাজের প্রতি সমবেদনাশীলতার জন্য যিনি মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই বিখ্যাত মিঃ জে, আর, কাল্‌ভিন এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কিন্তু উহার অল্পদিন পরেই মিঃ টমাস মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় কাল্‌ভিন সাহেবকে উত্তর-পশ্চিম (বর্ত্তমানে উত্তর প্রদেশ, অনুবাদক) প্রদেশের লেফ্‌টন্যাণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি সিপাহী বিপ্লবের সময়ে আগ্রা-দুর্গাভ্যন্তরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।)

কিন্তু এই নূতন পরিকল্পনার ভুলত্রুটি ধরা পড়িতেও বিলম্ব হইলনা। ছাত্রগণ নিম্নের এ্যাংলো ফার্সীয়ান বিভাগে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যখন আরবী শিক্ষার জন্য উচ্চ শ্রেণীতে গিয়া প্রবেশ করিতেছিল, তখন পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, এ যাবৎকাল তাহারা নিম্ন-শ্রেণীতে যেটুকু ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছিল উহার প্রায় সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের বিদ্যা, পড়া না পড়ার সমান হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থা সম্বন্ধে ১৮৫৮ অব্দে আর একবার তদন্তের ব্যবস্থা হয় এবং তদন্তকারী অফিসার এই মর্ম্মে মন্তব্য করেন যে, "এই কলেজটি এযাবৎকাল যেসমস্ত ফাজেল (আলেম) সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে স্বকীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীতে তাহারা উচ্চ শিক্ষিত হইলেও, সরকারী চাকুরী করিয়া জীবিকার্জ্জনের পক্ষে তাহাদের কোন যোগ্যতা নাই। সুতরাং তাহাদের দ্বারা এমন একটি দল সৃষ্টি হইতেছে যাহারা আচরণে পাণ্ডিত্যগর্ব্বী ও অহঙ্কারী হইলেও জীবিকা নির্বাহের অসমর্থতার দরুণ নিরাশায় বিক্ষুব্ধ হইয়া রাষ্ট্রের প্রতি সদা অসন্তুষ্ট হইয়া রহি-য়াছে।"

[মিঃ এ, সি বের মন্তব্য হইতে এই অংশটুকু গৃহীত]

উহার পরে সরকারের পক্ষ হইতে আর একবার এই আরবী কলেজটি সংস্কারের প্রতি অবহিত হইয়া যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, মাত্র দুই বৎসর পরেই তাহা ব্যর্থ সাব্যস্ত হওয়ায় উহার আমূল অনুসন্ধান-পূর্বক যথাবিহিত সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ অব্দে বাংলা গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এই বৃত্তান্ত আমি যে সময়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি সেই সময় পর্যন্ত উক্ত কমিশনের কার্য চালু রহি-য়াছে। উক্ত কমিশনের বিবেচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাদ্রাসা কলেজটির শিক্ষা প্রণালীর দোষ ত্রুটিসমূহের অনুসন্ধান লইয়া তৎপ্রতিকারের উপায় নির্দেশের ব্যবস্থাও আছে। এতৎসংশ্লিষ্ট সত্যকথা এই যে, এই মাদ্রাসা কলেজটিতে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে উহার মধ্য দিয়া ছাত্রগণ যেমন এক দিকে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশের পক্ষে যোগ্য সাব্যস্ত হইতে পারিতেছেনা, তেমনি আর এক দিকে জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও তাহারা কোন প্রকার সাফল্যজনক ও সম্মানকর জীবন যাপনের পক্ষে নিজেদের উপযুক্ততা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইতেছেনা। এই জন্য বর্ত্তমানকালের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান শিক্ষা সংস্কারক (স্যর সৈয়দ আহমদ খান) কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "মাদ্রাসাটি হইতে যাহারা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে তাহারা অর্দ্ধেক কুমীর ও অর্দ্ধেক শৃগাল দেহবিশিষ্ট এমন এক অদ্ভুত জীবে পরিণত হইতেছে যে, পানিতেও সাতার কাটিতে পারিতেছেনা আবার ডাঙ্গায় চলাচল করার যোগ্যতাও হারাইয়া ফেলিয়াছে।"

কিন্তু এত চেষ্টাযত্ন সত্ত্বেও এই পুরাতন এবং প্রসিদ্ধ আরবী কলেজটির সংস্কার ও উন্নতি কেন সম্ভবপর হয়নাই, অতঃপর সে সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। উহার প্রথম কারণ হইতেছে এই যে, প্রথম হইতেই একটি অযোগ্য পদ্ধতিতে এই কলেজটি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এমনকি মধ্যবর্তী কালে যখন জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোককে উহার প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তখনও উহার পরিচালনা ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহের কিছুমাত্র সংস্কার ও সংশোধন সম্ভবপর হয়নাই। কারণ উক্ত ইংরাজ ভদ্রলোককে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্তির মূলে কলেজটির কল্যাণ অপেক্ষা লোক দেখানর প্রবৃত্তি ছিল বেশী। কারণ তাঁহাকে অন্য কতিপয় সরকারী দায়িত্বপূর্ণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়া অধিকন্তু ভাবে তাঁহাকে মাদ্রাসা কলেজটির প্রিন্সিপালের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইয়া থাকে এবং সে বাবদ তাঁহার জন্য কিছু অতিরিক্ত বেতনের ব্যবস্থা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাদ্রাসা কলেজটির বর্ত্তমান প্রিন্সিপালের কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি পরিক্ষক বোর্ডের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বাংলা প্রেসিডেন্সীতে সামরিম ও সিভিল সার্ভিসে যেসমস্ত ইংরাজ যুবক চাকুরী গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষায় কিছু জ্ঞানার্জন করিতে হয় এবং তাঁহাদেরই পরীক্ষা গ্রহণ হইতেছে উক্ত ভদ্র লোকের মুখ্য দায়িত্ব। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরীণ বিভাগের স্থায়ী সহকারী সেক্রেটারী এবং দোভাষীর পদেও তিনি নিযুক্ত আছেন। ইহা ছাড়াও সাময়িক ভাবে তাঁহাকে আরও নানাবিধ সরকারী দায়িত্ব পালন করিতে হইয়া থাকে, যেমন কোন বিশেষ ব্যাপারের জন্য কমিটি গঠন অথবা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোন ব্যাপারের তদন্তের জন্য যখন কোন কমিশন গঠিত হয় তখন তাঁহাকে ঐ সকল কমিটি ও কমিশনের সদস্য পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত দায়িত্বও তাঁহাকে পালন করিতে হইয়া থাকে। এই এক গাদা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব যাহার স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহাকেই মাদ্রাসা কলেজটির ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত করার ন্যায় হাস্যকর ব্যবস্থা কল্পনাতেও স্থান দেওয়া যাইতে পারে কি? বলাবাহুল্য, উক্ত ভদ্রলোক সরলভাবে এবং একান্ত একাগ্রতা সহকারে কলেজটির চিন্তায় অবহিত হইতে চাহিলেও অন্যান্য পর্বতপ্রমাণ দায়িত্ব পালন করিয়া তাঁহার পক্ষে কি প্রকারে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে এবং সে সময়ই বা তাঁহার কোথায়?

এই মাদ্রাসা কলেজটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। একজন বিশিষ্ট সুপণ্ডিত এবং কার্যকর্মা ব্যক্তি উহার নিম্নতম (এ্যাংলো-ফার্সীয়ান) বিভাগের পরিচালনা করিতেছেন। কিন্তু যে বিভাগের অর্থাৎ আরবী বিভাগের পরিচালনার জন্য তাঁহারই ন্যায় বিশেষ যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তির আবশ্যক, তাহার ধারে কাছেও তিনি যাইতে পারিতেছেননা। অথচ এই উচ্চতম আরবী বিভাগটির সাফল্য অসাফল্যের উপর সমগ্র কলেজটির জীবন-মরণ-প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে। একজন মওলবীর উপর এই আরবী বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে এবং সমগ্র শিক্ষকমণ্ডলীর উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রহিয়াছে। এজন্য তাঁহাকে হেড মওলবী বলা হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে এমন কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নাই, যেজন্য শিক্ষকমণ্ডলী তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে হেড মওলবী সাহেবের নিকট জওয়াবদিহি হইতে বাধ্য হইতে পারেন। এই হেড মওলবী সাহেবের নিজের ক্লাশে পড়াইতেই সময় নিঃশেষিত হইয়া যায়। মাদ্রাসা তদন্তের জন্য সম্প্রতি যে কমিশন বসিয়াছে, তাহাদে ব্যবস্থায় হয়ত এই অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারিবে। কিন্তু আমি যে অবস্থা দেখিয়াছি তাহাকে নৈরাশ্যজনক ছাড়া আর কিছু বলা যাইতে পারেনা। বলাবাহুল্য, কমিশন নিযুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ঐ অবস্থা বিদ্যমান ছিল।) এ্যাংলো-ফার্সীয়ান ব্রাঞ্চ অথবা উচ্চতম আরবী বিভাগে, মাসিক, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার অথবা কোন শ্রেণীর দৈনিক কিম্বা সাপ্তাহিক পরিদর্শনের কোনই ব্যবস্থা নাই। ইহাদ্বারা মাদ্রাসা কলেজটির পঠন ও পাঠন ব্যবস্থার শোচনীয়তা উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং এই প্রকার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া বিদ্যার্থীগণ যে কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে তাহা সহজেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। যিনি মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের পদের শোভা বর্দ্ধন করিয়া রহিয়াছেন, অজ্ঞ ঝুড়ি ঝুড়ি দায়িত্ব পালন করিয়া তাঁহার সময় কোথায় যে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবেন? সত্য বটে, হেড মওলবী সাহেব তাহা করিতে পারেন, কিন্তু কোন দিনই তিনি সে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়নাই। এইরূপ অবিবেচনা প্রসূত পদ্ধতির ফল যাহা হইতে পারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীতই তাহা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই প্রকার অনিয়মিত ব্যবস্থায় পরিচালিত মাদ্রাসাটির দরুণ বাংলার শিক্ষার্থী মুসলমান যুবকদিগের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমাদের পক্ষে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এক পুরুষ পূর্বে হুগলীর বিরাট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যাপারে আমাদিগকে যেরূপ কলঙ্ক-ভাগী হইতে হইয়াছে, সেই দাগ না মিটিতেই কলিকাতা মাদ্রাসার কলঙ্কের পালা দেখা দিয়াছে। কিন্তু এখনও সময় থাকিতে আমাদের বুঝিয়া দেখা উচিত যে, বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐ একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চালাইতে পারিলে তাহাদের সমাজের যুবকগণ উহা হইতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারে। আমরা এই মাদ্রাসার আকর্ষণে বাংলার পল্লীঅঞ্চল হইতে যে সমস্ত মুসলমান যুবকদিগকে এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিলাসব্যসনপূর্ণ কলিকাতা শহরে টানিয়া আনিয়া থাকি, তাঁহাদের শতকরা আশীজনই গোঁড়া বৃটিশ-বিদ্বেষী পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ হইতে আসিয়া থাকে। [মাদ্রাসা আলীয়ায় শিক্ষা লাভের জন্য পূর্ববঙ্গ হইতে যেসমস্ত ছাত্র আসিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম, সন্দীপ ও সাহবাজপুর নিবাসী] বলাবাহুল্য, তাহাদের চরিত্র সংগঠন ও মানসিক উন্নতির কোন ব্যবস্থা মাত্র না করিয়া যদিচ্ছা গমনাগমন এবং যেকোন হীন পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদিগকে কেবল যে রসাতলে গমনের স্বাধীনতা দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, যেরূপ উন্নত ও ভদ্র পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া যুবকগণ প্রকৃত মানুষ রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহাদের জন্য সেই রূপ কোন কল্যাণজনক ব্যবস্থার কথা কখনও কাহারও মাথায় স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়না। এই প্রকার অনিষ্টকর পরিবেশের মধ্য হইতে ত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া ছাত্রগণ যখন আপনাপন পল্লীনিবাসে প্রত্যাবর্তন করে তখন একদিকে যেমন তাহারা জীবিকা সম্বন্ধে চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে পায়, তেমনি আর একদিকে জীবন-যুদ্ধে নিরাশা ও ভগ্নমনোরথ হইয়া তাহারা গোঁড়ামীকে আশ্রয় করিয়া সংকীর্ণতা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইংরেজ বিদ্বেষও প্রচার করিয়া থাকে। পূর্ববাংলার মুসলমানদের তুলনায় পশ্চিম বাংলায় মুসলমানগণ অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির এবং সেই সঙ্গে তাহারা কতকটা রাজ্যানুগতও বটে, কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার দ্বারা বর্তমানে সরকারী চাকুরী লাভের আশা নাই দেখিয়া তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিবর্গকে ইংরাজি বিদ্যালয়ে দিতে উৎসুক হইয়াছে। সুতরাং মাদ্রাসা কলেজটিতে যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গ নিবাসী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গের দরিদ্র কৃষক সমাজের যুবকগণ কলিকাতা মাদ্রাসায় পড়িতে আসিয়া থাকে। যে পরিবেশ হইতে তাহারা আসিয়া থাকে তাহাকে উন্নত পরিবেশ বলিয়া ধারণা করা যায়না। দেশে থাকা কালে তাহাদের অনেককেই হাল কর্ষণ ও নৌকা চালনা পর্যন্ত অনেক রকম সাংসারিক কার্য করিতে হইয়া থাকে। এই সমস্ত তালেবেইল্‌মদের মধ্যে ষোল হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের যুবকই বেশী। আবার অনেক ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবকগণ পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া মাদ্রাসার ভর্ত্তি হইয়া থাকে বলিয়া আমি শুনিয়াছি। তাহারা দ্বিনী ইল্‌ম শিক্ষার আগ্রহে শ্মশ্রুগুম্ফ-মুণ্ডন-পূর্ব্বক মাদ্রাসার নিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত এইসমস্ত তালেবেইল্‌মদের অধিকাংশই নিরুপায় দরিদ্রের সন্তান। বিধায় ইল্‌ম অর্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া তাহারা পরের গলগ্রহ হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। ধর্ম্মীয় শিক্ষার্থীদিগকে সাহায্য দান করা মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত পুণ্য কার্য। এজন্য মাদ্রাসা শিক্ষার্থী দরিদ্র ছাত্রবৃন্দ কলিকাতার বিশিষ্ট মুসলমানদের নিকট আহার ও বাসস্থান পাইয়া থাকে। মুসলমান সমাজের নিম্নস্তর হইতে যেসমস্ত দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমান জীবিকার অনুসন্ধানে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের খানসামার কাজে নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, এবং তাহাদের প্রায় সকলেই আপনাপন গৃহে একাধিক তালেবে ইলম রাখিয়া থাকে। এই ভাবে শিক্ষার্থী তালেবেইল্‌মদিগকে আহার ও বাসস্থান দেওয়া ও পাওয়া জায়গীর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। মুসলমান বাদশাহগণ সামরিক বিভাগের কীর্ত্তিমান অফিসারদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া জায়গীর স্বরূপে তাহাদিগকে যে প্রচুর সম্পত্তি দান করিতেন, উহা হইতেই এই জায়গীর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, এই সকল খানসামা গ্রামের যে পরিবেশ হইতে আসিয়া এই খানসামার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা যে আরও নীচবৃত্তি, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহারা তাহাদের এই নীচ দাস সুলভ মনোবৃত্তি বশতঃ যতক্ষণ প্রভুর সমীপে উপস্থিত থাকে ততক্ষণ সর্বোতভাবে তাঁহার মন যোগাইয়া চলে, কিন্তু ছুটির পর আবাস স্থলে ফিরিয়া গিয়া বন্ধুবান্ধবদের সম্মুখে প্রভুর কুৎসা করিয়া বলিয়া থাকে যে, "ভাই নসীব মন্দ, তাই রুজির জন্য ইংরেজ কাফেরের গোলামী করিতে হইতেছে, ইত্যাদি। অর্থাৎ মাদ্রাসার দরিদ্র ছাত্রগণ গ্রামের" যেরূপ পরিবেশের মধ্য হইতে আসিয়া থাকে তাহা অপেক্ষাও নীচ পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে বিদ্যার্জন করিতে হইয়া থাকে। খানসামাগণ পুণ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্যে তালেবেইল্‌মদিগকে কেবল যে আহার ও বাসস্থান যোগাইয়া ক্ষান্ত দিয়া থাকে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে কাহারও বিবাহ বয়স্কা কন্যা থাকিলে সেই কন্যাকে সে প্রচুর দান জেহেজ সহ নিজের গৃহে রক্ষিত কোন তালেবে এলম এর সহিত বিবাহিতা করিতে আগ্রহশীল হইয়া রহিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা তাহা করিয়াও থাকে। এই শ্রেণীর তালেবেইল্‌মগণ ইংরাজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আদৌ আগ্রহশীল নহে। ফারসীর প্রতিও তাহাদের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়না। তাহারা আরবী ছরফ ও নহুওয়ের সহিত সাহিত্যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়া ফেকাহ-শাস্ত্রে সামান্য শিক্ষা লাভ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। তাহারা পূর্ববঙ্গের যেরূপ বিকৃত ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিয়া থাকে কলিকাতার মুসলমানগণ তাহা আদৌ বুঝিতে পারেনা।

ইহাই হইতেছে কলিকাতা-মাদ্রাসা কলেজের বিদ্যার্থীদের মোটামুটি চিত্র। কলিকাতায় আসিয়া তাহারা গ্রাম্য চালচলন প্রায় ভুলিয়া যায়। অনেকে শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডন পূর্বক শহরিয়া বাবু সাজিতে প্রয়াসী হইয়া থাকে। ইহাদের শতকরা আঠাইশ জন সরকারী বৃত্তি পাইয়া থাকে। তালেবে ইল্‌মদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত চতুর ও পরিশ্রম বিমুখীন, তাহাদিগকে ঐ বৃত্তিসিদ্ধ অর্থজমাইয়া সামান্য আকারের দোকান খুলিতে দেখা গিয়া থাকে। কিতাব বগলে ধারণ পূর্বক নগরের রাজপথে ভ্রমন এবং সেই পক্ষে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার দোহাই দিয়া লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা তাহাদের অনেকেরই নিত্য নৈমিত্তিকের পেশায়

www.ahlehadeethbd.org

পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সেই সঙ্গে তাহাদের মনের মধ্যে এরূপ অহঙ্কারের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহারা যখন দীনি ইল্‌ম শিক্ষায় লিপ্ত রহিয়াছে তখন তাহারা সকলেরই নিকট শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান লাভের যোগ্যতম পাত্র। এমনকি যে সমস্ত খানসামা তাহাদিগকে আহার ও বাসস্থান যোগাইয়া অনুগৃহীত করিয়া থাকে তাহাদের নিকটও তাহারা শ্রদ্ধা-ভক্তির দাবী উপস্থিত পূর্বক তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া থাকে। গভর্ণমণ্টে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি চালিত হইয়া উচ্চবংশ সম্ভূত এবং উচ্চ শিক্ষিত কার্যীগণকে সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত করায় মুসলমান সাধারণকে সাদী বিবাহ, ফত্‌ওয়া ফারায়েজ ইত্যাদি নানাবিধ আবশ্যকীয় ব্যাপারে এই শ্রেণীর স্বল্প শিক্ষিত গোঁড়া মওলবীদের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। ইহারা ইংরাজের নাম শুনিবামাত্র কাফের! কাফের! রবে চীৎকার পূর্ব্বক নাশিকা কুঞ্চন করিতে অভ্যস্থ। ইহাদের বিদ্যার দৌড় হইতেছে "হেদায়া"ও "জাবেউল উরূজ—" পর্যন্ত এবং উহারই সাহায্যে তাহারা ভ্রম-ত্রুটিপূর্ণ ফত্‌ওয়া প্রচার করিয়া নানাবিধ উৎপাত সৃষ্টির হেতু হইয়া রহিয়াছে।

দুনিয়ার নানা দেশে নানা প্রকার শিক্ষার্থী বিদ্যমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের ছাত্রবৃন্দের ন্যায় শোচনীয় দশার মধ্যে কেহই নাই এবং এজন্য এই মাদ্রাসা কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাধিক। বলাবাহুল্য, সেই সংস্কারের পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে যথেষ্টরূপে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ ত্রুটির জন্য যেমন একদিকে মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে কেহ জীবন-যুদ্ধের প্রতিযোগীতায় টিকিয়া থাকিবার মত যোগ্যতা লইয়া বাহির হইতে পারিতেছেনা, তেমনী আর একদিকে তাহারা ভদ্র ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া মার্জ্জিত রুচিবিশিষ্ট ভদ্র সমাজের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য হইতে পারিতেছেনা। সুতরাং তাহাদের শতকরা নব্বই জনই মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করিয়া ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচারের সহজ পুঁজি অবলম্বন পূর্ব্বক দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া উৎপাত সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে। বিগত নব্বই বৎসর কাল যাবত এই মাদ্রাসা কলেজটি ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচারের কেন্দ্রস্থল রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঠিক সন তারিখ মনে না থাকিলেও ১৮৬৮।৬৯ সাল পর্যন্ত যে জেহাদ নীতির ভিত্তিতে মাদ্রাসা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বলা বাহুল্য, যে জেহাদী প্রচারণার ফলে সমগ্র দেশ ইংরেজ বিদ্বেষ-বিষে বিষাইয়া রহিয়াছে এবং যেজন্য আমাদিগকে তিনটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়াইয়া অপরিমিত লোক ও অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে, এই মাদ্রাসা কলেজের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ সেই জেহাদী প্রচারণার জন্য প্রধান কেন্দ্রস্থল স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। [ফারাজি মসজিদ না মিছরিগঞ্জের মসজিদ?] তালেবএলমগণ প্রতিনিয়ত ঐ মসজিদ সহ আরও অন্যান্য মসজিদে গমনাগমন পূর্ব্বক জেহাদী প্রেরণা প্রাপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমানে যিনি মাদ্রাসার হেড মওলানার পদে অভিষিক্ত রহিয়াছেন তাঁহার পিতাও একজন খ্যাতনামা আলেম স্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু ১৮৫৮ অব্দের বিদ্রোহীদের সহিত যোগাযোগের অপরাধে তাঁহাকে যাবজ্জীবন দণ্ডিত হইয়া আন্দামান দ্বীপবাসী হইতে হইয়াছিল। (মওলবী মোহাম্মদ ওজিহ) এবং তাঁহার স্থাবরঅস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে একটি কুতুবখানাও ছিল, গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত মূল্যবান পুস্তক মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে দান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অবস্থার প্রতি লক্ষ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একজন দৃঢ়চরিত্র ইংরেজকে মাদ্রাসার স্থায়ী প্রফেসর নিযুক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু দিনের আলোকে তাঁহাকে মাদ্রাসা ভবনে প্রবেশ করান বিপজ্জনক বিবেচিত হওয়ায় রাত্রির অন্ধকারে তাঁহাকে মাদ্রাসায় পৌছান হয়। [ইনি মিঃ ব্লকম্যান, কিন্তু মাদ্রাসার উচ্চস্তরের আরবী বিভাগে তাঁহার হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার ছিলনা) কয়েক মাস পূর্ব্বে মাদ্রাসার জনৈক আরব দেশীয় অধ্যাপককে বিদ্রোহ প্রচারের অপরাধে মাদ্রাসার স্থায়ী ইংরাজ অধ্যাপক কর্তৃক পদচ্যুত হইয়া বিতাড়িত হইতে হইয়াছে।

(মাদ্রাসার স্থায়ী প্রফেসর মিঃ ব্লকম্যানের পুরা নাম হইতেছে মিঃ হেনুরি ফার্ডিনাণ্ড ব্লকম্যান।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইনি ইংল্যাণ্ডের ড্রেসডেন নগরের জনৈক মুদ্রাকরের পুত্র। সৈন্যবিভাগে চাকুরী লইয়া ইনি ভারতে আসেন। ইনি আরবী-ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সামরিক বিভাগ হইতে আনিয়া কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৮৬১ সালে ইনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। মিঃ ব্লকম্যানের রচিত অনেকগুলি পুস্তক আছে। সুবৃহৎ আইনে আকবরীরও তিনি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত করেন। অনুবাদক) সাত বৎসরকাল এই প্রকার পরিবেশের মধ্যে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ যে পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছিল সেই খানেই চলিয়া যায়। শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মাদ্রাসা শিক্ষা তদন্তের জন্য গঠিত কমিশন যে-দুই বৎসর কাল তদন্ত কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই দুই বৎসরকে গণনা হইতে বাদ দিয়া উহার পূর্বকার অবস্থা বলিতেছি। মাদ্রাসা হোস্টেলে অবস্থানকারী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই যে চরিত্রহীন এবং সে জন্য তাহারা সুযোগ বুঝিয়া মাত্র হোষ্টেলাভ্যন্তরে চরিত্রহীনা নারী আনিয়া তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিয়া থাকে, রেকর্ড-সম্মত দলিল দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মাদ্রাসা হোষ্টেলটিতে (ইলিয়ট হোষ্টেল) একক বাসোপযোগী ২৬ ছাব্বিশটি পৃথক পৃথক কামরা আছে। অর্থাৎ দেখিলে মনে হয় সরকার যেন ঐ শ্রেণির ঘৃণিত অপরাধের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে ঐ ধরণের কামরা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তারপর যে অস্বাভাবিক যৌন অপরাধকে মহামতি কার্লাইল "মানব চরিত্রের জঘন্যতম অপরাধ" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং খ্রীষ্টান জগৎ বহু চেষ্টা চরিত্রের পর ইউরোপ-ভূমি হইতে যে ঘৃণিত অপরাধকে নির্মূলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, মাদ্রাসার তালেবেইলমদের মধ্যে অনেকেই সেই ঘৃণিত অপরাধে জড়িত বলিয়া শুনা যায়। বিগত পাঁচ ছয় বৎসর কালের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে এরূপ অপরাধ হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু লোকমুখে যেরূপ শুনা যায় তাহাতে তালেবেইলমদের মধ্যে ঐপ্রকার ঘৃণিত অপরাধ ব্যাপক আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বলাবাহুল্য, ভারতের প্রত্যক শহরাঞ্চলে এই শ্রেণীর ঘৃণিত অপরাধ ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা শুনা গিয়া থাকে।

মাদ্রাসা কলেজের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সবাই যে মেধাশূন্য, তেমন কথা আমি বলিনা, তাদের মধ্যে এরূপ মেধাশক্তি সম্পন্ন প্রতিভাবান ছাত্রও আছে যে, নিজের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিলে হয়ত তাহারা উত্তম শিক্ষা অর্জ্জন পূর্বক জীবনকে সফল করিয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু মাদ্রাসা-পরিবেশের দোষে তাহাদিগকে সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ মাদ্রাসায় শিক্ষা দিবার জন্য অতি অল্প সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ১০টা হইতে ২টা পর্যন্ত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ২০ বিশ মিনিট কাল উস্তাজ ও সাগরেদবৃন্দের তামাক সেবনে ব্যয়িত হইয়া যায়। মাদ্রাসায় সৃষ্ট একটি বিশেষ পরিভাষায় হুক্কাকে "আছায়েমুছা" বা মুছা পয়গম্বরের লাঠি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন উস্তাদের যখন তামাক সেবনের ইচ্ছা হয় তখন তিনি কোন তালেবেইল্‌ম-অথবা দফতরীকে "আছায়ে মুছা ঠিক কর" বলিলে সে ফরসী হুক্কা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করে। ইহা ছাড়া পঠন পাঠনের সময়ের মধ্যে দুইবার হাজিরা লওয়ার ব্যবস্থা আছে। উহাতেও অর্দ্ধ ঘন্টা ব্যয়িত হইয়া থাকে। অনেক ছাত্র ঘড়িতে ১২ টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা হইতে প্রস্থান করে বলিয়া তন্নিবারণার্থে দুইবার হাজিরা লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত মেধাবী, উদ্যমশীল, এখানে ভাল শিক্ষা লাভের কোন উপায় নাই দেখিয়া তাহারা সকাল সন্ধ্যা বদান্য মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খারিজী মাদ্রাসা (বেসরকারী ও অবৈতনিক) সমূহে গিয়া আরবী ভাষা এবং ইসলামধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল খারিজী মাদ্রাসায় তফছির হাদীস ও ফেকাহ পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিলেও যে পদ্ধতিতে সেই সকল স্থানে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে সেই সকল স্থান হইতে যাহারা শিক্ষা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লাভ করিয়া বাহির হয়, তাহারা এরূপ পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া থাকে যে, দুনিয়ায় অন্য কাহাকেও তাহারা তাহাদের সমকক্ষ বলিয়া ধারণা করিতে পারেনা। ফেকাহ (ব্যবহারিক শাস্ত্র) ও মন্তেক (তর্কশাস্ত্র) অধ্যয়নে রত ছাত্রগণ মাদ্রাসার মধ্যে সময় সময় এমন সব কাণ্ড সৃষ্টি করিয়া বসে যে, তাহা আমোদপ্রিয় লোকদের নিকট হাস্যের খোরাক হইলেও প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে তাহা মর্মবেদনার কারণ হইয়া থাকে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন লইয়া ছাত্রবৃন্দ যে, তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিতে পারে-উহার চাক্ষুশ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অল্পদিন হইল মাদ্রাসার ইংরেজ প্রফেসর মহোদয় একদা রাত্রিকালীন ভ্রমনে বাহির হইয়া হোষ্টেলের মধ্যে তুমুল হট্টগোল শুনিতে পাইয়া তিনি অতি সন্তর্পণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যাহা শুনিলেন ও দেখিলেন তাহা এইরূপ :— হোষ্টেলের একজন ছাত্র অপরজনকে কাফের আখ্যা দিতেছে এবং তাহা লইয়া উভয়ের সমর্থকদের মধ্যে কিলাকিলি ঘুষাঘুষি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রফেসর সাহেব সশরীরে কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিলেন, তাহা এইরূপ, একজন ছাত্র ফেকাহ পুস্তকে পড়িয়াছে যে, নামাজে দণ্ডায়মানের সময়ে দুইখানি পদ মিলাইয়া দাঁড়ান চাই, অন্যথায় তাহার নামাজ তো হইবেইনা, অধিকন্তু তাহার দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই বরবাদ হইয়া যাইবে। এই কথার উত্তরে পা ফাঁক করিয়া দাড়ানের মছলার সমর্থক জনৈক ছাত্র প্রথম বক্তাকে বেদীন কাফের আখ্যায় আখ্যাত করে। উহার উত্তরে প্রথম বক্তা ও তাহার সমর্থক বৃন্দ দ্বিতীয় বক্তাকে দোজখী ও জাহান্নাম,বাসী বলিয়া গালি দেয় এবং অতঃপর উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে তুমুল মারামারি আরম্ভ হয়।

ছাত্রগণকে মাদ্রাসায় প্রতিদিন মাত্র তিন ঘণ্টাকাল শিক্ষা দেওয়া হয়। জনৈক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছেন যে, পঠন পাঠনের জন্য সেই নির্দিষ্ট তিন ঘণ্টার মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক সময় বাজে কাজে ব্যয়িত হইয়া থাকে। গৃহে ফিরিয়া পাঠ প্রস্তুত করিতে ছাত্রগণ আদৌ অভ্যস্ত নহে। খুবসম্ভব মুসলমান সমাজ বর্ত্তমানে পতনের যে শোচনীয় স্তরে নামিয়া আসিয়াছে তাহাদের সমাজের যুবকগণও জীবনের সকল ব্যাপারে উহারই সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে চাহিতেছে। প্রত্যেক উস্তাজ ক্লাশে আসিয়া আরবী পাঠ্য-পুস্তক হইতে ভাষ্যসহ এক একটি স্বল্প উচ্চারণ ও উহার ব্যাখ্যা করেন এবং ছাত্রগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উহা আবৃত করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকে। পঠিত শব্দসমূহের কোন একটির অর্থ বোধগম্য না হইলে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে ছাত্রগণ হয়ত জানেইনা অথবা অধ্যাপকগণ তাহাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। অভিধানের সাহায্যে শব্দার্থ বুঝিবার প্রথাই নাই। এই প্রকার ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সাত বৎসরকাল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রবৃন্দ যে বিদ্যা লইয়া বাহির হইয়া থাকে সেই বিদ্যার আর যেকোন ক্ষমতাই থাকুক না কেন উহাদ্বারা জীবনের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধিকরা ছাড়া তাহা লাঘবের কোন বিষয় বস্তু যে তাহাতে থাকিতে পারেনা অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট সে বিষয়ে কোন নূতন ব্যাখ্যা উপস্থিত করার প্রয়োজন করেনা। যেসমস্ত ছাত্র মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে তাহাদের বিদ্যার দৌড় মাপিবার একটি সহজ উপায় হইতেছে এই যে, সাত বৎসরকাল তাহারা যে আরবী ভাষায় জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে তাহাদের পঠিত পুস্তকের অতিরিক্ত কোন একখানা আরবী পুস্তক তাহাদের কাহারও সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাহাতে সে দস্তস্ফুট করিতে পারিবেনা। অথচ তাঁহারা ইসলাম ধর্মশাস্ত্র ও আরবী ভাষায় মহাজ্ঞান-সম্পন্ন মওলবী হইয়াছেন, এই অহংকারে ফাটিয়া পড়ার দশাপ্রাপ্ত হয়েন। আরবী ব্যাকরণের সহিত কিছু সাহিত্য, ফেকাহ ও মন্তেক (লজিক) তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই তাহারা নিজদিগকে 'সব-জান্তা' পণ্ডিত ধারণা করিয়া সচরাচর যে বিদ্যা জাহির করিয়া থাকে তাহা এইরূপ: "তাহাদের মতে দুনিয়ায় আরব জাতির ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী অপর কোন জাতি কখনই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে পারে নাই এবং বর্ত্তমানে রূমের বাদশাহ (তুরস্ক, ছোলতান) সকলের শীর্ষস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁর পরের স্থানে রহিয়াছেন যথাক্রমে ইংরেজ, ফরাসী ও রুশ প্রভৃতি। দুনিয়ায় যতগুলি বৃহৎ ও সুন্দর নগর আছে তন্মধ্যে মক্কা, মদীনা, কায়রো ও কুস্তুন্তুনিয়ার পরেই লণ্ডনের স্থান। ইংরাজদের সম্বন্ধে তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহারা কাফের এবং বর্ত্তমান জগতে তাহারা অনেক জাতির উপর প্রভুত্ব করিতে থাকিলেও পরপারে গিয়া তাহাদিগকে অবশ্যই জাহান্নাম-বাসী হইতে হইবেই। ইহাই যাহাদের বিদ্যার দৌড়, তাহাদের নিকট হইতে আপনারা কোন্ বস্তু পাইতে চাহেন? এই জন্যই বর্ত্তমান প্রিন্সিপালের পূর্ব্বতন প্রেন্সিপাল মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে কিঞ্চিৎ ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা-তাও তাদের ভাষা উর্দ্দুর মাধ্যমে প্রবর্ত্তন করিতে চাহিলে ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক তাঁহাকে লোষ্ট্র ও পচাআম দ্বারা অভ্যর্থিত হইতে হইয়াছিল।

আমি মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দকে উপহাস্য স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিনাই, এবং তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাকর। এই আলোচনায় আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, ভাগ্যবিড়ম্বিত মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা বশতঃ গবর্ণমেণ্ট এই মাদ্রাসা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে উহাকে অনাবশ্যক বিবেচনায় দীর্ঘকাল অবহেলার মধ্যে ফেলিয়া রাখার দরুণ উহার এই শোচনীয় দশা হইয়াছে।

(১৭৮১ সালে সরকারি চাকুরিয়া সৃষ্টির জন্য ওয়ারিং হেষ্টিংস কর্তৃক কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাদ্রাসা-উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ, কাযী মুন্সেফ, সাব জজ প্রভৃতিপদ লাভ করিতেন। এই মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ আইন ব্যবসায়েও লিপ্ত হইতেন। কিন্তু পরে সরকারী ভাষা ফারসীর স্থলে ইংরাজী এবং শাসন ব্যাপারে ইসলামী আইনের স্থলে ইংরাজী আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সরকারের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা আলীয়ার গুরুত্ব কমিয়া যায়। অনুবাদক) কিন্তু মাদ্রাসা কলেজটির দরুণ গবর্ণমেণ্টের দুর্নাম রটিতে থাকায় ১৮১৯ সালে যখন উহার আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটি ধরা পড়িল তখন গবর্ণমেণ্ট উহার সংস্কারে মনোযোগী হইলেন বটে, কিন্তু তাহারা উহার জন্য মাত্র একজন ইউরোপীয়ান সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া সমস্তকিছু তাঁহারই দ্বারা সমাধা হওয়ার ধারণা করিয়া মস্তবড় ভুল করিলেন। বলাবাহুল্য, ঐ ব্যবস্থা অকার্যকর সাবস্তা হওয়ার পর উহার আমূল সংস্কারের নামে যখন অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোককে মাদ্রাসা কলেজটির প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তখন যে কোন্ উদ্দেশ্য চালিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট এইভাবে লোক দেখান ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পক্ষে সেই রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর নহে। অতঃপরও যখন উহার উন্নতির নামে একজন সুশিক্ষিত ইংরাজ ভদ্রলোককে স্থায়ীভাবে উহার শিক্ষকের পদে নিযুক্তকরা হইয়াছিল, তখনও তাঁহার দায়িত্ব এমনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, যে উর্দ্ধতন বিভাগটির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই বিভাগটি স্পর্শ করিবারও অধিকার তাঁহার ছিলনা।

সে যাহা হউক, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে অবহিত হইয়াছেন দেখিয়া আমি একান্ত ভাবে আনন্দিত। আমার বিশ্বাস স্বল্পায়াসেই গবর্ণমেণ্ট মুসলমান সমাজের মনকে বর্ত্তমান শিক্ষার প্রতি আকর্ষিত করিতে সমর্থ হইবেন। বলাবাহুল্য, কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বাস্তবে সেই প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবেনা, নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরের প্রতি যাহাতে মুসলমান সমাজের মন আকৃষ্ট হয় সেই ব্যবস্থায় অবহিত হওয়া সমীচীন হইবে। স্কুলসমূহ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে গ্রাণ্ট ইন্ এইডের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন উহা উত্তম কাজ হইয়াছে। সেই সঙ্গে মুসলমান সমাজের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বিশেষ অর্থব্যয় না করিয়াও শিক্ষার প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ হইবে। পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই স্কুলের জন্য সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা হইবেনা বলিয়া

www.ahlehadeethbd.org

সিপাহী-জিহাদোত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি

১৮৫৭—১৯০৬

অধ্যাপক আশ্‌রাফ ফারুকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

সিপাহীজিহাদের সমকালীন সামাজিক অবস্থা

পাক-হিন্দের মুসলমান জাতি যখন মুহম্মদী আন্দোলন ও সিপাহী জিহাদ নিয়ে ব্যস্ত, এ দেশের হিন্দু জনসাধারণ তখন ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্তে ব্যাকুল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেকলে যখন ইংরাজীকে ভারতের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করলেন, মুসলমানরা তখন ফারসীর মর্যাদা নষ্ট হওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ। মিশনারী স্কুলসমূহে হিন্দু ছাত্ররা যখন ব্যাপকভাবে ভর্ত্তি হচ্ছেন, হিন্দু কলেজে যখন তারা উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করছেন, মুসলমানরা তখন ইংরাজী বর্জনের নীতি অবলম্বন করেছেন। এইভাবে অসহযোগীতার মারফত ইংরাজশাসনকে বানচাল করাই ছিলো তাঁদের উদ্দেশ্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন পাক-হিন্দের মুসলিম জাতি সিপাহী জিহাদে মত্ত তখন কোলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয় চালু হচ্ছে এবং হিন্দু সমাজ ইংরাজীতে সর্বোচ্চ শিক্ষাগ্রহণ গ্রহণের আয়োজন করছেন।

পাক-হিন্দের পূর্বতন শাসক সমাজকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করাই ছিলো তদানীন্তন ব্রিটিশ নীতি। মোগল আমল থেকে দেশের বিভিন্নস্থানে, বিশেষ করে বাংলা দেশে বহু লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি প্রধানতঃ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত ছিলো। ইংরেজশাসনে এই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হলো। তারপরে মুসলিম সমাজ দুদিক থেকেই চরম দুর্গতির সম্মুখীন হলেন। প্রথমতঃ তাদের অনেকেই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের উপর নির্ভরশীল ছিলো। দ্বিতীয়তঃ এই

শিক্ষা বিভাগ হইতে যে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে, উহা বিবেচনা-প্রসূত কাজ হইয়াছে। কারণ ঐ ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিযোগী পাল্টা স্কুল প্রতিষ্ঠার অনিষ্টকর পন্থার দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে। চতুর হিন্দুগণ অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় শিক্ষা ব্যাপারেও প্রথমে কর্ম্ম ক্ষেত্রে দেখা দিয়া দেশের নানাস্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং এখনও প্রবল উদ্যমের সহিত তাহারা নূতন নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগী হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের এই উদ্যম যে উত্তম, সেবিষয় সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু হিন্দু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুলের দ্বারা মুসলমান সমাজের শিক্ষার অভাব পূরণ হইতে পারেনা। কারণ হিন্দুগণ তাহাদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া যেসমস্ত স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন, উহাদ্বারা মুসলমানের চিন্তার খোরাক পূর্ণ হইতে পারে কিনা সে চিন্তাই তাহারা করিতে চাহেননা অথবা জানেননা। তাহারা, সকল ব্যাপারেই নিজের চশমায় দুনিয়ার রূপ দেখিতে অভ্যস্থ। সুতরাং মুসলমানের শিক্ষার অভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঁচ মাইল ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ শিথিল করার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি। কারণ যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের যুবকগণের শিক্ষার অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন যে নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন তবে তাহা আইনবিরুদ্ধও হইবেনা এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই স্কুলের মঞ্জুরী ও সাহায্য করার পক্ষে কোন বাধা থাকিবেনা। কিন্তু যে ক্ষেত্রে মুসলমানগণ পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ নহে সেইক্ষেত্রে হিন্দুপ্রতিষ্ঠিত স্কুল কর্তৃপক্ষ যাহাতে মুসলমান ছাত্রগণের রুচি প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, সেবিষয় গভর্ণমেণ্টকে অবশ্য করিয়া অবহিত হইতে হইবে এবং সে জন্য বেশী কিছুনা করিয়া প্রত্যেক সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ একজন করিয়া মুসলমান শিক্ষক নিযুক্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আপাততঃ কাজ চলিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমস্ত সম্পত্তি প্রধানতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই নির্ধারিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত হওয়ায় মুসলিম সমাজ তাদের সাবেক শিক্ষা থেকেও চরমভাবে বঞ্চিত হলেন।

এই বিপর্যয় মুসলমানদেরকে সিপাহী জিহাদের দিকে ঠেলে দেয়। তখনকার হিন্দু সমাজের চিত্রটি পণ্ডিত নেহেরু সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, হিন্দুরা তখন *Looked-up with admiration towards England and hoped to advance with her help and in co-operation with her. —The discovery of India—page 276.*

সিপাহী জিহাদের প্রতি হিন্দু মনোভাবটি লণ্ডিত নেহরুর বক্তব্যের মধ্যদিয়েই সুন্দর ফুটে উঠেছে—*Not by fighting for a lost cause, the fendal order, would freedom come. The making of Modern India* গ্রন্থের লেখক এস, আর, শর্মা সিপাহী জিহাদে যারা যোগদান করেননি, তাদের সম্পর্কে বলেছেন :—*They were the indiret makers of modern India, P-489.*

সিপাহী বিপ্লবের পরবর্তী কালে ইংরাজরা স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম-নির্যাতন নীতি অবলম্বন করে এবং হিন্দু সমাজকে নিজেদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠার বাহন হিসেবে পাওয়ার চেষ্টায় সার্থক হয়। সিপাহী জিহাদের পর সেনাবাহিনীতে মুসলিম প্রবেশ অসম্ভব হয়ে উঠে। সিপাহী যুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতা করায় শিখ, গুর্খা, রাজপুত প্রভৃতি শ্রেণী স্থায়ীভাবে সামরিক সম্প্রদায় বলে ইংরেজদের নিকট স্বীকৃতি লাভ করে। সরকারী চাকুরীর দ্বার মুসলমানদের জন্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। শিক্ষাবঞ্চিত, আর্থিক দুরবস্থায় নিপতিত, সরকারী কোপে নির্যাতিত মুসলিম সমাজ তার এই দুর্যোগ মুহূর্তে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করছিলো। ঠিক এই সময়ে সৈয়দ আহমদ খান মুসলিম সমাজে আবির্ভূত হলেন।

ইংরেজ বর্বরতা ও সৈয়দ আহমদ খান

মুসলিম সমাজের জন্যে সৈয়দ আহমদ খানের দরদের অন্ত ছিলোনা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরেজ শক্তি এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। শক্তি এবং সংগঠন ভিন্ন তাদের সংগে বিরোধিতা করার অর্থ নিজেদের জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করা। সৈয়দ আহমদের মনোভংগির সংগে সকলে একমত না হতে পারেন বটে, কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর এই ধারণার দরুণই ইংরেজ নির্যাতনে নির্যাতিত মুসলিম সমাজ যখন সিপাহী জিহাদে মাতোয়ারা হয়ে উঠেন, তখন সৈয়দ অহমদ এর প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে নিরতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

সিপাহী সংগ্রামের অবসানে মুসলিম জাতির জীবনে নেমে এলো দুর্যোগের করাল ছায়া। ইংরেজ শক্তির বর্বর-প্রতিশোধ-বাসনা সমগ্রদেশে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করলো। সে সময়কার মুসলিম লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু ইংরেজ লিখিত বর্ণনা থেকে আমরা ইংরেজ পাশবিকতার যে পরিচয় পাচ্ছি তা চেংগিস ও হালাকুর নৃশংসতাকে একেবারেই নিষ্প্রভ করে দেয়। দিল্লীতে নর-রক্তে ইংরেজশক্তি হোলি-উৎসব করলো। এলাহাবাদে বৃদ্ধ নারী ও শিশুদের মস্তক নিয়ে গণ্ডুষ খেলা হলো, কানপুর-লক্ষ্ণৌর রাজপথে ইংরেজ বর্বরতার ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লিখিত হলো। গোটা দেশের আকাশে বাতাসে আর্তনাদের সুর বেজে উঠলো। Thompson বলেন, *Every Indian who was not actually fighting for the British be'came' a murderer of women and children.....a general massacre of inhabitants of Delhi, a large number of whom were known to wish us success, was openly proclaimed*

এসময়ে 'নেটিভ'দের সর্বস্ব লুণ্ঠন করার কার্য এক সপ্তাহের জন্য সরকারী ঘোষণাদ্বারা অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মাসাধিককাল সমগ্রদেশব্যাপী লুণ্ঠনের সংগে 'সর্বজনীন' নরহত্যা চলতে থাকে। এই দুর্যোগের করালগ্রাসে তদানীন্তন মুসলমান সমাজই বিশেষভাবে পতিত হন। এই সময় সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের রক্ষার জন্যে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উর্দুতে সিপাহী বিপ্লবের উপর একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এতে তিনি বিপ্লবের কারণ হিসেবে পাক-ভারতের জনগণের মনোভাব সম্পর্কে ইংরাজদের অজ্ঞতাকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, ভাইসরয়ের আইন পরিষদে দেশীয় প্রতিনিধিত্ব দ্বারাই জনগণের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের প্রতিকার করা সম্ভব। এ ছাড়া তিনি পাক-ভারতীয় মুসলমানদের উপকারার্থ "ভারতের রাজভক্ত মুসলমান" নামক আর একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দেশের হিন্দুসমাজ যখন ইংরেজী শিক্ষাকে পুরোপুরি গ্রহণ করে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছেন, তখন মুসলমানদের নেতৃত্বে সিপাহী জিহাদ পরিচালনা করার কার্যকে সৈয়দ আহমদ অনুমোদন দান করতে পারেননি। সিপাহী জিহাদের পর ইংরাজরা মুসলমানদের প্রতিই প্রধানতঃ বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠ্‌লেন। সৈয়দ আহমদ বুঝেছিলেন যে, মুসলমানদিগকে ইংরেজী শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে মুসলমানদের কল্যাণ নেই। আর ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে না পারলে ইংরেজরা চিরদিনই মুসলমানদিগকে অবহেলিত করে রাখ্‌বে। প্রতিবেশী হিন্দুসমাজ চিরদিনের জন্য পাক-ভারতের উন্নতিশীল জাতি হিসেবে পরিগণিত থাকবে। এই উপলব্ধির জন্যেই তিনি ইংরেজদের নিকট এদেশী মুসলমানদিগকে 'রাজভক্ত' বলে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। এজন্যেই তিনি উল্লিখিত বই লিখে ইংরেজ-রোষের কবল থেকে মুসলমানদিগকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সিপাহী জিহাদের অব্যবহিত পর মুসলমানদের উপর ইংরেজ জুলুম এতই প্রচণ্ড ছিলো যে, সে সময়ে মুসলমান জনগণের নিকট একটুখানি সান্ত্বনা-বাণীর মূল্যও ছিলো যথেষ্ট। এই জন্যই মুসলমানদের প্রতি জুলুম লাঘব করবার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদের কর্মতৎপরতা মুসলিম সমাজের জন্যে ভরসা স্বরূপ ছিলো।

সৈয়দ আহমদ ও মুসলিম শিক্ষার পুনর্গঠন

কিন্তু সৈয়দ আহমদ খানের অবদান শুধুমাত্র সাময়িকভাবে মুসলিম ধন ও জীবনরক্ষার কাজেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। বরঞ্চ মুসলিম সমাজকে তিনি স্থায়ী ভাবে রক্ষা করবার জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'বিজ্ঞান সমিতি' নামক একট তমদ্দুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং এর মারফত মুসলিম সমাজকে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করে তুলতে যত্নবান হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলেত গমন করেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে এদেশীয় মুসলিম-সমাজকে জাগরণের বাণী শুনাতে থাকেন।

এই সময় তিনি 'তাহ্‌যিবুল আখ্‌লাক' নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা মারফৎ তিনি ইসলামের প্রগতিশীল রূপ সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত সমাজকে ওয়াকিফহাল করতে থাকেন। তিনি প্রতিপন্ন করতে চান যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ইস্‌লাম-বিরোধী নয়। সুতরাং ইসলামী জ্ঞানের সংগে পাশ্চাত্যজ্ঞান মিলিয়ে মুসলিম-সমাজকে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে হবে। তাঁর এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

এইবার প্রকৃত কর্মবীর এবং চিন্তানায়ক সৈয়দ আহমদ মুসলিম জাতির নব জীবনের দ্বার উদঘাটনের জন্য ব্রতী হলেন। সৈয়দ আহমদ বুঝেছিলেন যে, মুসলিম অভিভাবকগণ ছেলেদেরকে সরকারী কলেজে পড়াতে চাননা এই ভয়ে যে, তাতে ছেলেরা নীতিভ্রষ্ট এবং ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়বে। অথচ ইংরাজী-শিক্ষার অভাবে মুসলমানরা সরকারী চাকুরী এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ছে, সৈয়দ আহমদ মুসলিম অভিভাবকদের আপত্তি বিদূরিত করবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আলীগড় কলেজ (পরবর্তীকালে বিশ্ব-বিদ্যালয়) স্থাপন করলেন। এই কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষাসূচী গ্রহণ করা হলো, কিন্তু আরাবী ভাষা এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলো, অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রীজের আদর্শে কলেজটি ছিলো আবাসিক (*Residential*) এবং এর প্রথম তিনজন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজ। সৈয়দ আহমদের প্রগতিশীল ধর্মীয় চিন্তাধারা তদানীন্তন সাধারণ মুসলিম সমাজ স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে উঠ্‌তে পারছিলোনা। এইজন্য তিনি কলেজের ধর্মীয় শিক্ষার কারিকুলাম তৈরীর ব্যাপারে নিজের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দায়িত্ব রাখেননি। এতে বাস্তবিকই সুফল ফলেছিলো। তদানীন্তন মুসলিম বুদ্ধিজীবিমহলে সৈয়দ আহমদের শিক্ষা-পরিকল্পনা সমাদর লাভ করলো। সৈয়দ চেরাগ-আলী, নওয়াব মুহসিনুল মুলক, মুন্‌শী কেরামত আলী, দিল্লীর মুন্‌শী জাকাউল্লাহ, ডঃ নজীর আহমদ, মওলানা শিবলী নোমানী এবং সুপ্রসিদ্ধ উর্দু কবী হালী প্রভৃতি সর্বজনমান্য মুসলিম নেতৃবর্গ সৈয়দ আহমদকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলেন। সৈয়দ আহমদের শিক্ষা পরিকল্পনা জয়যুক্ত হলো। এই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলিম সমাজ শুধু যে সরকারী চাকুরী ও ব্যবসায় বাণিজ্যেই অগ্রসর হলেন তা নয়, বরঞ্চ ভাবীদিনের মুসলিম রাজনীতিকদের জন্মও এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সূচিত হলো। পরবর্তী খিলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মুহম্মদ আলী, পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল খওয়াজা নাযিমউদ্দিন ও গোলাম মোহাম্মদ, শহীদেমিল্লাত লিয়াকত-আলী খান প্রমুখ রাজনীতিবিদরা ছিলেন আলীগড়-শিক্ষিত। সমগ্র পাক হিন্দ ভূভাগেই আলীগড়ে শিক্ষা প্রাপ্ত মুসলিম সমাজের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিলো একথা অনস্বীকার্য।

সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

সৈয়দ আহমদ শুধুমাত্র শিক্ষার পুনর্গঠনের মারফতই মুসলিম রেনেসাঁর সূচনা করেননি, বরঞ্চ রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও তাকে তরান্বিত করেছেন। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময় লর্ড রিপন যে স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনমূলক লোকালবোর্ড ও জেলাবোর্ডের প্রবর্তন করেন, তাতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মনোনয়ন-দানের জন্য সৈয়দ আহমদ দাবী তোলেন এবং শেষপর্যন্ত তা গৃহীত হয়। সৈয়দ আহমদের জীবনের শেষ সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জন্মপরিগ্রহ করে। এই পাক ভারতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে সৈয়দ আহমদের দৃষ্টিভংগি পরবর্তী পাক-ভারতীয় রাজনীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে বলে এটা বিস্তৃতভাবে আলোচোনা করা প্রয়োজন। তারপূর্বে ১৮৫৮ থেকে কংগ্রেসের জন্মকাল অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় শাসন-বিধানের যে কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটেছে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা প্রয়োজন। সিপাহী জিহাদের ফলে পাক-ভারতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর-শাসনের অবসান ঘটে। বৃটিশ পার্লমেণ্টে এদেশের শাসন-সম্পর্কে একটি নতুন আইন *Act for the better Government of India* বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের ফলে পাক-ভারতের শাসন কোম্পানীর হাত থেকে ইংল্যাণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে ন্যস্ত হলো। বড়লাটের উপাধি হলো ভাইসরয় এবং গভর্ণরজেনারেল। এর ফলে ক্যানিং ভারতের প্রথম ভাইসরয় হলেন।

আসলে এর ফলে শাসনপদ্ধতিতে মৌলিক কোন পরিবর্তনই হলোনা। শুধু মাত্র বোর্ড অব কনট্রোলের (*Board of control*) পরিবর্তে একজন ভারত-সচিব (*secretary of state for India*) এবং তাঁহার একটি পরামর্শ সভা (*Indian council*) নিযুক্ত হলো। পাক-ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে একটি ঘোষণা পত্র প্রচার করলেন। (*Queen's proclamation*) এই ঘোষণাপত্রে বলা হলো যে, দেশীয় রাজ্যসমূহ অধিকারের নীতি বর্জিত হলো। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে সমস্ত সন্ধির শর্ত প্রতিপালিত হবে। দেশবাসীর ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করবেননা। জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হবে। ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণা ভারতীয় জনগণের জন্য আপাত শান্তনাদায়ক ব্যাপার। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে সিপাহীবিপ্লবোত্তর বিশৃঙ্খলা সামলানোই ছিলো এর মুখ্য উদ্দেশ্যে। দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে অনেকেই সিপাহীসংগ্রামে শামিল হয়নি। তাই ঘোষণায় তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো। উচ্চ সরকারী কার্যে দেশীয় কর্মচারী নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি কার্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধই ছিলো। ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগীতা করার সুযোগ প্রধানতঃ ইউরোপীয়দেরই ছিল। বরং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৭জন ভারতীয় প্রতিযোগী ছিলেন আর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ছিলেন ২জন। এর কারণ ছিলো এই যে, প্রতিযোগীদের বয়স কমিয়ে ২১ বৎসর থেকে ১৯ বৎসরে নিয়ে আসা হয়েছিলো। আর মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ভারতীয় তরুণদের পক্ষে বিলেতে গিয়ে পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগীতা করা সহজ ব্যাপার ছিলোনা। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

হাদীসশাস্ত্রে মুস্‌লিম-নারীসমাজের দান

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,

হাদীসশাস্ত্রের খেদমতের দিক দিয়ে হিজ্‌রী সনের অষ্টম ও নবম শতাব্দীর গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। হাদীস-শাস্ত্রের ভিত্তি স্বরূপ "রিজাল" নামক শাস্ত্রের বিক্ষিপ্ত তথ্যাদি এ দুই শতাব্দীতে সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়। হাদীসশাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব, উহাদের ব্যাখ্যা, "তষ্‌কিরা" ও "তারাজিমে"র ভূরি ভূরি মহা-মূল্যবান গ্রন্থ এ দুই শতাব্দীতেই লিপিবদ্ধ হয়। ইমাম যাহাবী, হাফেয ইব্‌নেহাজার আসক্কালানী, ইমাম সাখাবী, ইমাম সুয়ূতী, ইব্‌নেজওযী, ইব্‌নেরজব, ইবনে হাজার মক্কী, যয়নুদ্দীন ইরাকী, আবুবক্‌র হায়-ছামী ইত্যাদি ইস্‌লাম জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ এই যুগেই জন্মলাভ করেছিলেন। এ দুই শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম রমণীগণ যে কৃতি-ত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাবেয়ীনদের যুগের পর হতে আজও তা' অতুলনীয় হয়ে আছে। এ যুগে যেসব রমণী বিদ্যার বিভিন্ন শাখার চর্চায় আত্ম নিয়োগ করে-ছিলেন তাঁদের সংখ্যা কয়েক শতকেরও অধিক। যয়-নব বিন্‌তে মক্কী, যয়নব বিন্‌তে শকর, যয়নব বিন্‌তে সুলায়মান, সিত্‌তুল ওযারা, সিত্‌তুল ফুকাহা, আয়েশা বিন্‌তুল হাদী, উম্মে হানী, জুওয়ায়রিয়াহ ইত্যাদি এ দুই শতকেরই পূর্ণচন্দ্র ছিলেন। একমাত্র হাফেজ ইবনে-হাজার এরূপ এক শতকেরও অধিক রমণীর নামের উল্লেখ করেছেন, যাঁরা হাদীসশাস্ত্রের সুপণ্ডিত ছিলেন। ইমাম সাখাবী তাঁর যওউল্‌লামে' নামক গ্রন্থে এক হাজার পঁচাত্তর জন বিদুষী রমণীর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদের অর্দ্ধেকেরও বেশী হাদীসশাস্ত্রের পণ্ডিত বলে বিবেচিত হতেন। ইস্‌লাম জগতের অষ্টম ও নবম হিজরীর অপ্রতি-দ্বন্দ্বী মুহাদ্দেস ও ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে হাজার ও ইমাম সাখাবীর উস্তাদগণের নামের তালিকায় বহু-সংখ্যক মুসলিম রমণীরও নাম দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ ভাবে এদের শাগ্‌রেদের (ছাত্র) নামের তালি-কায়ও বহু বিদুষী রমণীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। এক-মাত্র মুহাদ্দেস ইব্‌নে ফহদ একশত ত্রিশজন হাদীস-শাস্ত্রজ্ঞ রমণীর নিকট হ'তে ইল্‌মে-হাদীস শিক্ষা করেন।

উল্লিখিত দুই শতাব্দীতে যেসমস্ত হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ রমণীর সিঞ্চিত অবদানে হাদীসশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি লাভ হয়েছে তাদের সকলের নাম ও প্রত্যেকের বিশিষ্ট খেদ-মতের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে এঁদের মধ্যে যাঁরা সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন নিম্নে শুধু তাঁদের খেদমতের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়ার প্রয়াস পাব।

অষ্টম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হাদীস-শাস্ত্রজ্ঞ রমণীগণের নাম ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। **সিত্‌তুল ওযারা**:—অষ্টম শতাব্দীর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রমণী। ইনি স্বীয় পিতা কাযী শামসুদ্দীন ও সমসাময়িক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেসগণের নিকট হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দীর্ঘ দিন ধরে হাদীস শাস্ত্রের চর্চ্চায় আত্ম নিয়োগ করার ফলে তিনি এ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত বলে বিবেচিত হতেন। হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনায় তাঁর খ্যাতি এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সেযুগের শ্রেষ্ঠ মুহা-দ্দেস আবুল আব্বাস বিন শাহনা, ইব্‌নুল ফখর ও আল-হেজ্জার ইত্যাদির নিকট হ'তে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের পর উক্ত শাস্ত্রামোদী তালেবুলইলমগণ তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করার জন্য ভীড় জমাতেন। তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা অনেক। অষ্টম শতাব্দীর প্রায় পঞ্চাশ জনেরও অধিক মুহাদ্দেস তাঁর নিকট হ'তে হাদিস রেওয়ায়ত করেছেন। হাফেজ ইব্‌নে হাজারের উস্তাদগণের মধ্যে অনেকেই তাঁর শাগ্‌রেদ ছিলেন। তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করাকে তখন গৌরবের বিষয় বলে বিবেচনা করা হ'ত। হাদীস-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ কিতাব সহীহ বুখারী ও ইমাম শাফেয়ীর মুসনদের অধ্যাপনা তিনি বিশেষ নিয়মে করতেন। এই কিতাব দু' খানার তিনি দামেশ্‌ক ও মিসরে একাধিক বার দরছ দিয়েছিলেন। হাফেজ ইব্‌নেহাজার লিখে-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছেন যে, মুসনদের "সিমারী" রাবীদের মধ্যে সিতুল ওযারাই ছিলেন সর্বশেষ। (১)

ইমাম সাখাভী তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব যওউল লামের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন যে আবু আবদুল্লাহ আয্‌ যুবায়দীর মাধ্যমে সিতুতুল ওযারাই ছিলেন মুসনদের শেষ রাবী। (২)

হাদীস শাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যে বিভূষিতা এই রমণীটী পূর্ণ ধার্মিকাও ছিলেন। তিনি জীবনে হজ্জব্রত পালনার্থে দু'বার মক্কায় গমন করেন।

সম্ভবতঃ ৬২৪ হিজ্‌রীতে দামেশ্‌কে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭১৬ হিজ্‌রীতে পরলোক গমন করেন। (৩)

এ যুগে সিতুতুল ওযারা নাম্নী আর একজন রমণী বাস করতেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল যৎসামান্য। তবে সংযমশীলতায় ও পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন ভুবনবিখ্যাত।

(২) **যয়নব বিন্‌তে কামাল :**—অষ্টম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ রমণী। ইনি বাগদাদ, কায়রো, হাররান এবং সিরিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দেসগণের নিকট হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এঁর উস্তাদগণের মধ্যে আহমদ বিন আবদুদ্দায়েম, মুহাম্মদ বিন ইসা বিন সালামাহ, আবু আলী-আল বিক্‌রী ও যকী আলমুন-যিরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইমাম যাহাবী এঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন যে "ইনি এত অধিক হাদীস রেওয়াত করেছেন যে, তা' দিয়ে একটী ভার-বাহী উষ্ট্রের পীঠ বোঝাই করা যায়।" তাঁর শিক্ষা-গারে সব সময়ই হাদীস শাস্ত্রের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের ভীড় জমে থাকৃত। এর সম্বন্ধে হাফিজ ইব্‌নেহাজার তাঁর দুরারুল কামিনাহ নামক বিখ্যাতগ্রন্থে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :—

تزاحم عليها الطلبة و قرؤا عليها الكتب الكبار

হাদীস-শাস্ত্র-পিপাসু ছাত্রেরা তাঁর কাছে ভীড় জমিয়ে থাকৃতেন এবং উচ্চাঙ্গের কিতাব সমূহ তাঁর নিকট অধ্যয়ন করতেন। তাঁর মৃত্যুতে এক উষ্ট্রের বোঝা পরিমাণ হাদীস হতে বিশ্বজগত বঞ্চিত হয়েছে। হাফেজ ইব্‌নে হাজার লিখেছেন যে সিব্‌তুস্‌সলফী এবং তাঁর সমসাময়িকগণের নিকট হ'তে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন যয়নব বিন্‌তে কামাল ছিলেন তাঁদের সর্ব-শেষ। (৪)

যয়নব বিনতে কামাল ৬৪৬ হিজ্‌রীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৭৪০ হিজ্‌রীতে পরলোক গমন করেন।

তিনি চিরকুমারী ছিলেন। ব্যবহারে ও চরিত্রের মাধুর্য্যে, সংযমশীলতায় ও পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের 'রাবেয়া বসরী'। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে ইমাম যহবী লিখেছেন :—

كانت لطيفة الا خلاق، طويلة الروح، وكانت قانعة متعففة، كريمة النفس، طيبة الا خلاق

ব্যবহারে তিনি ছিলেন কমনীয়, তিনি কঠোর অধ্য-বসায়িনী, ধর্মশীলা, সতিসাধ্বি, মহানুভবা এবং মধুর-সভাব ছিলেন। (৫)

আস্‌মা নাম্নী তাঁর এক চাচাত বোন ছিলেন। তিনিও মুহাদ্দেসগণের নিকট হাদীস শ্রবণ পূর্বক উহা রেওয়ায়ত করেছেন। (৬)

(৩) **আস্‌মা বিন্‌তে সাস্‌রী :**—ইনি কাযী নজমুদ্দীন সাস্‌রীর সহোদরা। স্বীয় নানা মক্কী বিন আলানের নিকট "বুগ্‌য়াতুল মুস্‌তাফিদ" নামক পুস্তকের কিছু অংশ এবং ইস্‌হাক বিন রাহওয়ায়ের হাদীসগুলি "শ্রবণ" করেছিলেন। বরযালী এর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আস্‌মা যেসমস্ত হাদীস রেওয়ায়ত করেছেন মুহাদ্দিসগণের নিকট সেসমস্ত হাদীস অন্য-কোন সূত্রে পৌঁছেনি। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে প্রতিপন্ন করেছেন যে, আস্‌মা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলি মুহাদ্দেসগণ বিভিন্ন-সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন।

তিনি একাদিক্রমে পঞ্চাশ বৎসর হাদীসশাস্ত্রের অধ্যা-পনা করেন এবং মৃত্যুর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পূর্বেও আল্লাহর

(১) আদ্‌ দুরারুল কামিনাহ ২য় খণ্ড ১২৮ পৃঃ; শাযারাতুয্‌ যাহাব ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪০ পৃঃ।

(২) যওউললামে ১০ম খণ্ড ৮১ পৃঃ।

(৩) আদ্‌ দুরারুল কামেনাহ ২য় খণ্ড ১২৮ পৃঃ।

(৪) [ঐ] ১১৭ পৃঃ (৫) [ঐ] (৬) আদ দুরার ১ম খণ্ড ৩৬১ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বীনকে সমুন্নত রাখার জন্য হাদীসশাস্ত্রের প্রচারকার্যে নিযুক্তা ছিলেন।

ইবনে ইমাদ লিখেছেন তিনি মুহাদ্দেস ছিলেন (وكانت مسندة) ইবনে হাজার লিখেছেন, তিনি মুত্তকী ও পরহেজগার ছিলেন। কোরান পাকের তেলাওয়াত ছিল তাঁর প্রিয়তম বস্তু। শাযারাতুয্ যহবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন; অনেকবার হজ্জব্রত পালন করেছিলেন। আবুলমাহাছেন হুসাইনী তবাকাতুল হুফ্ফায নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

আস্মা ৬৩৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৫ বৎসর বয়সে ৭৩৩ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

(৫) **আস্মা বিনতে ইয়কুব**:—ইনি অষ্টম শতাব্দীর অন্যতম মুহাদ্দেস। এঁর পিতা শরফুদ্দীন ইয়াকুব একজন উঁচুদরের মুহাদ্দেস ছিলেন। আস্মা তাঁরই নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। ইহা ছাড়া ইয্যুল ফারাযীর নিকটেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। (১)

উপরে বর্ণিত দুই আস্মা ছাড়াও এ নামের আরও কয়েকজন রমণী হাদীসশাস্ত্রের অল্প বিস্তর খেদমত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আস্মা বিনতুল হাফেজ সালাহুদ্দীন (মৃঃ ৭৯৫), আসমা বিনতে আহমদ (মৃঃ ৭৭০) আসমা বিনতে খলিল আলায়ী (মৃঃ ৭৯৯) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

আমাতুল আযীয:—ইনি হাফেজ আবুল হুসাইন আলীর দুহিতা। ইনি স্বীয় "শায়খা" উপাধিতেই সমধিক পরিচিতা। শায়খ শামসুদ্দীন, ইবনে আলান, নসরুল্লাহ বিন হাওয়ারী ইত্যাদির নিকট হাদীস শ্রবণ করেন।

এ নামের আরও দু'একজন রমণী হাদীস রেওয়াত করেছেন।

(৬) **আমাতুররহমান**:—ইনি বিখ্যাত মুহাদ্দেস শায়খ হেজারের ছাত্রী। উক্ত শায়খের নিকট তিনি সহিহ বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং উহার রেওয়াতও করেছেন। শায়খ আবু হামেদ তাঁর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি তদীয় পুস্তক 'মু'জামুশ শয়খ এ আমাতুররহমানের উল্লেখও করেছেন। (২) তিনি ৭৬০ হিজরীর পর পরলোক গমন করেন।

(৭) **আমাতুস্ সালাম**:—এ বিখ্যাতা মহাদ্দেস রমণীটী সিত্তুল আছ্লের দৌহিত্রী ছিলেন এবং তাঁর কাছেই হাদীস অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি নিজেও হাদীস রেওয়ায়ত করেন। তিনি ৭৪৪ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

(৮) আমাতুররহিম ও আমেনা নামক একাধিক রমণী এ মহামূল্যবান হারের ছোট ছোট হীরকমালা স্বরূপ ছিলেন।

(৯) জুওয়ায়রিয়া বিনতে আহমদ:—খ্যাতি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে ইনি সিত্তুল ওযারা ও যয়নব বিন্তে কামালের সমতুল্য ছিলেন। ইনি সিত্তুল ওযারার ও ইব্নে শাহনার নিকট সহিহ বুখারী, শরীফ মূসার নিকট মুসলিম শরীফ, আবুল হাসান বিন সাওয়াফের নিকট নাছাই ও মুসনদ হুমাইদী, আলী বিন ইসার নিকট ইসমাইলীর মুস্তাখ্রাজ, হুসাইন বিন উমরের নিকট মুসনদ দারেমী ইত্যাদি "শ্রবণ" করেছিলেন। তাঁর শ্রবণকারী ও রেওয়াতকারী ছাত্রের সংখ্যা বহু। নিম্নে বর্ণিত হাফেজ ইবনে হাজারের মন্তব্য হ'তে হাদীসশাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তির কথা সহজে অনুমাণ করা যায়। তিনি লিখেছেন:—

سمع منها بعض مشائخنا وكثير من اقراننا

আমার শায়খদের অনেকে এবং আমার সমসাময়িকদের অধিকাংশই তাঁর নিকট হ'তে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

তিনি ৭০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৮৩ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। (৩)

(১০) **শাবিবা**:— হুসাইনী তাবাতুল হুফ্ফায নামাক পুস্তকের পরিশেষে এঁর নামের উল্লেখ করেছেন। ইনি ইবনুদদায়েমের নিকট হাদিস শ্রবণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন হাদী একে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি দান করেন। (৪)

(১১) **দুনয়া বিন্তে হাসান**:— ইনি বিখ্যাত মুহাদ্দেস ইমাম বারযালীর সহধর্মিনী ছিলেন।

(১) দুরারুল কামিনা ১ম খণ্ড ৩৬০ পৃঃ;

(২) Ibid ৪১১ পৃঃ (৩) Ibid ৫৪৪ পৃঃ

(৪) তবকাতুল হুফ্ফাযের পরিশিষ্ট ২৮ পৃঃ;

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইউছুফ বিন "গাস্নূলীর" (১) নিকট হাদিস শ্রবণ করেন। শায়খ যয়নুদ্দীন ইরাকী ইবনে রাফে' এঁর শাগরেদ ছিলেন।

৬৭৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৫৯ হিজরীতে পরলোক গমন করেন (২)

(১২) **রুকাইয়া বিনতে অবদুল-গফফার** :—সপ্তম হিজরীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস আবদুল গফফারের দুহিতা ইনি মুহাম্মদ বিন হাসানের নিকট হাদিস শ্রবণ করেন। শায়খ যয়নুদ্দীন ইরাকী এর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন।

রুকাইয়া নাম্নী আর একজন বিখ্যাত মহিলা ছিলেন। তিনি শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদের দুহিতা। তিনি ইয়ুসুল হাররানী, আবুবকর আনমাতী, ইবনে খাতিব ইত্যাদির নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। পরে তিনি কায়রোতে হাদিসের অধ্যাপনাও করেছিলেন। ৭৪১ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। (৩)

(১৩) **যয়নব বিনতে ইসমাঈল** :—ইনি "আমাতুল-আজিজ" উপাধিতে সমধিক পরিচিতা। ইনি স্বীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তাবরানীর ইনুতেখাব, আজুররীর আরবাঈন, ইমাম বাগভী ও ইবনেসাঈদের রেওয়ায়ত সমূহ অন্যান্য উস্তাদগণের নিকট শ্রবণ করেন। আলী বিন আওহাদের নিকট মুসা বিন উকবার মাগাযী অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি লাভ করেন। হুসাইন বিন হুসাইন, আবদুর রহমান বিন আলী, আবদুল্লাহ আলমাকদিসী ইত্যাদি এঁর উস্তাদগণের অন্যতম।

(১৪) **যয়নব বিনতে শকর** :—ইনিও অষ্টম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ নারী। ইবনুলআতী এবং হামদানীর মত বিখ্যাত মুহাদ্দেসগণ এঁর উস্তাদ ছিলেন। এঁর নিকট হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য লোক দেশ দেশান্তর হ'তে ছুটে আসতেন। মুসনদে দারেমী এবং "মুনাসিয়াতে দারেমীর রেওয়ায়ত ও বর্ণনায় ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সালাহুদ্দীন ইবনুল আমীর, ফখরুদ্দীন, জামালুদ্দীন ইবনে যহীর ইত্যাদি স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেসগণ এঁর শিষ্য ছিলেন। (৪) যদিও ইনি বয়তুল মুকাদ্দেছের অধিবাসীনী ছিলেন তথাপিও মদিনা, দামেশক ও মিসর ছিল এঁর শিক্ষা-কেন্দ্র। ইনি ৭৭ বৎসর বয়সে ৭২২ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। (৫)

(১৫) **যয়নব বিনতে সুলায়মান** :—একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেছ। ইবনে যুবায়দী, আহমদ বিন আবদুদদায়েম ইবনে সারাহ, ইবনে হাজ্জাজ ইত্যাদি ছিলেন এর ওস্তাদ। ইনি ৭০৫ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

(১৬) **যয়নব বিনতে ইয়াহ্ইয়া** :—ইনি শায়খ ইযযুদ্দীন বিন আবদুস্সালামের দৌহিত্রী শায়খ বুলদানী, ইব্রাহীম বিন খলিল ইত্যাদি ছিলেন এঁর ওস্তাদ। ইবনে ইমাদ লিখিয়াছেন যে ইনি বহুসংখ্যক হাদীস রেওয়ায়ত করেছেন। ইবনে হাজার লিখেছেন যে, তাবারানীর মু'জমে সাগীর অবিচ্ছিন্ন সিমা'সহ একমাত্র তিনিই রেওয়ায়ত করেছেন। ইমাম যহবী লিখেছেন যে, হাদীছ-চর্চা কার্য্য তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে, মৃত্যুর দিবসেও বহুসংখ্যক হাদীসের অধ্যাপনা করেন। ৭৩৫ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

(১৭) **যয়নব বিনতে অবদুল্লাহ** :—ইনি ইবনে তায়মিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইনি ইবনে হেজারের ছাত্রী এবং হাফেজ ইবনে হাজারের ওস্তাদ ছিলেন।

যয়নব নাম্নী আরও কয়েকজন মহিলা নাম মুহাদ্দেস মহিলাগণের নামের তালিকায় উদ্ধৃত করা যেতে পারে। নিম্নে আমরা শুধু তাঁদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের উল্লেখ করব।

ক **যয়নব বিনতে মুহাম্মদ** :—ইনি বিখ্যাত মুহাদ্দেস আহমদ বিন দায়েমের পৌত্রী ছিলেন। ৭৭২ হিজরীতে তাঁহার এন্তেকাল হয়।

(খ) **যয়নব বিনতে আলী** :—ইনি ইমাম যহবীর ফুফু ছিলেন।

(১) ইনি স্বীয় যুগে হাদীসের ইমাম ছিলেন এবং ইমাম যাহাবীর উস্তাদগণের অন্যতম। ৭০০ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। "গাস্নূল" দামেশকের একটী গ্রামের নাম।

(২) আদদুরারুল কামিনা ২য় খণ্ড ১০২ পৃঃ

[৩] Ibid ১১০ পৃঃ।

[৪] দুরার ৪ খণ্ড ১১৪ পৃঃ [৫] এঁর মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত তবে ইবনে ইমাদ বলেছেন যে, তিনি ৯৪ বৎসর বয়সে মারা যান।

www.ahlehadeethbd.org

ধর্ম্ম ও শিক্ষার পরিভাষায় চরিত্রের ব্যাখ্যা

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান বি, এ
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাট সেরপুর, এ, এন হাইমাদ্রাসা, বগুড়া।

"Truth, beauty and goodness are considered to be absolutes. inherent in the contribution of the spiritual universe and man can fulfil himself only by seeking and finding these absolutes, (Ross)

মানুষের সহজাত বৃত্তির নৈতিক উন্নত অবস্থাকেই চরিত্র বলে। (*Instincts are the raw materials of character.*) পরম কারুনিক আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে বৃত্তিগুলির অধিকারী করেছেন ঐ গুলির যথাযথ পরিপোষণ ক্রিয়া সাধিত হ'লে, মানুষ যথার্থ মানুষ নামে অভিহিত হ'তে পারে। অতএব যে মানুষ যত সদগুণের অধিকারী তাকে তত চরিত্রবান বলা যায়।

চরিত্র মানুষের প্রধান ভূষণ। উহা বাহ্যদৃশ্য কোন বস্তু নহে। উহা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের একটি মানজ্ঞাপক নিদর্শন। যে মানুষ চরিত্র বলে যত বলীয়ান সে তত বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী, সম্মানের পাত্র ও বিশ্বাসভাজন।

মানুষকে চরিত্রবান হ'তে হলে শৈশব হ'তেই সুশিক্ষা লাভ করিতে হয়। কাজেই শৈশব হ'তেই উক্ত চরিত্র গঠনের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

কেননা জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের শিক্ষার সময় এবং উক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যই চরিত্রগঠন।

মানুষ চরিত্রশীল হতে পারলেই তার জীবন সার্থক ও করুনাময় আল্লাহ তায়ালার মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে বলেছেন ماخلقت الجن والانس الا ليعبدون

অর্থাৎ আমি মানুষ এবং জীনকে শুধু আমার উপাসনার জন্যই সৃষ্টি করেছি। উক্ত উপাসনাকার্য্যের—অন্য অর্থ আল্লার দেওয়া যাবতীয় বৃত্তির বিকাশ সাধন *Development or sublimation of instincts.* এককথায় গোটা একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ অর্থাৎ সহজ বৃত্তি নিচয়ের যথাযথ শিক্ষা বা সঠিক ভাবে চালনা করা। আল্লার উপাসনা দ্বারাও আমাদের সেই উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। কাজেই প্রকৃতপ্রস্তাবে শিক্ষা ও ধর্মের একই উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা চরিত্র গঠন।

আবার শিক্ষার পরিভাষায় এই চরিত্র গঠনোপযোগী মাল মশলা হ'চ্ছে সু-অভ্যাস গঠন, সু-অভ্যাস গঠন অর্থেও সহজ বৃত্তির যথার্থ ব্যবহার বুঝায়, অর্থাৎ কেহ যদি শৈশব হ'তে সুঅভ্যাস গঠনে রত থাকে তবে উহা তার স্বভাবে পরিণত হবে। কেননা —*Habit is the Second nature*—অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব। কাজেই মানবজীবনে সাফল্য অর্জনের উপায় শৈশব হ'তে আমৃত্যু সদভ্যাস গঠন ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্যকথায় সদভ্যাসগুলোর সমষ্টিকে সচ্চরিত্র বলা যায়। যেব্যক্তি জীবনে যত সদভ্যাস গঠনে করবে সে তত সৎকর্মশীল বা সচ্চরিত্র হ'বে এবং উহার সুফল সে প্রাপ্ত হবে। আর কুঅভ্যাস গঠন করলে তদ্বারা সে অসৎ কর্মেরই প্রশ্রয়দাতা হবে ও তার কুফল সে ভোগ করবে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন—

من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها -

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার ভাল বা মন্দ কার্যের পুরস্কার বা তিরস্কার যথাক্রমে ভোগ করবে। মনস্তত্ত্ববিদরা বলে—*Virtues are our habits as well as our vices,* আল্লাহ পাক অন্যত্র কোরআনে বলেছেন—

ليس للانسان الا ماسعى -

অর্থাৎ যে বস্তু লাভের জন্য মানুষ চেষ্টা ক'রে তা ছাড়া আর কিছু সে পায়না।

অতএব এখানে পবিত্র ঐশীবাণী দ্বারা এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রমাণিত হয় যে, মানুষের ভালমন্দ কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী এবং উহা করা না করা তার ইচ্ছাধীন। শ্রম তার কাজের বাহন।

তাই মানুষ উক্ত সদভ্যাস গঠনের সুযোগ করে না নিলে তার সারাজীবন উচ্ছৃঙ্খলতা অনুসরণ করে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে ও দুঃসহ জীবন যাপন করে। কাজেই মানুষ নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা—(*man is the architect of his own fortune.*)

জীবনে কেহ অভ্যাসচর্চ্চার ফলেই উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়—আবার কেহ অধঃপতনের নিম্নতমস্তরে স্থান পায়। বিশ্বগুরু মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর কথা বাদ দিয়েই যদি বিশ্বের অন্যান্য মনীষীদের কথা আলোচনা করা যায় তবে বুঝা যায়, তারা তাদের জীবনে সদভ্যাস গঠনের ফলেই কেহ জগদবরেণ্য সাহিত্যিক, কেহবা কবি, কেহবা বৈজ্ঞানিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছেন। বিভিন্ন দিক দিয়ে তাদের এরূপ খ্যাতি অর্জনের মূলে রয়েছে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ, মনোযোগ ও সুঅভ্যাস গঠনের চেষ্টা। এক কথায় বলা যায়, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ভক্তের সাধনা। তাই সৎকর্ম সাধনের জন্য ব্যক্তি-মাত্রেরই চাই সাধনা, যার ভিতর আছে জ্ঞান, প্রবল আকাঙ্খা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়—(*Cognition Conation and affects*) উপরোক্ত তিনটী শক্তির বলে মানুষ তার জীবনে সমাজবরেণ্য বীরপুরুষ বলে পরিচিত হতে পারে।

মানুষকে সত্যকার যে একটা বিশ্বাস বা ধর্ম নিয়ে ঐহিকজীবন কাটাতে হয় তা ঈমান ও ইছলাম এই দুটি কথারই নামান্তর মাত্র! এই অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জীবন গঠন করতে হবে। এর বিপরীত বা গর্হিতমূলক কোন কাজ করলে মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হয়না। অতএব প্রকৃত মানুষ হওয়া অর্থ মু'মেন ও মুসলমান হওয়া এবং মু'মেন ও মুসলমান হতে হলে, ইছলামী-ভাবধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে শৈশব হ'তে জীবন গঠন করতে হবে। এজন্য অবশ্য তার এছলামী জীবন গঠনোপযোগী পরিবেশের ভিতর জীবন কাটাতে হয়। কেননা শিশুচরিত্রের উপর বংশানুবর্ত্তন ও আবেষ্টনী এতদুভয়েরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আবেষ্টনীর প্রভাবই শিশু চরিত্রে বেশী কাজ করে। কেননা দেখা গিয়েছে শিশুর পিতা একজন সুদক্ষ অঙ্ক-শাস্ত্রবিদ হ'লেও তার ছেলে উপযুক্ত আবেষ্টনীর অভাবে অঙ্কশাস্ত্রবিদ হ'তে পারেনা। কাজেই চরিত্র গঠন উদ্দেশ্যে শিশুকে শৈশব হ'তেই এছলামী আবেষ্টনীর ভিতর রাখতে হয়। অর্থাৎ এতদুদ্দেশ্যে তার পটভূমি রচনা করতে হয়। কাজেই তার ধর্মবিশ্বাস শুরু হতেই মনে বদ্ধমূল হতে থাকায় সে একজন পুরোপুরি মুসলমান হ'তে শিখবে। তার চরিত্র গঠনের ভিত্তি এরূপেই স্থাপিত হ'বে।

ফলতঃ চরিত্র গঠন যেমন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, মানুষের ধর্মীয় জীবনেও তেমনি উন্নতিলাভের সোপান। যে-ব্যক্তিকে চরিত্রবান বলা যায়। তাকে ধার্মিকও বলা চলে। ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি বিশদভাবে আলোচনা করলে বুঝা যায়, উহা আমাদিগকে যে পরিণতির দিকে প্রধাবিত হবার জন্য ইঙ্গিত করে, শিক্ষাও আমাদের উক্ত রূপ পরিণতির দিকেই পথ দেখিয়ে দেয়। যে মানুষ সত্যবাদী, তাকে শিক্ষিত ও ধার্মিক উভয়ই বলা যেতে পারে। সত্যকথন অভ্যাস করা যেমন শিক্ষার নীতি, ঐরূপ ধর্ম্মেরও বিধি বটে। আত্মার পবিত্রতা অর্জ্জন যেরূপ শিক্ষার নীতি চর্চার দ্বারা সম্ভবপর, ধর্মচর্চাও আত্মার শুদ্ধিলাভের পক্ষে অনুকূল আয়োজন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সব কার্য্য আমরা জীবিকা অর্জ্জনের অবলম্বন ও উপায় স্বরূপ গ্রহণ করে থাকি, ঐ গুলিকে ধর্মীয় জীবনের সহায় স্বরূপই পরোক্ষভাবে অনুসরণ করে থাকি। কাজেই যাহা আমাদের জীবিকা-অর্জ্জনের অবলম্বন স্বরূপ, সে কাজগুলির অভ্যাস দৈনন্দিন জীবনে চর্চা করে উহা দ্বারা চরিত্র গঠনেরও সাহায্য হয়। কেননা *We eat to live, but not live to eat.*

আমরা বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই খাই, খাবার প্রয়োজনে বেঁচে থাকিনা। বেঁচে থাকা অর্থ মুসলমান হ'য়ে বেঁচে থাকা। পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন يايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হ'য়ে মরোনা। শুধু তাই নয়, চরিত্রগঠন কল্পে যে জীবনগঠন করা, তারই নাম এবাদত, তার নামই উপাসনা! পরম করুণাময়ের জ্ঞান ও মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য! এখানে এই কথায় স্পষ্ট প্রমাণিত হ'চ্ছে মানবজীবন-দর্শনে ধর্মের সহিত কর্মের সাধনা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, কেননা ধর্মের বিষয়ীভুক্ত যা, তা কর্মের ভিতর দিয়েই প্রতিফলিত হয়।

হাদীস শরিফে বর্ণিত আছে :— تخلقوا باخلاق الله

আল্লার আখলাক (চরিত্র) অনুযায়ী তোমাদের চরিত্র গঠন কর। আবার রছুলে আকরম (দঃ) বলেছেন, তোমাদের স্বভাব সুন্দর কর। ধর্মের বিশ্লেষণ মূলক নির্দেশ স্থলেই তিনি মানবগোষ্ঠির সামনে এরূপ শব্দ সংক্ষেপ অথচ ব্যাপক অর্থপূর্ণ কথা বলেছিলেন যার মাহাত্ম্য আমরা আমাদের ধর্ম ও কর্ম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পারি। অতএব বুঝা যাচ্ছে মানবের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় জীবনে সাফল্য-লাভের জন্য চরিত্রই একমাত্র সম্বল। তাই কর্ম ও শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। কেননা আমাদের স্বভাব সুন্দর হ'লে সব কৃতকর্ম সুন্দর হ'বে।

পবিত্র কোরানে চোরের শাস্তি বিধানকল্পে আল্লাহ নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়েছেন—

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

চোর পুরুষ ও স্ত্রীর হাত কেটে দাও। কি সুন্দর নীতি! এখানে ব্যক্তি বিশেষকে চুরির জন্য শাস্তি প্রদান করলে তার চরিত্র সংশোধনের জন্যই ঐরূপ করার আদেশ প্রতিপালিত হ'বে।

চোর যেন হাত কেটে দেওয়ার পর পুনঃ ঐরূপ গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত না হয়। পরন্তু তার আত্মার উপর শাস্তি বিধানই মূল উদ্দেশ্য। চোর যদি শাস্তি বিধানের পর পুনঃ ঐরূপ গর্হিত কার্য্য করে, তবে বুঝা যাবে তার শারীরিক যাতনা কমে যাওয়ায় সে পুনঃ ঐরূপ কার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

বস্তুতঃ শারীরিক যাতনা কমে যাওয়ায় সত্যিকার মানসিক যাতনা তাকে উক্তরূপ গর্হিত কাজে পুনঃ প্রবৃত্ত হ'তে বারণ করতে পারেনা। তার প্রকৃত মানবতাবোধ উক্ত প্রকার শাস্তির ফলে তার মনে জাগরূক হয়নি, সেই জন্যই সে ঐরূপ কাজ পুনঃ করেছে। এজন্য তার আত্মাই প্রধানতঃ দায়ী, শরীর নয়। বাহ্যদেহ কোন প্রকারেই পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী নয়। আত্মাকেই সব সময় দুষ্কার্য্যের জন্য দায়ী করা হবে। কেননা শরীর আঘাত প্রাপ্ত হ'লে তজ্জনিত যাতনা মনই অনুভব করে। অতএব আত্মা বা মন দর্পন স্বরূপ কাজ করে, তাই আমরা শরীর দ্বারা বুঝতে পারি। ঐ দর্পন খানি যদি ঘোলাটে বা ময়লাযুক্ত হয় তবে উহার ভিতর দিয়ে কোন বস্তু পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাইনা। তাই দর্পনখানিকে আগে উজ্জল করতে হ'বে! অর্থাৎ আমাদের মনকে শুদ্ধ করতে হ'বে, তবেই বাহ্য জগতের কাজ গুলি ভালো হ'বে।

এরই অর্থ হচ্ছে চরিত্র শুদ্ধ হলে বাহ্য জগতে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ সুন্দর ও প্রশংসনীয় হ'বে, তাতে কোন সংশয় নাই।

পবিত্র কোরানে আল্লাহ জাল্লাশানুহু বলেছেন :—

قدافلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون - والذين هم عن اللغو معرضون - والذين هم للزكوة فاعلون - والذين هم لفروجهم حافظون - الا على از واجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملو مين - فمن ابتغى غير ذلك فاولئك هم العادون - والذين هم لاما نا تهم وعهد هم راعون - والذين هم على صلواتهم يحا فظون - اؤلئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون -

১) যে সকল ব্যক্তি নামাজে বিনয়ী ২) কুকথন বা কুব্যবহার হতে নিরস্ত ৩) যারা জাকাত-প্রদানকারী ৪) যারা তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী তাদের সহধর্মীনী বা দাসীগণের নিকট ব্যতীত, কেননা তাদের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় নয়। এর বাইরে যারা যায় তারা সীমা অতিক্রমকারী এবং ৫) যারা তাদের আমানত ও চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করে (পুনঃ) ৬) যারা তাদের নামাজের তত্ত্বাবধান করে তারাই ফেরদাউস বেহেশ্‌তের অধিকারী হ'বে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপরোক্ত আয়াত গুলির মর্ম উপলব্ধি করলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে অসচ্চরিত্র লোকের ভিতর ঐ গুণগুলি থাকতে পারেনা বা ঐ কার্য্যগুলি যারা সম্পন্ন করে তারা কখনও অসচ্চরিত্র হ'তে পারেনা। সুষ্ঠুভাবে উক্ত অনুষ্ঠানগুলি পালন করলে কখনও কেহ গর্হিত কর্মের সুযোগ পায়না। কেননা আল্লাহ পাক অন্যত্র কোরানে বলেছেন :— ان الحسنات يذهبن السيأت

ভাল কাজগুলি মন্দ কাজগুলিকে বিদূরিত করে দেয়। পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ উল্লিখিত সদনুষ্ঠান-শীল ব্যক্তিগণকে পরকালে সৌভাগ্যের আশ্বাসও দিয়েছেন। এক্ষণে দেখা যাচ্ছে বাল্যকাল হ'তেই যদি মানুষ উক্ত কাজগুলির অভ্যাস বা চর্চা করে তবে তারা নিশ্চয়ই সৎকর্মশীল হবে ও পরকালে বেহেশ্‌তবাসী হবে।

উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলি নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করলে অনুষ্ঠানকারীদের মতে বলা যায়—*Virtues are our own habits as well as our vices.* অর্থাৎ মানুষের পাপপুণ্য কতগুলি অভ্যাসের ফল মাত্র।

অর্থাৎ আমাদের জীবনের সু-অভ্যাস ও কুঅভ্যাস-গুলি যথাক্রমে পুন্য ও পাপ সঞ্চয় করে। এস্থলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম্মের বিধিগুলি মানব চরিত্রের গঠনমূলক কার্যের জন্যই দায়ী হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হয়েছে।

চরিত্র গঠন উদ্দেশ্যে আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিও লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। আল্লাহ পাক স্বয়ং যে গুণাবলীতে গুণান্বিত উহা সুন্দর ও মহৎ। তিনি দানশীল ও দয়া-শীল, ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল ও প্রেমময় ইত্যাদি। মানুষ উক্ত গুণাবলীর অনুরূপ গুণে গুণান্বিত হবে। তাই মানুষকে আল্লাহর গুণের অনুরূপ চরিত্র গঠনের নির্দেশ হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে تخلقوا باخلاق الله তোমরা আল্লাহর চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র গঠন কর।

এই শাশ্বতবাণী দ্বারা মানুষকে আল্লাহর অনুরূপ গুণে গুণান্বিত হতে বা চরিত্র গঠন করতে নির্দেশ জারী করেছেন। দানশীলতা, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সুখকর ও মঙ্গলকর। আল্লাহর উক্ত গুণগুলির বদৌলতে আমরা জগতে অসীম আনন্দ ও সুখ ভোগ করছি। কাজেই মানুষও অনুরূপ গুণে গুণান্বিত হ'লে তাদের চরিত্র-মাহাত্ম্যের ভিতর দিয়ে তাদের জাতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক বিবিধ কার্য্যে মানবগোষ্ঠিকে উপকৃত ও ও সুখী করতে পারবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :—

ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون ـ

"আকাশ ও জগত সৃষ্টির বিষয়ে রাত ও দিনের পার্থক্যের মধ্যে সমুদ্রগামী জাহাজ ও নৌকার বিষয়ে যেগুলি সমুদ্রপথে ভ্রমন করে, যাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং আকাশ হতে বৃষ্টি-ধারা বর্ষণ দ্বারা আল্লাহ মৃতশুষ্ক মৃত্তিকাকে সঞ্জীবিত করে শস্যোৎপাদন দ্বারা মানুষ ও পশুপক্ষীর জীবিকা অর্জনের উপায় করে দিয়েছেন, তদ্বিষয়ে এবং বায়ুর গতির পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে স্থিতি-মান মেঘ থাকে এগুলির মধ্যে বুদ্ধিমান সমাজের জন্য নিদর্শন রয়েছে"।

আমরা প্রকৃতির লীলাভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অবশ্য বুঝতে পারি যে, আল্লাহ কত মহান, কত দয়ালু, তিনি উপরোক্ত ভোগ্য বস্তুগুলি সত্যই মানবগোষ্ঠির সুখের জন্য দান করেছেন। এছাড়া আরও কত কি যে তিনি দান করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। তাই কোরআনের অন্যত্র তিনি বলেছেন:—

وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها

তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গুলি গণনা কর তবে উহার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা।

আল্লাহর দয়া কি অসীম নয়? তবে কি সেই করুণানিধানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়?

মানব চরিত্র গঠনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত কি যথেষ্ট নয়? নিঃসন্দেহে আমরা প্রত্যেকটি কাজে প্রকৃতির নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করে যদি চলি, তবেই

www.ahlehadeethbd.org

উহা আমাদের চরিত্র গঠনে সহায় হবে। আল্লাহ্ দয়া করে মাতৃগর্ভে শিশুর স্থান দান করেছেন। শুধু তাই নয় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কি খেয়ে শিশু জীবন-ধারণ করবে তারও ব্যবস্থা তিনি অগ্রেই করে রেখে-ছেন। এই জন্যই তিনি الرحمن الرحيم নামের অধিকারী। তিনি সর্বপ্রদাতা দয়ালু - তাই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে অন্যত্র বলেছেনঃ —

الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين

অর্থাৎ আমি কি তার জন্য দুই চক্ষু, একটি জিহ্বা, দুইটি ওষ্ঠ সৃষ্টি করিনাই এবং তাকে দুইটি পথ (স্তন) দেখিয়ে দেইনি?

আচ্ছা, যে আল্লাহ এত দয়ালু ও দাতা সেই আল্লার দেওয়া নিয়ামত ভোগের পর আমরা কৃতঘ্ন মানবগোষ্ঠি একমুষ্টি অন্ন তার নিরন্ন বান্দার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দান করতে কুণ্ঠিত হই! এক্ষণে দেখা যায় মানব যদি সত্যিকার ভাবে আল্লাহর পবিত্র ছেফাতগুলি সম্বন্ধে অনুধাবন করে, তবে নিশ্চয়ই সে চরিত্রবান হ'তে পারে। কেননা সৃষ্টিজগতের জাগ-তিক বিধান সম্বন্ধে চিন্তা করা ও তদনুযায়ী নিজের জীবনকে গঠন করার নামই চরিত্রগঠন। উক্ত জাগ-তিক বিধানের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণই চরিত্রের কাজ। ইহাই ধর্ম ও শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য, প্রকৃতপ্রস্তাবে উহাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনা।

স্বয়ং রছুলে আকরম (দঃ) দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন সৎস্বভাবই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। একদিন হুজুর (দঃ) সমীপে কতিপয় লোক এসে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর, ধর্ম কি? (বুঝিয়ে দেন) হুজুর (দঃ), তাদের জওয়াব দিয়েছিলেন, সৎস্বভাব! পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় তিনি একই জওয়াব প্রদান করেন।

রাতদিন নামাজ রোজা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকলেও ধর্ম রক্ষা হবেনা। যদি সে তদনুযায়ী তার স্বভাবকে সুন্দর না করে। তাই রছুলে আক-রাম (দঃ) বলেছেনঃ— তোমাদের স্বভাব সুন্দর কর।

এক ব্যক্তি একদা হুজুর (দঃ) এর নিকট এসে বল্‌লে হুজুর আমার বাড়ীর নিকট একটি স্ত্রীলোক আছে, সে সারারাত নামাজ পড়ে আর খুব দান খয়রাত করে। কিন্তু সমস্ত দিন প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া বিবাদ করে। এই স্ত্রীলোকটির কি অবস্থা হ'বে? হুজুর (দঃ) বললেন, তার আশ্রয়স্থল দোযখ। দেখুন বন্ধুগণ, প্রকৃত ধর্ম কি জিনিষ! আর যে মানুষ তার স্বভাব সুন্দর অর্থাৎ চরিত্রকেই বিশুদ্ধ করতে না পারে তার কোনই এবাদত এবাদতের মধ্যে গণ্য হয়না। কেননা চরিত্র গঠনই এবাদতের সার বস্তু।

লেখকের উৎসাহবর্ধনকল্পেই এ নিবন্ধ মুদ্রিত হইল। প্রবন্ধে যেসব প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে, সেগুলি পরস্পর সুসংলগ্ন (Relevant) হওয়া আবশ্যক। শুধু কোরআনী আয়াতের উদ্ধৃতি যথেষ্ট নয়, সে-গুলির প্রকৃত তাৎপর্য অবগত হওয়া, বক্তব্যবিষয়ের সহিত সেসমস্তের সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করা প্রবন্ধের সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য। সিকি-উলার দৃষ্টিভংগী আর কেরাআনী নির্দেশের পার্থক্য বিশেষ সাবধানতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা লেখকের কামইয়াবী প্রার্থনা করি—তর্জুমান-সম্পাদক।

পাক-বাংলার অন্যতম উচ্চাঙ্গের বাংলা

সাপ্তাহিক আরাফাত

অতি জাঁকজমকের সহিত দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

আপনি ইহার গ্রাহক হইয়াছেন কি? বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০ টাকা

ষান্মাসিক ৩৷৷০ টাকা। ছয়মাসের কমে গ্রাহক করা হয়না।

ম্যানেজার আরাফাত

www.ahlehadeethbd.org

المباحثة المناظرة
বিতর্ক ও বিচার

হযরত মসীহের (দঃ) মৃত্যু
কাদিয়ানী বাহাদুরির নমুনা

আবুন্নসর আবদুলফাত্তাহ আসসুন্নী

পূর্বপাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পাক্ষিক মুখপত্রের সাম্প্রতিক সংস্করণে আহ্‌লেসুন্নত উলামায়েকিরামকে চ্যালেঞ্জ করে এক বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির সারমর্ম হচ্ছে যে, চ্যালেঞ্জকারীর মতে সূরত-আলমায়েদার ১১৬ আয়তে হযরত ঈসার বাচনিক "ফালাম্‌মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী কুন্‌তা আন্‌তার্ রকীবা আলায়হিম"—বাক্যের অন্তর্গত 'তাওয়াফ্‌ফায়তানী' শব্দের সঠিক অর্থ হ'বে—"তুমি আমাকে মার্‌লে"।

"কারণ ঃ

১) মওলানা শাহ রফীউদ্দীন মরহুম তাঁর উর্দু অনুবাদে আর মওলানা আব্বাসআলী মরহুম তাঁর বঙ্গানুবাদে 'তাওয়াফ্‌ফায়তানী' শব্দের অর্থ লিখেছেন—"তুমি আমাকে মারিলে"।

২) হযরত ঈসার মৃত্যুর পরেই খৃস্টানদের মধ্যে ত্রিত্ববাদ প্রচলিত হ'য়েছিল। অর্থাৎ ঈসা তাঁর মৃত্যুকেই ত্রিত্ববাদ প্রচলিত হওয়ার কারণ বলে কিয়ামতে উল্লেখ কর্‌বেন। অতএব 'তাওয়াফ্‌ফায়তানী' শব্দের যথার্থ অর্থ হবে—'তুমি আমাকে মার্‌লে'।

৩) 'ওয়াফা' ধাতুরূপের বাবে-তাফাঅুলে 'তাওয়াফ্‌ফী' শব্দের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অর্থ হ'তে পারেনা।

৪) বুখারীতে রসূলুল্লাহর [দঃ] বাচনিক বর্ণিত হয়েছে "আমি কিয়ামতে আল্লাহতা'লার সালেহ বান্দা হযরত ঈসা (আঃ) এরূপই উত্তর দেব, অর্থাৎ "যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়েছিলে"। সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, রসূলুল্লাহর [দঃ] মতই হযরত ঈসারও মৃত্যু ঘটেছে।

৫) কাদিয়ানী বন্ধুরা দুঃখিত যে, মুসলিম আলেমগণ রসূলুল্লাহর [দঃ] বেলায় "তাওয়াফ্‌ফায়তানী" শব্দের অর্থ করেন—'আমাকে মৃত্যু দিলে' আর হযরত ঈসার বেলায় বলেথাকেন, উক্ত শব্দের অর্থ "আমাকে আকাশে উঠাইয়া লইলে"!

৬) সূরত-আলমায়েদার উল্লিখিত 'তাওয়াফ্‌ফায়তানী' শব্দের অর্থ মৃত্যু ছাড়া অন্যকিছু যদি কোন ব্যক্তি দেখাতে পারে, আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা তারজন্য এক হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন"।

বাহুল্যভয়ে কাদিয়ানী চ্যালেঞ্জের মূল বিষয়বস্তুগুলি আমি সংক্ষেপাকারে উদ্ধৃত করেছি, উদ্ধৃতির ভিতর ওঁদের আসল বক্তব্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। অতঃপর আমি প্রত্যেকটি কথার দফাওয়ারী ভাবে জওয়াব আরয করব। কিন্তু দফাওয়ারী জওয়াবে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা আবশ্যক।

০ঃ০ ০ঃ০ ০ঃ০

সাহাবায়-কিরামের যুগ হ'তে আজপর্যন্ত ইস্‌লামজগতের উলামা সমাজের প্রায় সকলেই হযরত ঈসার আকাশে উত্থিত হওয়ায় বিশ্বাসপোষণ করে আস্‌ছেন। কোন কোন বিদ্বান এসম্পর্কে ইজ্‌মার দাবীও করেছেন। তফ্‌সীর 'ওজীযে' কথিত والاجماع على ان عيسى عليه السلام حى فى السماء ينزل ويقتل الدجال ويوبد الدين - হয়েছে, এ সম্পর্কে বিদ্বানগণ ইজ্‌মা করেছেন যে, হযরত ঈসা আকাশে জীবিত রয়েছেন, তিনি [কিয়ামতের প্রাক্কালে] আকাশ হ'তে অবতীর্ণ হবেন আর দজ্জালকে হত্যা আর ইস্‌লামকে বলিষ্ঠ কর্‌বেন। ‡ মৃত্যু বল্‌তে সচরাচর

‡ জামেউলবয়ানের টীকা ৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যা বুঝায়, হযরত ঈসার সেই মৃত্যুই ঘটেছে—এ'কথা কাদিয়ানীদের নবী মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেবের অভ্যুদয়ের অনেক আগে থেকেই যুক্তিবাদী বিদ্বানদের মধ্যে দু' চার জন যে বলতে চেষ্টা করেছেন, তাও উলামায়ে কিরামের অজানা নেই। আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যর সৈয়েদ আহমদ খান কে, সি, আই, ই, ও তদীয় বন্ধু মুন্শী চিরাগআলী প্রভৃতি এঁদের অন্যতম। তাঁরা ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে যেসব যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদি সমুপস্থিত করেছেন, তজ্জন্য ইউরোপের জড়বাদী বৈজ্ঞানিকতাই তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। এঁরা শর্য়ীবিদ্যায় যেমন পারদর্শী ছিলেননা, ফলিত আর আধিবিদ্যক বিজ্ঞানেও তেমনি এঁদের অধিকার ছিলনা। বিগত শতকে ইউরোপীয় যান্ত্রিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা লক্ষ্য করে এঁরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তাই জড়বাদের বিক্রমের হাত থেকে ইস্লামকে রক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই ওঁরা নবী ও ওলীগণকে প্রদত্ত অলৌকিকতাগুলিকে সাফ অস্বীকার করে গেছেন। কাদিয়ানের মীর্যা সাহেব স্বীয় অভিষ্টসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ স্বীয় নবুওতের প্রতিপাদনকল্পে তাঁর পূর্ববর্তীদের কতক হাতিয়ার মেজে ঘষে নিয়েছেন মাত্র! মোটের উপর মীর্যা সাহেবের পূর্বে যাঁরা ঈসার মৃত্যুলাভ ঘটেছে বলে দাবী করেছেন, তাঁদের একজনও এই সিদ্ধান্তকে কোন নূতন নবুওতের প্রতিপাদনকল্পে ব্যবহার নাকরলেও কাদিয়ানী সিদ্ধান্তবাগীশরা তাঁদের অভিমতের পটভূমিকায় এক নূতন ন্যায়শাস্ত্র আম্দানি করেছেন।

কাদিয়ানী নৈয়ায়িকদের আসল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে নবী ও রসূল রূপে সাব্যস্ত করা। এই মতবাদের সম্পাদনকল্পে ইস্লামি শরীআতের সুপরিচিত চতুর্বিধ প্রমাণপদ্ধতি যথা কোরআন, সুন্নাহ, ইজ্মা ও কিয়াস থেকে সরাসরি ভাবে অস্তিবাচক কোন প্রমাণ উপস্থিত করা কাদিয়ানী বন্ধুদের সাধ্যাতীত হওয়ায় ওঁরা ওঁদের তথাকথিত নবীর নবুওত প্রমাণিত করার জন্য একটা অদ্ভুত পরস্পর বিরোধী নেতিবাচক ত্রিত্ববাদের গোলকধাঁধা রচনা করেছেন। কাদিয়ানী ত্রিত্ববাদের গোলকধাঁধার স্তম্ভগুলি নিম্নরূপ :

১। যেহেতু হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ) শেষ নবী নন,

২। যেহেতু হযরত ঈসা আকাশে উত্তোলিত হননি, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুলাভ করেছেন,

৩। যেহেতু তিনি পৃথিবীতে আর প্রত্যাবর্তন করবেননা,

অতএব মীর্যা গোলামআহমদ কাদিয়ানী নবী ও রসূল।

এই জগাখিচুড়ির রোমন্থন কাদিয়ানীদের নবী সাহেবের জীবদ্দশা থেকে আজপর্যন্ত বিরামহীন গতিতে সমান তালে চলে আস্ছে। উলামায়েইস্লাম বহুবার এঁদের এই বিরক্তিকর নৈয়ায়িক ঠকামির কঠোর প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু কোন সুফল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহম্মদ মুস্তফার (দঃ) মহাপ্রয়াণের পর হযরত ঈসার জীবন-মরণের প্রশ্নের সঙ্গে মীর্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নবুওতের কোন সম্পর্ক থাকতে পারেনা। ইস্লামি-আকীদা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর প্রামাণিকতা অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া আবশ্যক। স্পষ্টই বুঝা যায়, মূল প্রতিপাদ্যকে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটা বিভ্রান্তির চক্র সৃষ্টি করা ছাড়া এরূপ বিতর্কের পিছনে অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত নেই। হযরত ঈসার আকাশে উত্থিত হওয়া অথবা তাঁর দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করা স্বীকৃত না হলেই কি মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেবের নবুওত স্বীকৃত হ'য়ে যাবে? বাল্যকালে দুনিয়ার চেপ্টা হওয়ার একটা অকাট্য প্রমাণ শ্রবণ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। বক্তাপ্রবর বলেছিলেন, চাউল যেহেতু শুভ্র, অতএব দুনিয়াটা অবশ্যই চেপ্টা! কাদিয়ানী বন্ধুদের প্রমাণপদ্ধতি কতকটা এইরূপ অকাট্য কিনা, সুধীসমাজ বিচার করে দেখ্বেন।

পুরস্কারের লোভে নয়, অজ্ঞ জনসাধারণ যাতে'করে কাদিয়ানী চক্রের ফাঁদে পতিত না হয়, শুধু সেই ইচ্ছা নিয়ে, উলামাসমাজে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা না-থাকা সত্ত্বেও "আহ্লুস্সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ" উলামায়েদ্বীনের পক্ষ থেকে আমি কাদিয়ানী সাহেবানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। টাকার লোভে সত্যের সমর্থন ও অসত্যের প্রতিবাদে অগ্রসর হওয়া আমি উচিত মনে করিনা। সত্য যেস্থানে আর যার কাছেই থাকুক, তাকে সমর্থন জানান আর অসত্যের প্রতিবাদে অকুতোভয়ে অগ্রসর

www.ahlehadeethbd.org

তওয়াই ইস্‌লামি জীবনবিধির গোড়ার কথা।

اللهم انت عضدی ونصيری، بك احول وبك اصول وبك اقاتل، ولاحول ولا قوة الابك لااله الا انت ولا اله غيرك ـ

** ** **

কোর্‌আন-মজীদের সূরত-আল্‌মায়েদার যে আয়ত-টির তর্জমা কাদিয়ানী বন্ধুরা হযরত ঈসার মৃত্যুর অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ উধৃত করেছেন তা অস্পষ্ট ও ভ্রান্তিপূর্ণ। তাই প্রথমে আমি সেই আয়তটি উধৃত ও অনুদিত করব : —আর যখন আল্লাহ বল্‌বেন, ওহে মরইয়মের পুত্র ঈসা, তুমি কি লোকদের একথা বলেছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা আমায় আর আমার জননী এই দু'-জনকে উপাস্য গ্রহণ কর ? ঈসা বল্‌বেন, মহাপবিত্র আপনি হে প্রভু, যেকথা বলার আমার অধিকার নেই, তেমন কথা আমি বল্‌তে পারিনা ! আমি যদি [এমন অন্যায় কথা] বলতাম, তা'হলে আপনি অবশ্যই সেকথা জান্‌তেন। আমার মনে যা আছে তা তো আপনার অবিদিত নাই অথচ আপনার মনের ইচ্ছা আমি অবগত নই। বস্তুতঃ গয়েবের বিষয়-গুলি সম্বন্ধে আপনি সর্বজ্ঞানময় ! যেকথা বল্‌তে আপনি আমায় আদেশ দিয়েছিলেন, সেই কথা ব্যতীত আমি অন্যকিছুই ওদের বলিনাই। ওদের আমি এই কথাই বলেছি যে, আমার আর তোমাদের প্রভু যিনি, তোমরা শুধু সেই আল্লাহর ইবাদত কর। যত দিন আমি ওদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলাম, ততদিন পর্যন্ত আমি ওদের কার্যকলাপের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমায় আকর্ষণ করে নিলেন, তখন থেকে আপনি স্বয়ং ওদের রক্ষক ছিলেন, বস্তুতঃ আপনি সমস্ত বিষয়েরই প্রত্যক্ষদর্শী —১১৬ ও ১১৭ আয়ত।

واذ قال الله يٰعيسى ابن مريم ءانت قلت للناس اتخذونی وامی الهين من دون الله ؟ قال سبحانك مايكون لی ان اقول ماليس لی بحق ! ان كنت قلته فقد علمته' تعلم مافی نفسی ولا اعلم مافی نفسك انك انت علام الغيوب ـ ماقلت لهم الا ماامرتنی به' ان اعبدوالله ربی وربكم ! وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم' فلما توفيتنی كنت انت الرقيب عليهم' وانت علی كل شیء شهيد ـ

উপরিউক্ত আয়তের পরিপ্রেক্ষিতে কাদিয়ানী সাহেবান যেসব দাবী উত্থাপিত করেছেন, সেগুলির মধ্যে একটি দাবীর সত্যতাও প্রমাণিত হয়নাই।

১) কাদিয়ানীদের প্রথম দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বরং মিথ্যা। তাঁরা বলেছেন, মওলানা শাহ রফীউদ্দীন সাহেব তাঁর উর্দু তর্জমায় "ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী" فلما توفيتنی বাক্যের অনুবাদ করেছেন, "পরে যখন তুমি আমায় মারিয়াছিলে"।

হযরত শাহ রফীউদ্দিন মরহুমের স্ট্যাণ্ডার্ড শাব্দিক তরজমা এক শতাব্দীর ঊর্ধকাল ধরে বাজারে চালু রয়েছে। এই তর্জমার যে সংস্করণ ১২৮৪ হিজরীতে অর্থাৎ ৯৪ বৎসর পূর্বে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহ্‌লভীর ফার্সী অনুবাদ 'ফত্‌হুর্‌রহমান' সহ হাশেমী প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল, আমার কাছে রয়েছে। এতদ্ব্যতীত তাজ কোম্পানী ১৩৫৪ হিজরীতে শাহ সাহেবের অনুবাদ সহ যে হিমায়েল প্রকাশ করেছে, সেখানাও আমার কাছে মওজুদ আছে। আরও কতকগুলি বিভিন্ন সংস্করণের তর্জমা আমি যাচাই করে দেখেছি। শাহ রফীউদ্দীন সাহেবের কোন তর্জমাতেই কাদিয়ানী মহোদয়গণের উল্লিখিত অনুবাদের নাম নিশানও নেই। শাহ সাহেব "ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী" বাক্যের অনুবাদ করেছেন : پس جب قبض کیا تونے مجھکو "অতঃপর যখন কব্‌য্ করলে তুমি আমায়।" কোন বস্তুকে টানা, সংকুচিত করা, আকর্ষণ করা ও দখল করাকে কব্‌য্ বলা হয়ে থাকে। কাদিয়ানী সাহেবান শাহ রফীউদ্দীন মরহুমের নামে যে অপবাদ রচনা করেছেন তার অসত্যতা সূর্য্যের আলোর মতই সুস্পষ্ট ! মিথ্যা বরাত আর গোঁজামিল তাৎপর্য দিয়েই কি তাঁরা তাঁদের বাহাদুরী প্রকট কর্‌তে চান ? শাহ রফীউদ্দীনের ভ্রাতা হযরত শাহ আবদুলকাদের মরহুম তাঁর প্রাঞ্জল তর্জমায় উল্লিখিত বাক্যের অনুবাদ করেছেন, پھر جب تو نے مجھے بھر لیا এরপর তুমি যখন আমায় পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করলে।" আল্লামা সৈয়ে সিদ্দীক হাসান ভূপালীর বিরাট উর্দু তফ্‌সীরের যে সংস্করণ ১৩০১ হিজ্‌রীতে মুদ্রিত হয়েছিল, তাতেও শাহ আব্দুলকাদের সাহেবের উপরিউক্ত তর্জমা সংকলিত রয়েছে। †

† তর্জমানুলকুর্‌আন (৩) ১০১৯ পৃঃ।

মওলানা সৈয়েদ আহমদ হাসান মরহুমের যে উর্দু তরজমা ১৩২৫ হিজ্‌রীতে মুদ্রিত হয়েছে, অনুবাদক তাঁর সেই তর্জমায় আলোচ্য বাক্যের অনুবাদ করেছেন, "তারপর তুমি যখন پھر جب تونے مجھے پھیر لیا আমায় ফিরিয়ে নিলে।" ¶

শাহ রফীউদ্দীন ও শাহ আব্দুলকাদেরের মাননীয় পিতা হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস তাঁর ফার্সী তর্জমায় 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী' বাক্যের অনুবাদ করেছেন, "অতঃপর যখন پس وقتیکہ برگرفتی مرا یعنی برآسمان بردی مرا - তুমি আমায় পুরোপুরি গ্রহণ করলে অর্থাৎ আমায় আকাশে নিয়ে গেলে"। †

বিংশশতকের যুগান্তকারী উর্দু সাহিত্যরথী আল্লামা আবুলকালাম আযাদ তাঁর আধুনিক তর্জমায় আলোচ্য বাক্যের অর্থ লিখেছেন, جب تونے میرا وقت پورا کر دیا যখন তুমি আমার সময় পূর্ণ করেদিলে। *

কয়েকখানি আরাবী তফ্‌সীরের উধৃতিও নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

ইমাম বয়যাভী فلما توفيتني بالرفع الى السماء والتوفي اخذ الشيء وافيا والموت نوع منه লিখেছেন, অর্থাৎ যখন তুমি আমাকে আকাশে উত্তোলন করে ওফাত দিয়েছিলে। "তাওয়াফ্‌ফী"র অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করা, মৃত্যু ইহারই প্রকরণ বিশেষ মাত্র। † হাফিয সুয়ূতী লিখেছেন, যখন তুমি قبضتني بالرفع الى السماء আমায় আকাশে উত্তোলনের জন্য আকর্ষণ করেছিলে। § ইমাম শওকানী লিখেছেন, আলোচ্য وانما المعنى فلما رفعتني الى السماء বাক্যের অর্থ হচ্ছে, যখন তুমি আমায় আকাশে উত্থিত করলে। ‡ আল্লামা ফয়েযী লিখেছেন, 'তাওয়াফ্‌- فلما توفيتني اراد اعلاء مصاعد السماء ফায়তানী'র তাৎপর্য হচ্ছে হযরত ঈসার আকাশের শিখরে সমুন্নত হওয়া। ‡ ইমাম রাযী আর আল্লামা يعني فلما رفعتني الى السماء খাযিন বলেছেন, 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী' অর্থাৎ যখন তুমি আমায় আকাশে উত্তোলিত করেছিলে। ¶ আল্লামা সৈয়েদ সিদ্দীক হাসান ইমাম রাযীর প্রদত্ত অর্থের অনুরূপ লিখেছেন. অর্থাৎ যখন فلما رفعتني الى السماء واخذتني وافيا بالرفع তুমি আমায় আকাশে উত্তোলিত করলে আর উত্তোলন দ্বারা আমায় পূর্ণরূপে ধারণ করলে। †

মোটেরউপর সূরত-আলমায়েদার আলোচ্য আয়ত সম্পর্কে আমি আপাততঃ মওলানা শাহ রফীউদ্দীন, মওলানা শাহ আবদুলকাদের, মওলানা সিদ্দীক হাসান, মওলানা আহমদ হাসান, মওলানা আবুলকালাম, হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস, কাযী বয়যাভী, হাফিয সুয়ূতী, আল্লামা ফয়েযী, কাযী শওকানী, ইমাম রাযী ও সুফী খাযিন—এই এক ডজন বিদ্বানের প্রদত্ত উর্দু, ফার্সী ও আরাবী তর্জমা আর ব্যাখ্যা উধৃত করে প্রতিপন্ন করেছি যে, এঁরা সকলেই "তাওয়াফ্‌ফায়তানী"র অর্থ করেছেন—"আমায় ঊর্ধলোকে আকর্ষণ করে নিলে"। আমায় মৃত্যুদান করেছিলে এরূপ অর্থ এঁদের কেউ করেননি। মীর্যা সাহেবের পূর্ববর্তী দু'একজনও বিশ্বস্ত ও সর্বজনমান্য উলুমে-দ্বীনিয়া ও আরাবীয়ায় পারদর্শী বিদ্বানের উর্দু, ফার্সী বা আরাবী তর্জমা বা ব্যাখ্যায় বর্ণিত আয়তের এই অর্থ প্রদর্শন করতে পারলে আমরা কাদিয়ানী সাহেবানের বাহাদুরী কতকটা স্বীকার করতাম।

মওলানা আব্বাসআলী মরহুমের বঙ্গানুবাদ পাঠ করার আমার সুযোগ হয়নি। বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর যে বিশেষ অধিকার ছিলনা, অনুবাদের উধৃতাংশ পাঠ করলেই সে কথা বুঝতে কষ্ট হয়না। আরাবী সাহিত্য

¶ আহ্‌সানুত্‌তফাসীর ২য় মন্‌যিল ১০৫ পৃঃ।
† ফতুহুররহমান, ১২৮ পৃঃ। * তর্জুমানুলকুরআন, ১ম সংস্করণ (১) ৪১৪ পৃঃ।
† আন্‌ওয়ারুত্‌তন্‌যীল [২] ১৭৭ পৃঃ।
§ জলালায়েন [১] ৬৯ পৃঃ।
‡ ফতুহুলকদীর [২] ৯০ পৃঃ।

‡ সাওয়াতেউল ইল্‌হাম।
¶ কবীর ও খাযিন।
† ফতুহুলবয়ান [৩] ১৩৩ পৃঃ।
§ দুররেমন্‌সূর [২] ৩৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর তফ্‌সীর বিদ্যায় তাঁর দৃষ্টি কতটা গভীর ছিল, সেকথা আমার জানা নেই। তিনি একজন সাধু ও ধর্মপরায়ণ আলিম ছিলেন বটে, কিন্তু আরাবী ভাষার কোন শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সম্বন্ধে শাহ্ ওলীউল্লাহ, ইমাম রাযী ও বয়যাভীর মুকাবিলায় ওঁর প্রদত্ত অর্থকে অগ্রগণ্য করার কোন সংগত কারণ নেই। হযরত ইমাম হাসান বস্‌রীর প্রমুখাৎ কথিত আলোচ্য শব্দের তফ্‌সীর ইমাম ইব্‌নেজরীর প্রভৃতি উদ্ধৃত করেছেন যে, "হযরত ঈসাকে আকাশে উত্থিত করার কালে ওঁকে ঘুমের মৃত্যু দান করা يعنى وفاة المنام হ'য়েছিল। § মওলানা আব্বাসআলী মরহুম সেই তফ্‌সীরই যে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেননি, সে কথাই বা কে বলবে? মওলানা মরহুম সত্যসত্যই যদি "তাওয়াফ্‌ফায়তানী" শব্দের অর্থ 'আমায় মারিয়াছিলে' লিখেথাকেন, তা'হলে আমি প্রথমতঃ বলব, তিনি ঘুমের মৃত্যুই বলতে চেয়েছিলেন আর যদি তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুর তাৎপর্য গ্রহণ করে থাকেন, তাহ'লে ওঁর কথা গ্রাহ্য করা হবেনা। কারণ এরূপ অর্থ গ্রহণ করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ফলকথা, দ্ব্যর্থবাচক উক্তি সংকলিত করে কাদিয়ানী বন্ধুরা কিছুই সাব্যস্ত করতে পারেননা।

اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فالحمد لله المنعم المفضال

২) "হযরত ঈসার মৃত্যুর পর ত্রিত্ববাদ প্রচারিত হয়েছিল"—কাদিয়ানী ভদ্রলোকদের এ দাবী সম্পূর্ণ অমূলক, একথা তাঁদের পয়গম্বর মীর্যা সাহেবের মযহব সূত্রেই বাতিল। মীর্যা সাহেবের অভিমত যে, হযরত ঈসা ক্রসে বিদ্ধ হওয়ার পর বর্তমান পাকরাষ্ট্রের সন্নিহিত কাশ্‌মীরে হিজ্‌রত করেছিলেন আর এই স্থানে ৮৭ বৎসর জীবিত থাকার পর মৃত্যুমুখে পতিত হ'য়েছিলেন। কাদিয়ানী বন্ধুরা আমার দাবীর সত্যতা অস্বীকার করলে আমি মীর্যা সাহেবের একাধিক গ্রন্থ থেকে তাঁর এ অভিমত প্রদর্শন করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। মীর্যা সাহেবের এই প্রলাপোক্তিকে যাঁরা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁদের পক্ষে ঈসার মৃত্যুর পর ত্রিত্ববাদ প্রচারিত হওয়ার দাবী করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হ'তে পারেনা। কারণ কাশ্‌মীরবাসীরা ইতিহাসের কোন পর্যায়েই যীশুখৃস্ট ও জননী মেরীকে উপাস্য মান্য করেনি। মীর্যা সাহেবের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, সিরিয়া থেকে হিজরত করে কাশ্‌মীরের কাদিয়ান বা রব্‌ওয়ায় (!) আগমন করার দরুণেই যীশুখৃস্টের অনুসারী সিরিয়ার অধিবাসীরা সত্যধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে ত্রিত্ববাদ বরণ করেছিল। সুতরাং একথা বলা বাহুল্য যে, মীর্যা সাহেবের মতবাদ অনুসারেই যীশুখৃস্টের মৃত্যু ত্রিত্ববাদ প্রচারিত হওয়ার কারণ বলে গণ্য হতে পারেনা। আল্লাহর জিজ্ঞাসার জওয়াবে হযরত ঈসার এ কৈফিয়ত কিকরে সঙ্গত হবে যে, "আমায় মৃত্যুদান করার পর আমার অনুসরীরা ধর্মভ্রষ্ট হয়েছিল বলে আমি তাদের বিবরণ অবগত নই"? বরং কাদিয়ানী মতবাদ সূত্রে তাঁর একথা বলাই কি সঙ্গত হবেনা যে, হে আল্লাহ, আপনি আমায় কাশ্‌মীরে প্রেরণ করেছিলেন বলেই তথায় ৮৭ বৎসর জীবিত থাকা সত্ত্বেও আমার অনুপস্থিতে সিরিয়ার খৃস্টানদের ধর্মভ্রষ্টতার বিবরণ অবগত থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি?

ফলকথা, "তাওয়াফ্‌ফী"র অর্থ কাদিয়ানী বন্ধুদের কথা মত 'মৃত্যু' ব্যতীত যদি অন্যকিছু না হয়, তা'হলে নিম্নোক্ত দ্বিবিধ পন্থার যেকোন একটি ওঁদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত: প্রথমতঃ হয় ওঁদের বলা উচিত যে, ওঁদের পয়গম্বর কর্তৃক বিরচিত হযরত ঈসার কাশ্‌মীরি উপাখ্যান একটা ভিত্তিহীন খোসগল্প বৈ কিছুই নয় আর একথা যদি মেনে নিতে ওঁদের আপত্তি থাকে, তাহ'লে ওঁদের প্রমাণিত করতে হবে যে, খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন এখানে কনীষ্ক রাজত্ব করতেন, তখন কাশ্‌মীরে খৃষ্টধর্ম স্বীকৃত আর ত্রিত্ববাদ প্রচলিত হয়েছিল।

মুসলমানরা মনে করেন, ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে হযরত ঈসা ধৃত হন আর জুডিয়ার শাসকগোষ্ঠি ওঁকে ক্রসে বিদ্ধ করে মেরে ফেলতে মনস্থ করে। আল্লাহ তাঁর নবীকে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে ঈসাকে জীবন্ত আকাশে উত্থিত করেছিলেন। ইহুদী আর জুডিয়ার শাসকগোষ্ঠি হযরত ঈসাকে ক্রসবিদ্ধ ও নিহত করতে সমর্থ হয়নি। খৃস্টধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ের বেসিলিডিয়ান (*Basilidians*) সিরিন্থিয়ান (*Cerinthians*) ও কার্পোক্রেসিয়ান (*Carpocratians*) প্রভৃতি

§ তুর্‌রেমন্‌সুর (২) ৩৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খৃস্টান ফির্কাগুলিও স্বীকার করেছে যে, যীশুখৃস্টকে ষড়যন্ত্রকারীরা ক্রুশে বিদ্ধ করতে বা মেরে ফেলতে পারেনি! * ইহুদীদের অভিমান ছিল, তারা হযরত ঈসাকে ক্রুসে বিদ্ধ করে নিহত করেছে আর কাদিয়ানী বন্ধুরা তাদেরই সুরে সুর মিলিয়ে ঈসার মৃত্যুর জয়গান করে-বেড়াচ্ছেন! কিন্তু কুরআনমজীদ ওঁদের আর ইহুদীদের কঠোর কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলেছে—আর এই যে ইহুদীরা বলে থাকে, আমরা আল্লাহর রসূল মরঈয়মের পুত্র ঈসাকে নিহত করেছি—অথচ ওরা ঈসাকে হত্যাও করেনাই, ক্রুশেও বিদ্ধ করতে সমর্থ হয়নাই, বস্তুতঃ ওদের ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। যারা হযরত ঈসা সম্বন্ধে মতভেদ করেছে, তারা ওঁর সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হয়েছে। অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া ওদের কাছে বাস্তবজ্ঞান কিছুই নেই। ওরা নিশ্চয়ই ঈসাকে নিহত করেনি, আল্লাহ ওঁকে আকাশে উত্থিত করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বলবান মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন—আন্‌নিসা, ১৫৭ ও ১৫৮ আয়ত।

وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ! وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم' وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه' مالهم به من علم الا اتباع الظن' وما قتلوه يقينا' بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما -

মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেবও بل رفعه الله اليه বাক্যের অন্তর্গত "ইলাইহে" শব্দের অর্থ 'ইলাস্‌সামা' 'আকাশে' গ্রহণ করেছেন। দেখুন "ইযালাতুল আওহাম" প্রভৃতি।

হযরত ঈসার মৃতদেহ আকাশে উত্থিত হয়েছিল, এমনকথা মুসলমান, খৃস্টান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে কেউ বলেনা। আর আকাশে উত্থিত হওয়ার পর তিনি পুনরায় দুনিয়ায় অবতরণ করেছিলেন, কুরআন ও সুন্নতে তার প্রমাণ নেই। হযরত ঈসার হাওয়ারীরা ওঁকে আকাশে উত্থিত হ'তে দেখেই ওঁর ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র হওয়ার ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন। সুতরাং ঈসার মৃত্যু ত্রিত্ববাদের উন্মেষক নয়, ওঁর আকাশে উত্তোলিত হওয়াই এই ভ্রান্তধারণা খৃস্টানদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ার প্রকৃত কারণ। অতএব "ফালাম্মা তাওয়াফফায়তানী"র অর্থ "যখন তুমি আমায় মৃত্যুদান করলে"র পরিবর্তে "যখন তুমি আমায় আকাশে উত্থিত করলে"—এই অর্থ গ্রহণ করাই অধিকতর সমীচীন। সুরায়-নিসার উল্লিখিত আয়তের শেষাংশে হযরত ঈসাকে আকাশে উত্থিত করাকে আল্লাহ তাঁর বলবান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হওয়ার নিদর্শন বলেছেন। ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুর ভিতর আল্লাহর কোন্ অসাধারণ বলবিক্রম ও প্রজ্ঞার পরিচয় রয়েছে?

فمالهؤلاء القوم' لايكادون يفقهون حديثا ؟

**　　**　　**

৩) "ওয়াফা" ধাতুরূপের বাবে তাফাঅউলে অর্থাৎ তাওয়াফ্‌ফী শব্দের মৃত্যু ছাড়া অন্যকোন অর্থ হতে পারেনা—কাদিয়ানী বন্ধুদের এ দাবী আরাবী ব্যাকরণে ওঁদের অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র! কোন বৈয়াকরণই একথা বলেননি। আমি "ওয়াফা" ধাতুর বিভিন্ন রূপ আর সেগুলির মসদরী অর্থ শিক্ষিত পাঠকদের প্রণিধানকল্পে নিম্নে সংকলিত করে দিলাম:

(ক) **সালাসী মুজার্‌রদ: ওয়াফা:** পূর্ণ হওয়া, নির্বাহ করা।

(১) হাদীসে আছে, আমি তুযখীদের একটি দলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের ওষ্ঠ কর্তিত হচ্ছিল, কর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কর্তিত ওষ্ঠ পূর্ণ হচ্ছিল,—লিসানুল আরব।

وفى الحديث : فمررت بقوم تقرض شفاههم كلما قرضت وفت اى تمت وطالت -

(২) ইব্‌নেতুক তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে—লিসানুল আরব ও মিস্‌বাহ।

اما ابن طوق فقد اوفى بذمته

(খ) **মযীদফীহ ইফ্‌আল: ইফা:** পূর্ণ করা, পুরোপুরি দেওয়া।

(১) ওহে বনী ঈস্রাঈল, তোমরা আমার কাছে প্রদত্ত তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা পূর্ণ কর্‌ব—কোরআন।

اوفوا بعهدى اوف بعهدكم

(২) তোমরা ওজন واوفوا الكيل والميزان

* জর্জ সেল, কোরআনের ইংরাজী অনুবাদ ৩৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আর দাঁড়িপাল্লাকে بالقسط ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে পূর্ণ কর — কোরআন-মজীদ।

اذ غدرت حسناء اوفت بعهدها
ومن عهدها ان لا يدوم لها عهد !

(৩) সুন্দরী প্রিয়সী যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন প্রকারান্তরে সে তার অঙ্গীকার প্রতিপালনই করে থাকে। কারণ অঙ্গীকারে স্থির না থাকাও তার অন্যতম অঙ্গীকার—মুতানাব্বী।

(গ) বাবে তফ্‌য়ীল : মস্‌দর তওফিয়া :

পূর্ণভাবে দেওয়া।

(১) আল্লাহ তাদের ليوفيهم اجورهم পুরস্কার পূর্ণ ভাবেই দিবেন—কোরআন মজীদ।

[২] আর ইবরাহীম وابراهيم الذى وفى - যিনি তাঁর কথা পূর্ণ করেছেন—কোরআন।

"লিসানুল আরবে" وفى بالشئ واوفى ووفى আছে, অর্থাৎ ওয়াফার بمعنى واحد - মুজাররদ আর বাবে ইফ্‌আল ও তফ্‌য়ীল, তিনটাই সমঅর্থবোধক।

(ঘ) বাবে ইসতিফআল : ইস্‌তিফা : পুরাপুরি গ্রহণ করা

(১) যখন তারা اذا اكتالوا على الناس يستوفون - লোকদের নিকট থেকে মেপে নেয় তখন পুরোপুরি গ্রহণ করে—কোরআন।

(২) আমি ওর توفيت منه دراهمى কাছ থেকে আমার টাকা পুরোপুরি বুঝে নিয়েছি।

এস্থলে উল্লেখ যোগ্য যে, উপরিউক্ত উদাহরণে ইস্‌তিফ্‌আলকে তাফাআ্‌উলের সমঅর্থক বলা হয়েছে। এই উদাহরণ তফ্‌সীর খাযিন ও তফ্‌সীর কবীর হ'তে উদ্ধৃত।

(ঙ) বাবে তাফাআ্‌উল : তাওয়াফ্‌ফী পুরাপুরি গ্রহণ করা।

(১) "ইস্‌তাও- استوفاه وتوفاه : استكمله ফাহো" আর "তাওয়াফ্‌ফাহো" উভয়ের অর্থ "আমি ও'কে পুরোপুরি গ্রহণ করলাম"—আসাসুলবলাগাহ, যমখ্‌শরী।

(২) "তাওয়াফ্‌ফায়তুল মালা ওয়াস্‌তাওফায়তুহু" ইহার অর্থ হইতেছে, توفيت المال منه واستو فيته اذا اخذته كله আমি তার নিকট থেকে আমার ধন পুরোপুরি গ্রহণ করলাম—লিসানুল আরব। "তাওয়াফ্‌ফা মিনহো" وتوفاه هو منه واستوفاه আর "ইস্‌তাওফাহো" لم يدع منه شيئا - উভয়ের অর্থ একই, অর্থাৎ সে পুরাপুরি গ্রহণ করলো, কিছুই পরিত্যাগ করলনা—লিসানুল আরব।

(৪) "তাওয়াফ্‌ توفيته واستو فيته ফায়তো" আর "ইস্‌- بمعنى - তাওফায়তো" উভয়ের অর্থ একই—মিস্‌বাহুলমুনীর।

(৫) ইস্‌তিফার استيفاء توفى : تمام অর্থ তাওয়াফ্‌ফা অর্থাৎ گرفتن حق সমস্ত পাওনা পুরোপুরি গ্রহণ করা—ছুরাহ।

(৬) "তাওয়াফ্‌ফায়তো" অর্থাৎ পুরোপুরি গণনা করেছি।

আমি দলের গণনা توفيت عدد القوم اذا পুরোপুরি ভাবে করেছি عدد تهم كلهم —লিসানুল আরব।

(১) "তাওয়াফ্‌ফী"'র রূপক অর্থ—ঘুমপাড়ান

[১] "ইয়াতাওয়াফ্‌ফাকুম" তোমাদের ঘুম পাড়িয়েদেন।

সেই আল্লাহ রাত্রি- وهو الذى يتوفاكم بالليل যোগে তোমাদের পুরোপুরি ধরে ফেলেন, অর্থাৎ ঘুম পাড়িয়েদেন—কুরআন মজীদ।

[২] আল্লাহই الله يتوفى الانفس حين পুরোপুরি গ্রহণ করেন موتها والتى لم تمت فى আত্মাসমূহকে, তাদের منامها - মৃত্যুকালে, আর যারা মরেনাই নিদ্রাকালে তাদের আত্মাকেও পুরোপুরি ধরে ফেলেন—কুরআন।

[৩] ঘুমের ফেরে- فلما توفاه رسول الكرى শ্‌তা যখন তাকে ধরে ফেললো। অর্থাৎ ঘুমিয়ে দিল। এস্থলে "তাওয়াফ্‌ফী"র রূপক অর্থ ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া কিন্তু আসল অর্থ হল পুরোপুরি ধারণ করা—লিসানুল-আরব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[ছ] রূপক অর্থ মৃত্যুদান করা।

[১] বলুন, মও- قل يتوفا كم ملك الموت তের ফেরেশ্‌তা তোমাদের মৃত্যুদান করবে—কুরআন।

[২] যতদিন-না حتى يتوفا هن الموت মৃত্যু তাদের আকর্ষণ করে—কুরআন।

"তাওয়াফ্‌ফী"র অর্থ মৃত্যু রূপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। মৃত্যু আসল অর্থ নয়। আরাবী সাহিত্যের ইমাম আল্লামা যমখ্‌শরী তাঁর 'আসাসুল বালাগাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, "তাওয়াফ্‌ফী" ومن المجاز توفى فلان وتوفاه الله وادركته الوفاة. যখন রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হয় মৃত্যু। যেমন 'তুওফ্‌ফী ফুলানুন—অমুক মারা গেছে'। 'তাওয়াফ্‌ফাহুল্লাহ,—আল্লাহ তাকে মৃত্যুদান করেছেন। 'আদ্‌রাকাত্‌হুল ওয়াফাতো'—মৃত্যু তার সাক্ষাৎলাভ করেছে। লিসানুল আরবে এর কারণ বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির توفي الميت استيفاء مدته التى وفيت له 'তাওয়াফ্‌ফী'র তাৎপর্য হচ্ছে—তার অবধারিত وعدد ايامه وشهوره واعوامه فى الدنيا - সময়, দুনিয়ায় বাস করার দিন, মাস ও বৎসরগুলির গণনা পূর্ণ হওয়া।

ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী ও কাযী বয়যাভী ও আল্লামা খাযিন প্রভৃতি ان التوفى اخذ الشئ وافيا সমস্বরে বলেছেন— "তাওয়াফ্‌ফী"র আসল অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুকে পুরোপুরি গ্রহণ করা—দেখ কবীর, [আলেইমরান] ও খাযিন প্রভৃতি।

সুতরাং রূপক অর্থের জন্য তার আসল অর্থ বর্জন করা বিদ্বানদের রীতি নয়। 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী'র অর্থ যদি "যখন তুমি আমায় মৃত্যুদান করলে"—গ্রহণ করা হয়, তাহলে এটা রূপক অর্থই হবে আর "তুমি আমায় পুরোপুরি গ্রহণ করলে" অর্থ গ্রহণ করলে যথার্থ অর্থই গ্রহণ করা হবে। শুধু নিজের বিদ পালনের জন্য অকারণে শব্দের যথার্থ অর্থ বর্জন করা আর রূপক অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত হবেনা।

আমি "ওয়াফা" ধাতুর বিভিন্ন বাবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আর সেগুলির অর্থ ও প্রয়োগ কোরআন মজীদ আর আরাবী ভাষার বিশ্বস্ত সাহিত্যিকগণের উক্তি আর প্রামাণ্য অভিধানগ্রন্থসমূহের উল্লেখ সহকারে সমুপস্থিত করেছি। আমি প্রতিপন্ন করেছি যে, বাবে তাফাঅ্‌উলে 'তাওয়াফ্‌ফী' শব্দের প্রকৃত অর্থ "পুরোপুরি গ্রহণ করা," মৃত্যুদান করা নয়। মৃত্যুদান করা ওর রূপক অর্থ মাত্র। সুতরাং আসল অর্থের মুকাবিলায় রূপক অর্থের আশ্রয় গ্রহণ করা অন্যায় ও অযৌক্তিক। এর পরও কাদিয়ানী বন্ধুরা যদি গলাবাজী করেন আর টাকার বড়াই দেখান আর বলতে থাকেন যে 'তাওয়াফ্‌ফায়তানী'র অর্থ আমাকে 'মারিলে' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেনা,' তাহলে এ হঠকারিতার কোন জওয়াব দেওয়া আহ্‌লেসুন্নত ওয়াল জামাআতের বিদ্বানগণ আবশ্যক মনে করবেননা। চলতিপথে কাদিয়ানী বন্ধুদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, ওঁদের নবী জনাব মীর্যা সাহেব তাঁর "আইনায় কামালাতে"র ৫৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "ইস্‌তাওফানী"। এই বাক্যের ফায়েল আল্লাহ আর স্বয়ং মীর্যা সাহেব মফ্‌উল যবীল অকূল। তাওয়াফ্‌ফী আর ইস্‌তিফার অর্থ যে একই, সেকথা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে মীর্যা সাহেবের এ কথার অর্থ কি? একথার অর্থ কি আল্লাহ "আমায় মেরেছেন"?

৪] বুখারীর যে হাদীসটি কাদিয়ানী সাহেবান অনুদিত করেছেন তার মধ্যেও তাঁরা তাঁদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে প্রতারণা চালিয়েছেন। বুখারীতে আছে— রসূলুল্লাহ [দঃ] বলেছেন, কিয়ামতে আমি বলব, যেরূপ আল্লাহর সাধু বান্দা হযরত ঈসা বলেছেন। কাদিয়ানী সাহেবান তর্জমা করেছেন, "আমি কিয়ামতে আল্লাহর সালেহ বান্দা হযরত ঈসারই উত্তর দিব"। "যেরূপ হযরত ঈসা বলেছেন" আর "হযরত ঈসারই উত্তর" কি এক কথা? "মা কালা" আর "কামা কালা" উভয়ের অর্থ কি একই? মুশ্‌কিল এই, কাদিয়ানী সাহেবান আরাবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের সঙ্গে বৈরীভাব পোষণ করা সত্ত্বেও বিদ্যা জাহির করার বেলায় দিগ্বিজয়ী হ'য়ে পড়েন। ওঁরা যে অর্থ করেছেন, যদি রসূলুল্লাহর [দঃ] সেই কথা বলাই অভিপ্রেত হ'ত, তাহ'লে তিনি বলতেন, فاقول ماقال العبد

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাধুবান্দা যা বলেছেন الصالح আমি তাই বল্‌ব। আলোচ্য আয়তেই এর নযীর রয়েছে। হযরত ঈসা ماقلت لهم الا ما امرتنى بـه বল্‌বেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমায় যা বল্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন, আমি সেকথা ছাড়া, অন্য কিছু বলিনি"। কিন্তু একথা না বলে রসূলুল্লাহ [দঃ] বলেছেন, اقول كما قال العبد الصالح আমি হযরত ঈসার মত বল্‌ব। "কাফ, তশ্‌বীহ" উপমা বাচক অব্যয়। উপমা আর উপমেয় যে সর্বতোভাবে অভিন্ন হয়না, এটুকু অনুধ্যান করার মত কাণ্ডজ্ঞান যাদের নেই, বিদ্বানদের চ্যালেঞ্জ করা তাদের পক্ষেই শোভনীয়! "ওর মত আমিও যাব" একথায় অর্থ এ-নয় যে ও যেস্থানে যাবে, আমিও সেস্থানে যাব। যাও-য়ার উপমা দিয়ে গন্তব্য স্থানের অভিন্নতা কল্পনা করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। হযরত ঈসার "তাওয়াফ্‌ফী" আর রসূলুল্লাহর [দঃ] "তাওয়াফ্‌ফী"র মধ্যে একটি সৌসাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু পূর্ণ সৌসাদৃশ্য নেই। হয-রত ঈসার 'ওফাত' আকাশে আরোহনের সাহায্যে আর রসূলুল্লাহর [দঃ] 'ওফাত' মৃত্যুর সাহায্যে হয়েছে। উভয়-কেই আল্লাহ পরিপূর্ণরূপে ধারণ করেছেন।

৫) মনে হয়, হযরত ঈসাকে আকাশে উত্তোলিত আর রসূলুল্লাহ (দঃ) কে মৃত্যুদান করায় কাদিয়ানী বন্ধুরা খুব দুঃখিত। কিন্তু দুঃখের কারণ তাঁরা বলেননি। কোন পুরুষের সংস্পর্শে না এসেই মা মেরী হযরত ঈসা-কে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, আর আমাদের আখেরী নবী [দঃ] জনাব অবদুলমুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহর ঔরসে জন্মলাভ করেছিলেন, এটাও কি দুঃখের বিষয় নয়? কিন্তু আহ্‌লেসুন্নতগণ এসব বিষয়ে দুঃখ বোধ করেননা। সামুদ্রিক উদ্ভিদকে সমুদ্রের বুকে আর মুক্তাকে সমুদ্রগর্ভে দেখে দুঃখ বোধ করার কোন হেতুবাদ থাক্‌তে পারেনা। স্মরণ রাখা উচিত, আমা-দের নবীর (দঃ) আবির্ভাব বৈজ্ঞানিক যুগের অভ্যুদয়-কালে ঘটেছিল। তিনি অধ্যাত্মবাদকে জড়বাদের সঙ্গে সমাহিত করেছিলেন, অলৌকিকতাকে তিনি তাঁর সত্য-তার একমাত্র অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেননি আর ত্রিশ তং-কার বিনিময়ে তাঁকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করার জন্য ঈসার হাওয়ারীদের মত তাঁর একজন সাহাবীও ছিলেননা। একমাত্র এই ঐতিহাসিক মহানবীর [দঃ] বিশ্রামাগার দুনিয়ার পিঠে দৃশ্যমান করে রাখা হয়েছে। তাঁকে আকাশে উত্তোলিত করার কি প্রয়োজন হতে পারে? তার পর প্রত্যেক নবীর একজন করে সুসংবাদদাতা আর একজন করে তাঁর সত্যতা প্রমাণকারী আবশ্যক। রসূলুল্লাহ (দঃ) কে শেষ নবী করা হয়েছে, কাজেই কোন নূতন নবীর আবির্ভাব সম্ভবপর নয়। সুতরাং হযরতের [দঃ] তস্‌দী-কের জন্য তাঁর মুবাশ্‌শির হযরত ঈসাকেই পুনরাগমন করতে হবে। হযরত ঈসাকে মৃত সাব্যস্ত কর্‌তে না পার্‌লে কাদিয়ানী বন্ধুদের পক্ষে নূতন নবী মীর্যা সাহে-বের নবুওত আমদানি করা মুশ্‌কিল। তাই তাঁদের দাবী-কে তাঁরা যে ত্রিত্ববাদের গোলকধাঁধার ভিতর খাড়া করে-ছেন, তার প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে হযরত ঈসার মৃত্যু প্রমাণিত করা। কিন্তু তাঁরা আজতক তাঁদের দাবীর একটিও অকাট্য প্রমাণ দিতে পারেননি। বরং জস্টিস মুনিরের কাছে তাঁদের বর্তমান খলীফা যে বিবৃতি প্রদান করেছেন, তাতে নূতন নবুওতের ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে উঠেছে।

আমার লেখার জওয়াবে কাদিয়ানী সাহেবান বিদ্বানদের অবলম্বিত রীতি অনুসারে অগ্রসর হ'লে আমিও ইন্‌শাআল্লাহ তাঁদের খিদ্‌মতে হাযির হব। নতুবা আবোলতাবোল, শ্লেষ আর কটূক্তির তাঁরা কোন প্রত্যুত্তরই পাবেননা—ওয়াস্‌সালামো আলা মানিত্‌তাবা-আল হুদা।

www.ahlehadeethbd.org

পথভ্রষ্ট

—আতাউল হক

তোমরা যে দেশ গড়িছ হেথায়
হয়নি তা' মোর মনের মত ;
বাহিরে ইহার সোনার বরণ
ভিতরে ইহার পুরীষ কত !

বনানীর বুকে মহাকাল দে'খে
পরিতৃপ্ত নয় আমার হিয়া ;
কঠিন এ মন খুশী হ'তে চায়
মঞ্জুষায় নয়—মাণিক নিয়া !

তোমাদের দেশে সৌধরাজী রাজে,
কলে ছেয়ে গেছে তামাম মাটী ;—
কলে চাষ হয়, কলে কাটে ধান,
কলেই আবার বাঁধিছে আঁটী !

নভ তোমাদের হাতেরই কাছে,
বিশ্ব-প্রান্ত আর নয় ক' দূরে ;
তোমরা যা' কর নাহি তার তুল্',
নাহি বুঝি তাহা স্বরগ-পুরে !

তবু তব দেশে আমার পরাণ,
আমার নয়ন হয়না খুশী ;
এমন সোনার দেশ গড়িয়াছ,
তবু বারে বারে তোমারে ঘৃষি !

বাহির গড়েছ সোনার বরণে ;
ঠু'লে খু'লে দেখি—'মাকাল ফল' !
ভিতরটা কাল—এই কাল রঙ্
নয়নে আমার এনেছে জল !

আমার এ-চোখে ঝিনুকই ভাল—
বাহির বে-রঙ্, ভিতরে মণি ;
তাই ত জীবন বিপন্ন করিয়া
সাগরে ডুবিয়া ঝিনুক আনি !

এ কেমন ভুল ? মাণিক চিননা ?—
গড়িতেছ দেহ, গড় না মন !
সুর কাঁদে মাঠে, সেদিকে না চেয়ে
তোমরা গড়িবে বাঁশীর বন !

আপনার মন জিনিতে অক্ষম,
জয় জয় ক'রে পাগল তুমি ;
বিশ্ব জয় ক'রে লাভ কিবা বল
আত্মজয় যদি রহিল থামি ?

চিত্ত ডু'বে গেল জংলা ঘাসে ভাই,
আকাশ জিনিতে ছুটিছ তুমি ;
দেখনা, মানব দানবের বেশে
রক্ত-রাঙা করে মোদের ভূমি !

সোনার বাক্সে মৃত্তিকা রাখিয়া
লজ্জিত হ'বে না, তরুণ বীর ?
মাটীর বাক্সে মাণিক রাখিয়া
উন্নত কর না তোমার শির !

নবীর শিরে যে মুকুট ছিলনা,
নবী কি ছিল না ধরার রাজা ?
মুকুটে ভূষণে কী হইবে ভাই,
চিত্ত-বিয়াবন কুসুমে সাজা !

www.ahlehadeethbd.org

সামরিক আইনের নির্দেশাবলী

বিগত ৭ই অক্টোবর [১৯৫৮] রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। পাকশাসনতন্ত্রকে বাতিল করিয়া পুরাতন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্‌কান্দার মীর্যা পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে সামরিক আইনের চীফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করিয়াছেন। সামরিক আইনের চীফ্ এডমিনিষ্ট্রেটর সামরিক আইনের নিম্নোক্ত বিধি-নির্দেশাবলী জারী করিয়াছেন :—

যেহেতু সামরিক আইন ঘোষণা করা হইয়াছে এবং পাকিস্তানের সীমানার অন্তর্বর্তী এলাকায় ইহা বলবৎ রহিয়াছে, সেহেতু আমি, পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সামরিক আইনের চীফ এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছে যে, পাকিস্তানে নিম্নোক্ত বিধি-নির্দেশাবলী অনুসরণ করা হইবে :—

১ম অধ্যায়

১ নং

সমগ্র পাকিস্তান 'সামরিক আইন এলাকা' বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ক) সামরিক আইন নিম্নোক্ত অঞ্চলে ভাগ করা হইবে :—

(১) "ক" অঞ্চল : মালির সহ করাচী কেন্দ্র-শাসিত এলাকা,

(২) "খ" অঞ্চল : উপরোক্ত এলাকা বাদে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান,

(৩) "গ" অঞ্চল : সমগ্র পূর্বপাকিস্তান।

"খ" এতদ্বারা পাক সেনাবাহিনীর নিম্নোক্ত কমাণ্ডারগণকে নিজ নিজ এলাকায় সামরিক আইনের এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করা হইল :—

"ক" অঞ্চল : মেজর জেনারেল মালিক শের বাহাদুর,

"খ" অঞ্চল : লেফট্যানেণ্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান,

"গ" অঞ্চল : মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ওমরাও খান।

(গ) এই বিধি-নির্দেশাবলী এবং অতঃপর সামরিক আইন আদেশাবলী ও সামরিক আইন নির্দেশাবলী বলিয়া অভিহিত অতিরিক্ত বিধি-নির্দেশ অনুযায়ী আদেশ আমা কর্তৃক, যেকোন এডমিনিষ্ট্রেটর কর্তৃক বা আমা কর্তৃক ক্ষমতা-প্রাপ্ত যেকোন অফিসার কর্তৃক জারী করা হইবে।

১ নং ক

(ক) বিশেষ আদালত।

ফৌজদারী আইনের এখ্‌তিয়ারভুক্ত বিশেষ আদালতসমূহ নিম্নোক্ত শ্রেণীর হইবে :—

(১) বিশেষ সামরিক আদালত,

(২) সরাসরি বিচারের জন্য সামরিক আদালত।

সামরিক আইনের বিধি-নির্দেশ বা আদেশ-লঙ্ঘনকারী, কিম্বা প্রচলিত সাধারণ আইনে দণ্ডনীয় ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের অধিকার বিশেষ সামরিক আদালত ও সরাসরি বিচারের জন্য গঠিত সামরিক আদালতের থাকিবে।

প্রচলিত সাধারণ আইনানুসারে গঠিত ফৌজদারী আদালতেও সাধারণ আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ এবং সামরিক আইনের বিধি-নির্দেশ-ভঙ্গজনিত অপরাধে অপরাধী যেকোন ব্যক্তির বিচার ও শাস্তিবিধান করা যাইবে।

(খ) বিশেষ সামরিক আদালত।

উক্ত সামরিক আইনের বিধি-নির্দেশাবলী প্রযুক্ত যেকোন এলাকায় অনুষ্ঠিত যেকোন অপরাধের বিচার ও শাস্তি বিধানের জন্য সামরিক আইন এডমিনিষ্ট্রেটরগণ স্বীয় শাসনভুক্ত এলা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কায় বিশেষ সামরিক আদালত গঠন করিতে পারিবেন; তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপরিবর্ণিত সাধারণ আইন বলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তৎকালে প্রচলিত বিশেষ আইনও বুঝাইবে। উক্ত বিধি-নির্দেশাবলী শর্তসাপেক্ষে, বিশেষ সামরিক আদালতসমূহ ১৯৫২ সালের পাকিস্তান আর্মি আইনানুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে গঠিত সাধারণ সামরিক আদালতের ন্যায় একই পদ্ধতিতে গঠিত হইবে এবং ঐসব আদালতের অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে এবং উপরোক্ত আইনের বিধান ও তদনুযায়ী প্রণীত নিয়ম-নির্দেশগুলি ঐসব আদালতে প্রযোজ্য হইবে ও উক্ত আদালতের কার্যবিধি নিয়ন্ত্রন করিবে; তবে নিম্নোক্ত শর্তগুলি এই ব্যাপারে পালন করিতে হইবে :—

(১) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের বা দায়রা জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন ব্যক্তিকে উক্ত আদালতে বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) উক্ত আদালত প্রচলিত আইন মোতাবেক অথবা উক্ত বিধিনির্দেশ অনুমোদিত যেকোন শাস্তি বিধান করিতে পারিবেন,

(৩) সর্বপ্রকার মৃত্যুদণ্ড, সামরিক আইনের যেকোন এডমিনিষ্ট্রেটরের (তাঁহার পদমর্যাদা যাহাই হউক না কেন) অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে।

(গ) সরাসরি বিচারের জন্য গঠিত সামরিক আদালত।

সামরিক আইনের এডমিনিষ্ট্রেটর তাঁহার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বলে স্বীয় শাসনাধীন এলাকায় সংঘটিত যেকোন অপরাধের বিচারক্ষমতা সরাসরি বিচাবের জন্য বিশেষ ভাবে নির্বাচিত প্রধম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পাকিস্তান স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর যেকোন অফিসারের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

উক্ত বিধি-নির্দেশাবলীর সর্তসাপেক্ষে সরাসরি বিচারের জন্য গঠিত সামরিক আদালতে ১৯৫২ সালের পাকিস্তান আর্মি আইনবলে গঠিত সাধারণ 'কোর্টমার্শালের' অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং অনুরূপ বিচার-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে। ঐসব আদালতে উক্ত আইনের বিধানসমূহ এবং ঐ আইন অনুযায়ী বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন প্রযোজ্য ও কার্যকরী হইবে; তবে নিম্নোক্ত সর্তগুলি এই ক্ষেত্রে পালন করিতে হইবে :—

(১) বিচার কালে অন্য কোন অফিসারের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবেনা।

(২) সাক্ষ্যপ্রমাণের স্মারকলিপি লিপিবদ্ধ করা বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা ছাড়া আদালতের আর কিছু লিপিবদ্ধ করিতে হইবেনা।

(৩) উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা না করিয়াই আদালত যেকোন অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন,

(৪) প্রাণদণ্ড, দীপান্তর অথবা এক বৎসরের অধিক কারাদণ্ড কিম্বা ১৫ ঘা'র অধিক বেত্রদণ্ড ছাড়া আদালত প্রচলিত আইন কিম্বা উক্ত বিধি-নির্দেশাবলী মোতাবেক যেকোন দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন।

(৫) প্রত্যেক সরাসরি বিচারের জন্য গঠিত আদালতে অনুষ্ঠিত বিচারের নথিপত্র অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার সামরিক আইনের এডমিনিষ্ট্রেটরের পর্য্যালোচনার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

সামরিক আইনের এডমিনিষ্ট্রেটর সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বলে সরাসরি বিচারের জন্য গঠিত আদালতসমূহে বিচার্য্য মামলা বিলিবণ্টন সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২ নং

উক্ত বিধি-নির্দেশাবলীতে যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, প্রচলিত আইনানুযায়ী গঠিত ফৌজদারী আদালতসমূহে সাধারণ আইন কিম্বা উক্ত বিধি-নির্দেশ মোতাবেক সর্বপ্রকার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের বিচারের ক্ষমতা পূর্ববৎ বহাল থাকিবে।

৩ নং

শাস্তি

(ক) নিম্নোক্ত মান অনুসারে শাস্তি প্রদত্ত হইবে :—

১। মৃত্যুদণ্ড।

২। যাবজ্জীবন অথবা অন্যূন ৭ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর।

৩। কারাদণ্ড, অনুর্দ্ধ ১৪ বৎসরের জন্য।

৪। বেত্রাঘাত ৩০ ঘা'র অনুর্দ্ধ। স্ত্রীলোক অথবা ৪৫ বৎসরের উর্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি এই শাস্তি প্রযোজ্য হইবেনা।

৫। অর্থদণ্ড সর্বোচ্চ পরিমাণ উল্লিখিত না হইলে পরিমাণ অনির্দিষ্ট।

৬। সম্পত্তি বাজেয়াফত করণ, সম্পূর্ণ অথবা আংশিক, অথবা সম্পত্তি বিনষ্ট করণ, সম্পূর্ণ অথবা আংশিক। যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াফত করা বা বিনষ্ট করার প্রশ্ন দেখা দিবে, সেক্ষেত্রে এই শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে-কোন সম্পত্তির উপর প্রযোজ্য হইবে।

ফাঁসির সাহায্যে মৃতদণ্ড দেওয়া হইবে।

(খ) নিম্নোক্তভাবে উপরোক্ত শাস্তিসমূহের সংযুক্তি করণের অনুমতি দেওয়া হইতেছে :

(১) এর সহিত (৫) এবং/অথবা (৬),

(২) অথবা (৩) এর সহিত (৪), (৫) এবং (৬) এর যেকোন একটি অথবা একাধিক।

(৪) এর সহিত (৫) এবং/অথবা (৬)।

(গ) প্রতিটি অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিধির শেষে এই বিধি ভঙ্গের জন্য শাস্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই সর্বোচ্চ শাস্তি। অন্য কোনরূপ উল্লেখ না থাকিলে এই অপরাধের জন্য যে কোন শাস্তি অথবা অনুমোদিত সংযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাইবে। তবে এই শাস্তির কোন অংশই শাস্তির মানানুসারে সর্বোচ্চ শাস্তির বেশী হইতে পারিবেনা।

(ঘ) এই সকল বিধিতে—

(১) আইন ভঙ্গকারী বলিতে পাকিস্তানের যেকোন বহিঃশত্রু এবং যেকোন বিদ্রোহী অথবা দাঙ্গাকারী এবং যেকোন শত্রুপক্ষের চরকে বুঝাইবে।

(২) "পাকিস্থান সামরিক বাহিনী" বলিতে পাকিস্তানের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীকে বুঝাইবে।

৪ নং

আমা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর অফিসার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সামরিক আইন সম্পর্কিত কোন বিষয় পাকিস্তানস্থ বেতার, ছাপাখানা এবং টেলিগ্রাফ অফিসের মারফত যথাক্রমে প্রচার, প্রকাশ এবং টেলিগ্রাম করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সামরিক আইনের এডমিনিষ্ট্রেটর কর্তৃক সেন্সর করাইয়া লইতে হইবে। এই বিধান লঙ্ঘন করা উক্ত বিধিনির্দেশানুসারে দণ্ডনীয়।

সর্বোচ্চ সাজা ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

৫ নং

কোন ব্যক্তি উক্ত বিধি-নির্দেশাবলীর যে-কোন বিধান লঙ্ঘনের চেষ্টা করিলে বা লঙ্ঘনে সহায়তা করিলে উক্ত বিধান লঙ্ঘনকারীর তুল্য দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৬ নং

যদি কোন ব্যক্তি আইনভঙ্গকারী ব্যক্তিদের সহায়তাকল্পে এমন কোন কিছু করে, যাহা আইনভঙ্গকারীকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বা তাহাদের কার্যে সহায়ক হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, কিম্বা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা জীবনবিপন্ন করিতে পারে, তাহাহইলে উক্ত ব্যক্তির একমাত্র সাজা মৃত্যুদণ্ড।

৭ নং

যদি কোন ব্যক্তি আইনভঙ্গকারীদের সহিত যোগদান করে বা যোগদানের চেষ্টা করে, তাহা-হইলে উক্ত ব্যক্তির একমাত্র সাজা মৃত্যুদণ্ড।

৮ নং

কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক সরকারী সম্পত্তি অথবা সরকারী কার্য্যে ব্যবহৃত বা পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কিম্বা বে-সামরিক জনসাধারণের রসদ সরবরাহের কার্য্যে নিয়োজিত সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

৯ নং

কেহ লুটতরাজ করিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

ব্যাখ্যা :—লুটতরাজ বলিতে (ক) আইন ভঙ্গকারীদের আক্রমণ বা আক্রমণ আশংকা কিম্বা সন্ত্রাস বা দাঙ্গার ফলে জনসাধারণের শান্তি-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হওয়ার কালে (খ) নিষ্প্রদীপের সময় বা যেসময় আলো হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা হয় সে সময়ে (গ) যুদ্ধাবস্থার ফলে পরি-ত্যক্ত বা অরক্ষিত সম্পত্তি (ঘ) যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কিম্বা সামরিক প্রয়োজনে ধ্বংস বা পরিত্যক্ত গৃহে চুরি বুঝাইবে।

১০ নং

পাকিস্তান দণ্ডবিধিতে ডাকাতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, কোন ব্যক্তি এরূপ ডাকাতিতে লিপ্ত হইতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড।

১১ নং

কোন ব্যক্তি আইন-ভঙ্গকারীকে সংবাদ সরবরাহ করিয়া অথবা তাহাকে আশ্রয়, খাদ্য, পানীয়, অর্থ, বস্ত্রাদি, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, মাল-পত্র, পশুখাদ্য অথবা যাতায়াতের যানবাহন প্রদান করিয়া কিম্বা অন্য কোনপ্রকারে তাহাকে গ্রেফতার এড়াইয়া যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

১২ নং

কোন ব্যক্তি আইনসঙ্গত লাইসেন্স ব্যতীত কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফো-রক দ্রব্য অথবা তরবারী রাখিতে পারিবেনা বা তৈরী করিতে পারিবেনা। এডমিনিষ্ট্রেটরগণ যে কোনপ্রকার অস্ত্র (যেগুলির লাইসেন্স থাকিবে সেগুলি সহ) বহন কিম্বা নিজের কাছে রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারেন। অবশ্য এডমিনিষ্ট্রেটর কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ পারমিটের কথা স্বতন্ত্র, সেক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবেনা। এই জাতীয় পারমিটের আওতা-বহির্ভূত সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এডমিনিষ্ট্রেটরের নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তা-ন্তর করিতে হইবে। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

১৩ নং

যেকোন ব্যক্তি আমার অধীনস্থ অথবা বে-সামরিক বাহিনীর কোন ব্যক্তিকে অথবা কোন সরকারী কর্মচারীকে আক্রমণ, বাধাদান অথবা আঘাত প্রদান করে; কিংবা আক্রান্ত, প্রতিহত, অথবা জখম করিতে সাহায্য করে, তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। সর্বোচ্চ শাস্তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মৃত্যুদণ্ড।

১৪ নং

যেকোন ব্যক্তি আইন অমান্যকারীদিগকে দেখে অথবা তাহাদের সংস্পর্শে আসে, কিম্বা আইন অমান্যকারীদের গতিবিধি অথবা ঠিকানা সম্বন্ধে অবগত আছে, কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকে নিকটতম সামরিক অথবা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্বক এই ব্যাপারে গাফলতী করিলে দণ্ডনীয় হইবে। সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

১৫ নং

কোন ব্যক্তি রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, খাল, বিমানবন্দর, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারের যন্ত্রপাতি অথবা অন্য যেকোন সরকারী সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত, বিকৃতিকরণ অথবা ঐগুলির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

১৬ নং

কোন ব্যক্তি (ক) এই সমস্ত বিধি অনুযায়ী তৈরী সামরিক আইনের নির্দেশ অমান্য অথবা অবহেলা করিতে পারিবে না; অথবা (খ) সামরিক আইন অনুসারে প্রদত্ত কর্তব্য সম্পাদন কালে কোন ব্যক্তির কাজে কোনও প্রকারে বাধা দান, বিঘ্ন সৃষ্টি অথবা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেনা; অথবা

(গ) সামরিক আইনের অধীনে পাস বা পারমিট পাওয়ার উদ্দেশ্যে কেহ জানিয়া শুনিয়া অথবা অসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া মিথ্যা বিবৃতি দিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

১৭ নং

কোন ব্যক্তি সামরিক আইন অনুসারে নিম্নলিখিত কোনও নোটিশ বিনষ্ট মোচা অপসারণ অথবা কোনও প্রকারে বিকৃত করিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বৎসর কারাদণ্ড।

১৮ নং

প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সঠিক নাম ও ঠিকানা প্রদান করিতে হইবে এবং তাহার পারমিট বা পাস কোন সামরিক বা বেসামরিক অফিসার অথবা কোন সৈনিক বা পুলিশের নিকট দাখিল করিতে হইবে। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

১৯ নং

এই সমস্ত বিধি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত কোন তদন্ত বা বিচারে কেহ ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অথবা সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

২০ নং

কোন ব্যক্তি এরূপ কোন কার্য্য করিতে অথবা এমন কোন ত্রুটির জন্য দায়ী হইতে অথবা এমন কোন বক্তৃতা দিতে পারিবে না—যাহা (ক) সুশৃংখলা বা জননিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর; অথবা (খ) আমার অধীনস্থ বাহিনীর গতিবিধি বিপথগামী বা ব্যাহত, অথবা তাহার সাফল্য নষ্ট করিতে পারে। সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

২১ নং

কোন ব্যক্তি, সিণ্ডিকেট অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চালু আইন এবং এই সমস্ত বিধি অনুসারে কোন আদেশকে ভঙ্গ করিয়া খাদ্যশস্য মওজুদ করিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

২২ নং

সমস্ত রকম খাদ্যের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভেজাল মিশ্রিত করা দণ্ডনীয়। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৩ নং

কেহ কোন রকমের ঔষধপত্র মওজুদ রাখিতে অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঔষধে মিশ্রণ ব্যবহার করিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৪ নং

কেহ জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক বা হতাশা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ অথবা সামরিক বা পুলিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অসন্তোষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুখের কথা দ্বারা অথবা লিখিতভাবে অথবা সঙ্কেত দ্বারা কিংবা অন্য কোন ভাবে কোন সংবাদ প্রচার করিতে পারিবে না। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৫ নং

কেহ জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য মওজুদ করিতে পারিবেনা অথবা কোন সামরিক বা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে তাহার মওজুদ বাণিজ্যদ্রব্যের পরিমাণের কথা বলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেনা; ইহার অন্যথায় দণ্ডনীয় হইতে হইবে। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৬ নং

কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বা মালের চোরাবাজারী করিতে পারিবেনা। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৭ নং

সমস্ত রকমের চোরাচালান নিষিদ্ধ। চোরাচালান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে অথবা কোন চোরাচালানকারীকে অর্থ, মাল, আশ্রয়, খাদ্য, পানীয়, যাতায়াতব্যবস্থা অথবা অন্য যেকোন প্রকারের সাহায্য করিলে অথবা চোরাচালানকারীদের কোন সংবাদ গোপন রাখিলে অথবা এই সমস্ত সংবাদ সামরিক এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছাইতে অসমর্থ হইলে দণ্ডনীয় হইবে: সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

২৮ নং

ছেলে ধরা এবং স্ত্রীলোক অপহরণ করা দণ্ডনীয়। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

২৯ নং

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘট এবং আন্দোলন নিষিদ্ধ। যে কেহ ধর্মঘট করে, অথবা ধর্মঘট করিতে সাহায্য করে, অথবা কোন ধর্মঘটের প্রচারণা চালায় তাহারা দণ্ডনীয় হইবে। সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(স্বাঃ) জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান,
এইচ, জে,
পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
এবং পাকিস্তানে সামরিক আইনের চীফ্
এডমিনিষ্ট্রেটর।

স্থান—করাচী

তারিখ—৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮।

পাকিস্তান সামরিক আইনের সর্ব্বাধিনায়ক
এবং পাকিস্তানে সামরিক আইনের চীফ্
এডমিনিষ্ট্রেটরের আদেশ—

এম, এইচ্, আলী
ডেপুটী সামরিক আইন এড্মিনিষ্ট্রেটর এবং
পূর্বকাকিস্তান সরকারের চীফ সেক্রেটারী

ঢাকা

৯-১০-১৯৫৮।

সংশোধনী

১৫ই অক্টোবর করাচীর প্রচার ও বেতার দফ্তর হইতে প্রকাশিত ইশ্তিহারে বলা হইয়াছে, পাক-সামরিক সরকার আভ্যন্তরীণ ও বিদেশগামী সংবাদপত্রের প্রি-সেন্সরশিপের আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব সামরিক আইনের ৪ নং বিধি আর কার্যকরী হইবেনা।

www.ahlehadeethbd.org

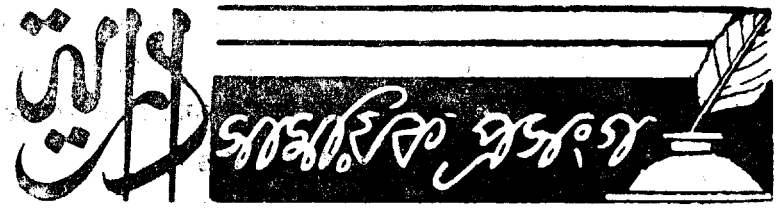

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ইস্‌লাম কুরআন-রসূল কম্যুনিষ্ট দৃষ্টিতে

পাকিস্তানে এক শ্রেণীর লোক উঠিতে বসিতে কম্যুনিস্ট দৃষ্টিভংগীর জয়গান করিতে থাকে, কম্যুনিজ্‌মের উদারতা ও সাম্যবাদকে কেহ কেহ ইস্‌লামের উন্নত সংস্করণ বলিয়া অত্যুক্তি করিতেও পশ্চাদ্‌বর্তী হয়না। কিন্তু মুখের কথায় থৈ ফোটেনা! কম্যুনিজ্‌ম ইসলাম, কোর্‌আন আর উহাদের বাহক মানবমুকুট হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) কেবল দুশ্‌মনই নয়, উহা এই শত্রুভাবকে রুষের বিশাল সাম্রাজ্যে বিশেষতঃ উহার মুস্‌লিমঅধ্যুষিত অঞ্চলগুলির প্রত্যেক প্রান্তে বিস্তার করিতে আর রুষীয় মুসলিম বালক ও যুবকদের অন্তরে ইস্‌লামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব জাগ্রত করিতে কি-ভাবে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহা সূর্যের আলোর মতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জড়বিজ্ঞানের বদওলতে ধর্ম ও ধর্মপ্রচারকদের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য পাশ্চাত্য জীবনদর্শ-নের অন্যতম অঙ্গ হইয়া পড়িলেও ইস্‌লামের শত্রুতায় সোবিয়েত রাষ্ট্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল দেশ ও সমাজকে টেকা মারিয়াছে। "বলশিয়া সোবিয়েত স্কাবা ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া" রুষের এক বিরাট তথ্যবহুল গ্রন্থ। গ্রন্থখানার দ্বিতীয় সংস্করণ ৫১ খণ্ডে সম্পূর্ণ। গবেষণার দিক দিয়া এই বিরাট গ্রন্থ কম্যুনিস্ট দুনিয়ার সবচাইতে বিশ্বস্ত কিতাব! শেষ প্রামাণ্য কিতাব বলিয়া গৃহীত ও সমাদৃত! এই গ্রন্থ খানায় ৮০ কোটি মানুষের জন্য ইস্‌লাম, কোরআন ও রসূল [দঃ] সম্বন্ধে যেসব গবেষণাপূর্ণ [!] তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করার পর ধৈর্যরক্ষা করা সত্যই কঠিন হইয়া পড়ে। যাহারা রুষের মহত্ব ও সাম্যবাদের ঢাক পিটিতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে, রুষীয় বিশ্বকোষের নিম্নোক্ত উধৃতিগুলি পাঠ করার পর স্বয়ং তাহাদের জ্ঞানচক্ষুও উন্মিলিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস!

সোবিয়েত বিশ্বকোষের দ্বাবিংশ খণ্ডের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় কোরআন-মজীদ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :

"মুসলমানদের মৌলিক পবিত্র গ্রন্থ। ধর্মীয় কু-সংস্কার আর আইন সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদিতে পূর্ণ। তৃতীয় আরব খলীফার [৪৪—৫৯] যুগে প্রণীত হইয়া পবিত্র গ্রন্থরূপে প্রচারিত হয়। আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধান মত খৃস্টীয় ৮ম শতক পর্যন্ত উহাতে নানারূপ রদবদল হইতে থাকে। মুসলমানদের ঐতিহাসিক আর ধর্মীয় জন-শ্রুতি মত মুহাম্মদ [দঃ] উহা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং কোরআনের সাক্ষ্য মত একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতি-পন্ন হয়, উহা পাঠ করিলে স্পষ্টই জানাযায়, উহার কিয়-দংশমাত্র তাঁহার যুগে রচিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সমস্তই তাঁহার পূর্বের বা পরবর্তীকালের লেখা। কুরআনের রচনাভংগী দ্বারাও আমাদের দাবীর সত্যতা সাব্যস্ত হয়। আরাবী সাহিত্যের ক্রমশিক বিবর্তনের বিভিন্ন যুগে ইহার বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে। মুসলমানদের শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী তাহাদের শ্রমিক জনসাধারণকে ধোকায় ফেলিয়া তাহাদের উপর নিপীড়ন চালাইবার উদ্দেশ্যেই কোরআনকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে"।

সোবিয়েত বিশ্বকোষের উক্ত সংস্করণের অষ্টাবিংশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খণ্ডের ৫৯২ পৃষ্ঠায় রসূলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বহুমূল্য (!) তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে:

মুহাম্মদ (দঃ) একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন, তাঁহাকে ইস্‌লামের প্রবর্তক বলিয়া মনে করা হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় জনশ্রুতিতে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ পয়গম্বর বলিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। তিনি ছিলেন মক্কার অধিবাসী একজন আরব মাত্র। তাঁহার জীবনী সর্বপ্রথম খৃষ্টীয় ৮ম শতকে মদীনার ইব্‌নেইস্‌হাক নামক জনৈক কেচ্ছাগো বাদশাদের খলীফার নির্দেশ-ক্রমে রচনা করে আর উক্ত কেচ্ছার নাম রাখে "রসূলুল্লাহর জীবন"। মূল জীবনীর অংশ বাদ দিলেও এই বইখানা নানারূপ অদ্ভুত কেচ্ছা ও কিংবদন্তীতে পূর্ণ। মুহাম্মদের (দঃ) আসল জীবনী এইসব অতিরঞ্জিত গল্পের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত তাঁহার যতগুলি জীবনী লেখা হইয়াছে, কুরআনের কল্পিত উপাখ্যানকে ভিত্তি করিয়াই সেগুলি সংকলিত হইয়াছে। ইস্‌লামের বজুর্য়া ছাত্ররা এইসব উপাখ্যান নিরাপত্তিতে স্বীকার করিয়া থাকে।

এই ধরণের একটি উপাখ্যান হইতেছে, তিনি মক্কায় কুরায়েশ গোত্রে হাশেম বংশের একজন লোক ছিলেন। তিনি ইস্‌লামের পূর্ববর্তী ইউনিটেরিয়ানদের মতবাদকে মাজিয়া ঘষিয়া মক্কায় স্বীয় ধর্ম প্রচার করিতে লাগিয়া যান। ইস্‌লামের বিকাশলাভের আসল কারণ হইল, তখন আরবদের মধ্যে ধীরে-ধীরে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু মুসলমানদের পরবর্তী বংশধররা মুহাম্মদ (দঃ) কে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আর মু'মিনদের জন্য শাফা'তকারী বানাইয়া দিল। ইদানীং ইস্‌লামের পতাকাবাহীরা শোষণকারীদলের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেণীসংগ্রামকে দুর্বল করার জন্য মুহাম্মদের (দঃ) ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করার প্রয়াস পাইতেছে।

সোবিয়েত বিশ্বকোষের ১৮শ খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠা হইতে ৫১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন সন্দর্ভে ইস্‌লাম সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নরূপ :—

"অন্যান্য ধর্মের মত ইস্‌লাম চিরদিন প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। শ্রমিক জনসাধারণকে লুণ্ঠন ও শোষণ করার জন্য ইস্‌লাম শোষকদের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আরবদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করায় ফলেই ইস্‌লামের উন্মেষ ঘটিয়াছিল। শ্রেণীগত সমাজ সৃষ্টি হওয়ার দরুণে আরবদের বিভিন্ন গোত্রে একটা অর্থনৈতিক আর সামাজিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইহার প্রতিচ্ছায়া ইস্‌লামের উত্থানযুগে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন যেসাম্যবাদী শ্রেণীসংগ্রামের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, ইস্‌লামের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাহার বিরুদ্ধে সামাজিক আর অর্থনৈতিক বৈষম্য আর অসাম্যনীতির বৈধতা প্রতিপন্ন করা। ইস্‌লামের সমাজব্যবস্থা বহুলাংশে খৃস্টান, ইহুদী আর যরতশ্‌তী মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কুর্‌আনের মক্কী সূরাগুলিতে দাসপ্রথা ও আর্থিক বৈষম্যকে আল্লাহর সৃষ্টি করা বিধান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল আর এই কারণেই এসব বিষয়ের পরিবর্তনকে আলোচনার বহির্ভূত রাখা হইয়াছিল। ইস্‌লামের কতিপয় দাবীদার ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগে সাম্যবাদের নীতি প্রদর্শন করিতে চায় আর যে মুহাম্মদ (দঃ) কে ইস্‌লামের প্রবর্তক মনে করা হইয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে তাহারা বলে যে, তিনি একজন বিরাট সমাজসংস্কারক ছিলেন। আসলে কিন্তু তাহারা ইস্‌লামের সত্যকার স্বরূপকে পর্দায় ঢাকিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। স্বয়ং কুরআন পুনঃ পুনঃ দাসপ্রথার সমর্থন করিয়াছে আর তার বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। কারণ ইস্‌লামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতেছে, "খোদাই দাসপ্রথা সৃষ্টি করিয়াছে, লুণ্ঠন, শোষণ আর সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যেরও সেই খোদাই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকে।" সুতরাং কুরআন নিজেই ইস্‌লামের দাবীদারদের এই সকল অসত্য উক্তির প্রতিবাদ করিতেছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদের জয় আর শোষকশ্রেণীর বিধ্বস্তির পরিণতি স্বরূপ অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইস্‌লামের সামাজিক শিকড়ও কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। আজ পৌরাণিক স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া সোবিয়েত ইউনিয়নে ইস্‌লামের অন্য কোন অস্তিত্ব নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উদ্ধৃতির প্রত্যেকটি ছত্র কম্যুনিস্টিক মনস্তত্ব আর গবেষণা পদ্ধতির পূর্ণ প্রতীক! দুনিয়া শুদ্ধ সকলেই জানে, কম্যুনিস্টরা ধর্মদ্রোহী আর নিছক জড়বাদী। কিন্তু জড়বাদীদেরও ঐতিহাসিক গবেষণার কতকগুলি নিয়মকানুন থাকে। পক্ষান্তরে কম্যুনিস্টরা ঘোর যবরদস্তি আর একগুঁয়েমি ছাড়া কোন নিয়মকানুনেরই ধার ধারেনা। পেট সর্বস্বদের "ওয়াহী ও তন্‌যীলে"র দার্শনিকতা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নাই, সুতরাং কুরআন যে রসূলুল্লাহর [দঃ] নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল সেকথা যদি তাহারা বুঝিতে নাপারে, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু যে কোরআনের হাজার হাজার শ্রুতিধর রসূলুল্লাহর [দঃ] জীবদ্দশায় মওজুদ ছিলেন আর অনেকের কাছে উহার নকলও সুরক্ষিত ছিল, যে কোরআন আগাগোড়া হযরত নমাযে আবৃত্তি করিয়াছেন, যে কোরআনের প্রত্যেকটি পংক্তি তাঁহার জীবিত অবস্থায় কাগজে, প্রস্তর ও চর্মখণ্ডে আর বৃক্ষের ছালে লিখিত হইয়াছিল, সেই কোরআন সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট বিদ্যারথীরা গবেষণা করিয়াছেন যে, উহার কিয়দংশ মাত্র রসূলুল্লাহর [দঃ] স্বরচিত। বাকি সমস্তই তাঁহার পূর্বেই অথবা পরে লিখিত হইয়াছে! কুরআনের কোন্ কোন্ অংশ রসূলুল্লাহর [দঃ] পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল আর কোন্ অংশ তাঁহার পরের রচনা, তাহার সন্ধান আর উক্ত দাবীর ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত করার যোগ্যতা এই অনুসন্ধান বিশারদদের নাই। ভট্‌কা রসের মহিমা ছাড়া তাহাদের এই অপূর্ব গবেষণার অন্য কি কারণ অনুমাণ করা যাইবে? আজ যদি কেহ বলে, কম্যুনিস্টদের ধর্মগ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' নামক পুস্তকখানা মার্ক্স লেখেন-নাই, উহা তাঁর অনেককাল আগেকার রচনা, মার্ক্স চোরাইমাল নিজ নামে চালাইয়া দিয়াছিলেন কিংবা যখন উহা প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন অন্যান্য লোকেরাই উহা সংকলিত করিয়াছিল, তাহাহইলে সেকথার কম্যুনিস্ট বিদ্যাবাগীশরা কি জওয়াব দিতে পারেন? কুরআন হযরতের যুগে পঠিত, সংকলিত ও মুখস্থ থাকার যতগুলি বিশ্বস্ত প্রমাণ রহিয়াছে, সেরূপ একটি প্রমাণও ক্যাপিটাল সম্বন্ধে তাঁহারা উপস্থিত করিতে পারেন কি?

কম্যুনিস্টদের পক্ষে কুরআনকে কুসংস্কারপূর্ণ বলা একান্ত হাস্যকর! যাহাদের 'সু' আর 'কু'র কোন বালাই নাই, যাহাদের কাছে সমস্তই আপেক্ষিক (*Relative*) সত্যকার ভালমন্দ, পাপপুণ্য বলিয়া যাহারা কোন কিছুই স্বীকার করেনা, তাহাদের কুরআনের শিক্ষাকে কুসংস্কার বলার অধিকার কি? আমরা ভালভাবেই জানি, কম্যুনিজ্‌মের সমুদয় অশ্লীলতা, মিথ্যাচার আর ভণ্ডামি ছাড়া অন্য সমস্তই কম্যুনিস্ট বিদ্যাদিগ্‌গজদের কাছে কুসংস্কার বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে।

যাহারা কুরআন আর রসূলুল্লাহর (দঃ) জীবনীকে উপাখ্যান আর কিম্বদন্তী বলার স্পর্ধা প্রকাশ করে, যাহারা স্বয়ং রসূলুল্লাহর (দঃ) ঐতিহাসিক অস্তিত্বকেই সন্দেহজনক প্রতিপন্ন করিতে চায়, তাহাদের সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় করা সময়ের অপচয় মাত্র! ইহাদের কাছে মার্ক্স, এঞ্জেল্‌স, লেনিন, স্তালিন আর ক্রুশ্চেভের অস্তিত্ব ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষেরই বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই আর সোবিয়েত রুষ ছাড়া পৃথিবীর কোন ইতিহাসও নাই! নতুবা কুরআন, যাহা পৃথিবীর ঘরে ঘরে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে আর যে কুরআন হযরতের পবিত্র জীবনের প্রধানতম আলেখ্য, এরূপ জগজ্জাহির বিষয়কে উপাখ্যান বলিয়া উড়াইয়া দিতে কম্যুনিস্ট বিশ্বকোষের সংকলয়িতারা অবশ্যই লজ্জা অনুভব করিত। ইসলামের সমাজ ও অর্থনৈতিক বাস্তব পরিচয় সূর্যের মতই সুস্পষ্ট। ইস্‌লামের পতাকামূলে ধনিক বণিকরাই ভিড় পাকাইয়াছিল না সর্বস্বান্ত ও অসহায়ের দলই সমবেত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হইয়া গিয়াছে। এসকল বিষয়ে বিশ্বের মুসলমান আর অমুসলমান বিদ্বানগণ শতসহস্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দাসপ্রথার অভিযোগ অত্যন্ত মধ্যযুগীয় অভিযোগের রোমন্থন। ইস্‌লামের সমাজ-ব্যবস্থা দাসপ্রথার উৎসাহ বর্ধন করিয়াছিল, না উহাকে সমূলে উৎসাদিত করার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, নিজেদের রাষ্ট্রের কোটি কোটি নাগরিককে লৌহ শৃংখল পরাইয়া পশুর জীবনযাপন করিতে যাহারা বাধ্য করিয়াছে, তাহারা মীমাংসা করিতে পারেনা। জ্ঞান, বিবেক আর ন্যায়বিচারের মুখে পদাঘাত হানিয়া যাহারা মানবসন্তানদিগকে গোলামীর শিকলে বাঁধিয়া মুষ্টিমেয় লোককে সৃষ্টিকর্তা ও শর্বশক্তিমানের আসন দান করিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের নিকট হইতে সত্য কথার প্রত্যাশা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক আর যাহারা ধর্মদ্রোহী, নিরীশ্বরবাদী, ক্ষমতাগর্বিত, রক্ত লোলুপ কম্যুনিস্ট সমাজকে ইস্‌লামের বন্ধু বলিয়া প্রচার করিয়া বেড়ায় তাহারা স্বয়ং ধর্মদ্রোহী, সোবিয়েত গুপ্তচর!

www.ahlehadeethbd.org